প্রথম আলো

Prothom Alo North America

29 June 2023, Thursday, 7th Year, Issue 328, 40 Pages

২৯ জুন ২০২৩, ১৫ আষাঢ় ১৪৩০, ১১ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩২৮, পৃষ্ঠা : ৪০

১৭ সঙ্গীতশিল্পী পেলেন ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস

পৃষ্ঠা ১৪

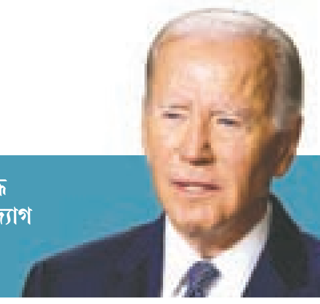

বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসনের উদ্যোগ রিপাবলিকানদের

পৃষ্ঠা ২৯

ঈদুল আযহা **যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বুধবার উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আযহা। নিউইয়র্কের ব্রংকসের পিএস ওয়ান ও সিক্স স্কুল মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা।** ছবি : সৈয়দ মাসুদুল কবির

নিশ্চিত হতে হবে কোনো শান্তিরক্ষী মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত নয়

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির বিবৃতি

ঢাকা অফিস

জঁ-পিয়ের লাক্রোয়ার

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত কোনো কর্মী মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত থাকতে পারবে না এবং তা প্রেরণকারী দেশকেই নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জঁ-পিয়ের লাক্রোয়ার এ কথা বলেছেন।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাকের' কাছে আজ সোমবার পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা জানান।

সোমবার তার কাছে দেওয়া 'মায়ের ডাকের' স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে লাক্রোয়ার ইমেইলে এ বিবৃতি পাঠান।

স্মারকলিপিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন নীতি এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

আমাকে একটা লোক দেখান যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেলাম, এটা আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না আসে, বাস্তবায়ন করবে কে?

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'মেঘ দেখে তুই করিস না ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে। হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমরা তো অনেক রকমের কথা শুনি, আজকেই এ সরকার ফেলে দেবে। কালকেই এটা করবে, ওটা করবে।'

তিনি বলেন, 'আজ যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেলাম, এটা আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না আসে, বাস্তবায়ন করবে কে? আমাকে একটা লোক দেখান, সেটা করতে পারবে। নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করবে, একটি মানুষ দেখান। সে রকম কোনো নেতৃত্ব আপনারা যদি দেখাতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নেই।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রোববার জাতীয় সংসদে ২০২৩–২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

আগামী ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে বাংলাদেশ। উন্নয়নশীল দেশ করতে হলে আওয়ামী লীগকে আগামী মেয়াদেও ক্ষমতায় আনা দরকার বলে মনে করেন সংসদ নেতা শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, 'আমরা জানি, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেশকে উন্নীত করতে হলে আমাদেরকে দরকার। তাই আমি জনগণকে বলব, বারবার আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

উজরা জেয়ারের অ্যাজেন্ডায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

উজরার ঢাকা সফর

মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া আসছেন জুলাইয়ে। তাঁর এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

ঢাকা অফিস

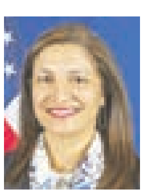

উজরা জেয়া

নাগরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ঢাকায় আসছেন। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি এ সফর হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা ও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সূত্রগুলো। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দুই দেশের সম্পর্কের এক জটিল সময়ে এ সফর হচ্ছে বলে কূটনীতিকেরা জানান।

এই সফরে কী আলোচনা হবে, কাদের সঙ্গে, এমন প্রশ্নে একজন বিশ্লেষক এবং সরকারের এক কর্মকর্তা জানান, উজরা জেয়ার সফরের সময় ও প্রেক্ষাপট এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির আজকের পত্রিকাকে গতকাল সোমবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে 'কাজ করতে' আগ্রহী। সফরে হয়তো গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নাগরিক নিরাপত্তা, গণমাধ্যম, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন ইস্যু তাঁরা তুলবেন।

তবে তিনি (উজরা জেয়া) নির্দিষ্ট 'প্রেসক্রিপশন' নিয়ে আসছেন, এমনটা মনে হচ্ছে না বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক এই রাষ্ট্রদূত।

মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকেই দেশটির সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয় বাংলাদেশ সরকারের। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে অবাধ ভোটে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, তাদের বিষয়ে দেশটি গত মে মাসে ভিসা নীতি ঘোষণার পর সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে জটিলতা শুরু হয়। এর পরপরই কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, তাঁর সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট ও বিরোধী রিপাবলিকান দলের কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

হতভাগা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম!

বিশেষ প্রতিনিধি

আবুল কাশেম

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি পরিচয়ে ঢাকায় গ্রেফতার হওয়া আবুল কাশেমকে হতভাগা এক প্রবাসী নেতা বলে মনেকেই মনে করছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের তথাকথিত নেতাদের অনেকেই ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। যারা একসময় ক্যাব চালাতেন বা পিৎজা ডেলিভারি দিতেন, তাঁরা এখন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের নাম ভাঙ্গিয়ে এসব আওয়ামীলীগ নেতাদের অনেকেই এখন ভোল পালটাচ্ছেন। কেউ কেউ অবশ্য পরিণতি কী হতে পারে , এ নিয়ে চিন্তিত দেখা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের নেতাদের মধ্যে ' প্রবাসীদের' সুবিধার জন্য ব্যাংক করার অনুমতি নিয়ে ব্যবসা বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছে। প্রয়াত রাজনৈতিক নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের আপনজন হিসেবে প্রথম ব্যাংক প্রতিষ্টার নামে তোড়জোড় শোনা গিয়েছিল। এরপরই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিক লোকজন এ কাজে নেমে পড়েন। কেউ কুইক রেন্টালের নামে, কেউ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সব পরিকল্পনা এক সূত্রে, 'শেষ বলে কিছু নেই'

জাপার রাজনীতি

দীর্ঘদিন সরকারের ছত্রছায়ায় থেকে রাজনীতি করলেও ইদানীং দলটির নেতারা সরকারের সমালোচনা করে নানা বক্তব্য দিচ্ছেন।

রেজা করিম

প্রায় ১০ বছর ধরে সরকারের সঙ্গে জাতীয় পার্টির যে সম্পর্ক, সেখানে কেমন যেন হঠাৎ করে দলটির কথাবার্তা একটু বেসুরো। দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরসহ নীতিনির্ধারকেরা হরহামেশাই সরকারের বিরুদ্ধে গরম-গরম কথা বলছেন। সংসদে বা সংসদের বাইরে এমন বিরোধিতা আগে তেমন দেখা যায়নি।

তবে কি রাজনীতির হাওয়া বদল? বদলাতে শুরু করেছে দল-জোটের হিসাব-নিকাশ? এমন আরও অনেক প্রশ্নে জমে উঠেছে আলোচনা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জাতীয় পার্টির

জিএম কাদের

রওশন এরশাদ

নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে। সে জন্যই দলটির নেতারা আগামী ভোটে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা বলছেন। তবে সেসব চূড়ান্ত কিছু নয়। পুরোনো সেই এক নীতিতেই আগাচ্ছে দলটি, 'রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই'।

তারপরও প্রকাশ্যে গরম-গরম কথা বলার পেছনে ভিন্ন পরিকল্পনা আছে জানিয়ে সূত্রগুলো বলছে, সময় ও পরিস্থিতির আলোকে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে ত্রিমুখী চিন্তা করে রেখেছে জাপা। পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে দলটি। এই পর্যবেক্ষণ শেষ পর্যন্ত অব্যাহত

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

মির্জা ফখরুল বললেন

সরকার পতনে এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা শিগগির

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

সরকার পতনে এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা শিগগির আসছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় কবে হবে জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'আপনারা দেখতে পারছেন আমরা আন্দোলনে আছি। মূলত এক দফার আন্দোলনেই আছি। এটা একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে আসবে। তা খুব শিগগির দেখতে পারবেন।'

মির্জা ফখরুল বলেন, 'ঈদের পর আমাদের আন্দোলন আরও জোরদার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

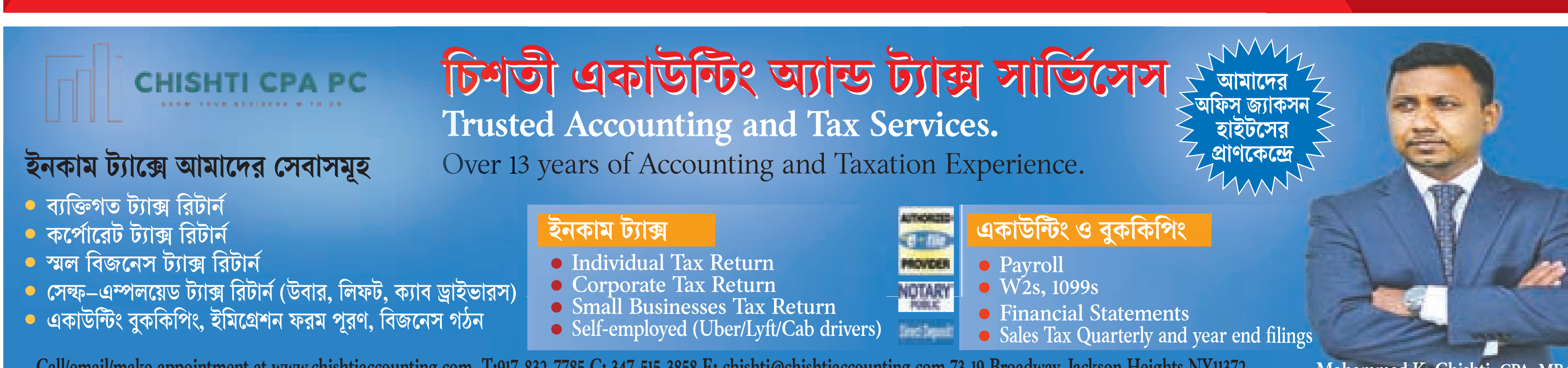

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমুলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

সুরাইয়া রহমান

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

NOLIMITS NYC
HOME CARE

আমাদের সেবা সমূহ

- আমরা এজেন্সী পরিবর্তন এবং নতুন CDPAP
- HHA/ PCA গ্রাইহকসেবা দিয়ে থাকি
- আমরা সর্বোচ্ছ রেইট দিয়ে থাকি

আমরা কেয়ার গিভারদের সর্বোচ্ছ সুবিধা দিয়ে থাকি

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্ছ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগটি বেছে নিন।

অফিসের সময়সূচী
সোম থেকে শুক্রবার
সকাল ১০টা - বিকেল ৬টা পর্যন্ত

ফ্রী পরামর্শের জন্য সাক্ষাত নিতে এখনই ফোন করুন

Call: 929-655-9195

74-09 37th Avenue, Suite 203 B
jackson Heights, Ny 11372
Phone: 718-616-8690

Fax: 917-830-6387
Email: Nolimitsnyccorp@gmail.Com
web: www.nolimitsnyc.com

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE **YOUR FAMILY** LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত **CDPAP** -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে **সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা** প্রদানের মাধ্যমে **অর্থ উপার্জন করুন**

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

‘বড় বড় প্যাকেট বড় কোনো ইস্যু নয়’

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বাসায় উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছে ঢাকায় চীনা দূতাবাস। এ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, তিনিও উপহার পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও পেয়েছেন। এটা বড় কোনো ইস্যু নয়।

রোববার পদ্মা সেতু উদ্বোধনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের এ কথা বলেন।

চীনা দূতাবাস খালেদা জিয়ার বাসায় উপহারের প্যাকেট পাঠিয়েছে—এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘আমার বাসায়ও বড় প্যাকেট এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসায়ও এসেছে। এটা বড় কোনো ইস্যু নয়।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ম মতোই হবে। নির্বাচনের নিয়ম সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। সে অনুযায়ীই নির্বাচন হবে।’

জাতীয় পার্টি (জাপা) সরকারের অতিরিক্ত বিরোধিতা করছে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘তারা (জাপা) নিজেরাই বলে, সরকারের দালাল হয়ে গেছি। তারা অপবাদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। এ জন্য সমালোচনা করেছে।’

এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘নেতিবাচক রাজনীতির জন্য বিএনপির জনসমর্থন ১০ শতাংশে নেমে এসেছে কি না, তা ভেবে দেখা উচিত।’

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিকেলে একটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুলশানের কার্যালয়ে উপহারসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে ওই সময় কেউ কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না।

বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্যাকেটের গায়ে খালেদা জিয়ার নাম লেখা ছিল। ভেতরে ফল এবং স্ন্যাক্স ও বিস্কুট–জাতীয় কিছু রয়েছে। পরে সেগুলো খালেদা জিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরে হাসিনা সরকারের লাভ হয়নি: গয়েশ্বর

ঢাকা অফিস

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কোনো লাভ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

রোববার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব রফিকুল আলম মজনুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ফেনী জেলা জাতীয়তাবাদী পরিষদ এই সমাবেশের আয়োজন করে।

সমাবেশে গয়েশ্বর বলেন, ‘এই সরকার ভেবেছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকা যাবেন, এই অছিলায় একটা ম্যানেজ করবেন। কিন্তু মোদি নিজের গদি রক্ষা করবেন নাকি শেখ হাসিনার গদি রক্ষা করবেন? তাঁরই তো সমস্যার শেষ নেই। তিনি আবার কার জন্য সুপারিশ করবেন?’

সেন্ট মার্টিন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘সেন্ট মার্টিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিলে নাকি তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। আসলে শেখ হাসিনা দেশটা দিয়েও যদি ক্ষমতায় থাকতে পারতেন, তাহলে সেই কাজটি করতে তিনি ভুল করতেন না। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বলা হয়েছে, সেন্ট মার্টিন তারা চায়নি। এর আগে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ভারতকে যা দিয়েছি, তা তারা চিরদিন মনে রাখবে। তাদের দেওয়ার মতো কিছু নেই।’

বিচারপতিকে প্রধান করে জাতীয় সরকার চায় ইসলামী আন্দোলন

ঢাকা অফিস

বরিশাল সিটি নির্বাচনের পরেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। এবার দলটি জাতীয় সরকারের রূপরেখা দিয়েছে। তারা বলছে, আপিল বিভাগের একজন বিজ্ঞ, সৎ, যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বিচারপতিকে প্রধান করে নিবন্ধিত দলগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে।

শনিবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের উদ্যোগে রাজধানীর গুলিস্তান হোটেল ইম্পেরিয়াল মিলনায়তনে ‘বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণ এবং একটি সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যে করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় জাতীয় সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেন দলটির আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।

রেজাউল করীম বলেন, ১৯৯১ সালের আগে কোনো দিনই ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ নামে কোনো সরকার ছিল না। এ নামে নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পদ্ধতিও শেষ পর্যন্ত বিতর্কের বাইরে থাকেনি। আর দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন তো স্বাধীনতার পর কোনোকালেই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

জাতীয় সরকারের রূপরেখায় বলা হয়েছে, যারা জাতীয় সরকারে থাকবেন—তাঁরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে এবং জাতীয় সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে হবে। সংসদ ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকালীন জাতীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

রূপরেখায় আরও বলা হয়েছে, জাতীয় সরকার গঠিত হওয়ার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

জাতীয় সরকার গঠিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে রূপরেখায় বলা হয়, বর্তমান মন্ত্রিসভার কেউই নির্বাচনকালীন জাতীয় সরকারে থাকতে পারবেন না।

সম্পাদকীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার : আইনে যে দুটি বিকল্প আছে

নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে এ ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকার ছাড় দেয়ার মানোভাব দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনের আর মাত্র ছয় মাসের মতো সময় বাকি থাকতে দুই প্রধান দলের মধ্যে এই অনাস্থা ও বিরোধপূর্ণ অবস্থান রাজনীতিতে সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সবশেষ গত বুধবারেও আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে আরো একবার দলের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে বিএনপি আয়োজিত এক সেমিনারে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আন্দোলনের মাধ্যমে এবার নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায়ে ক্ষমতাসীনদের বাধ্য করা হবে।

বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দাবি এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে। তবে সরকারি দল বলছে এই দাবি মানার কোনো সুযোগ নেই এবং সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনড় অবস্থান নিয়ে আওয়ামী লীগ।

নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমঝোতার হবে কিনা বা দলগুলো একে অপরকে কোনো ছাড় দেবে কিনা সেটি স্পষ্ট হচ্ছে না। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারাও তাদের দলীয় অবস্থানের পেছনে যুক্তি তুলে ধরছেন, যেখানে সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত মিলছে না।

আওয়ামী লীগের আন্দোলন ও দাবির মুখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। ২০১১ সালে এ ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে উচ্চ আদালতের একটি রায়ের ভিত্তিতে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। বর্তমানে সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু আইনের মধ্যে থেকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের দুটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে বলে মনে করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক। একটি সর্বদলীয় সরকার এবং আরেকটি হচ্ছে সরকার প্রধানের পদত্যাগ।

'আওয়ামী লীগের যারা মন্ত্রী আছেন, ধরেন পঞ্চাশ জনের মতো, এটাকে কমিয়ে ১০-১২ জনের মন্ত্রিসভা করতে পারে। কিন্তু ওই মন্ত্রিসভার সদস্য হতে হবে সংসদ সদস্যদের। তর্কের খাতির যদি ২০ জনের ছোট মন্ত্রিসভা হলো এবং দুজন টেকনোক্র্যাট নেয়া যায় এবং তাদের নিয়ে ধরেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো।' 'আরেকটা অপশন হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করলেন কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই অন্য কোনো সংসদ সদস্য তখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন,' বলেন শাহদীন মালিক।

বর্তমান সংবিধানে সপ্তম ভাগে ১২৩ অনুচ্ছেদে নির্বাচন প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। যেটি হলো- 'মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে।'

শাহদীন মালিক বলেন, সংবিধানে নির্বাচনের সময় সংক্রান্ত দুটো বিধান আছে। একটা হলো সংসদ ভেঙে দিলে। সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেশে রাষ্ট্রপতি যেকোনো সময় সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। 'সংসদ ভেঙে দিলে ভেঙে যাওয়া দিন থেকে তখন হবে কি যারা সংসদ সদস্য ছিলেন তারা আর আসনে থাকবেন না এবং ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে।'

তবে বর্তমান সংবিধান সমুন্নত রেখে আইনের মধ্যে থেকে সংসদ ভেঙে দেয়া বা নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করে সেখানে টেকনোক্র্যাট হিসেবে বিরোধী দলকে নেয়া বা শেখ হাসিনার পদত্যাগের মতো বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকারের অধীনে সব ধরনের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে, উপনির্বাচন কোথাও দলীয় প্রার্থী দিচ্ছে না দলটি।

বর্তমানে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচকালীন সরকারের যে বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে সেটিও বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বিএনপি বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায়ে পরবর্তী আরো দুটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ ছিল। তাই সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থাই করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী করতে গেলে মেজরিটি যে পার্টি আছে তাদের দলের যিনি নেতা বা নেত্রী তিনি সরকারপ্রধান হবেন। কাজেই সংবিধান যদি আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে যাই তাহলে তো আমাদের মুক্তি নেই।' মঈন খান বলেন, 'এমন একটা সিস্টেম তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে এদেশে গণতন্ত্র কোনোদিন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কাজে এখানে ব্যক্তিটা মুখ্য উদ্দেশ্য বলে আমি মনে করি না। এখানে এই সিস্টেমটা পরিবর্তন করতে হবে। এবং এই সিস্টেমটা পরিবর্তন করতে হলে বর্তমান যে সেটআপ যেটা আছে সেটাকে বিদায় নিতে হবে।'

নির্বাচনকালীন মন্ত্রিসভা ছোট-বড় করা সহজভাবে দেখা হলে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনার বিকল্প কাউকে চিন্তাও করে না। আর ভোটের রাজনীতির বিবেচনা থেকেই কোনো পরিস্থিতিতেই বিএনপির দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিএনপির দাবির ব্যাপারে বলেন, এটা যদি হয় তাহলে আওয়ামী লীগ প্রথমেই ডিফিট খাবে। তাহলে আওয়ামী লীগের নির্বাচন করে তো কোনো লাভ নাই। আন্দোলনের কাছে যদি কোনো দল নতি শিকার করে সেই দল তো থাকে না।' তোফায়েল আহমেদ দৃঢ়তার সাথে বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন নিয়ে দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিতর্ক। অনড় অবস্থান থেকে সরে এসে সংবিধানের আওতায় বা সব পক্ষের মতামতকে রক্ষা করে একটা আপস অবস্থানে সবাই আসবেন, দেশবাসী এমন প্রত্যাশাই করছে। সংঘাত সংঘর্ষের পরিবর্তে দেশের মানুষ সমঝোতাকেই স্বাগত জানিয়েছে সব সময়।

পঁচাত্তরে আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

২৩ জুন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ৭৪ বছর পূর্ণ করে ৭৫ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে দলটি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম পুরোনো এই রাজনৈতিক দল লক্ষ্য নির্ধারণ, কর্ম বাস্তবায়ন, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং ইতিহাসের বিশাল কিছু অর্জন সংগঠিত করার মাধ্যমে এর অস্তিত্ব শুধু টিকিয়ে রাখাই নয়, দিনে দিনে জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য করতে পেরেছে বলেই দলটি দীর্ঘ এই সময় ধরে মানুষের মধ্যে অবস্থান করছে। এই অঞ্চলে আরও অনেক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয়েছে, স্বপ্ন দেখিয়েছে, বুদ্‌বুদের মতো উবেও গেছে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতা, জটিলতা, প্রতিবন্ধকতা এবং ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার শিকারে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও দলটি বারবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। এখানেই আওয়ামী লীগের অদ্বিতীয়তা।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেউ ভাবতে পারেনি পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের প্রতি মোহ ত্যাগের বাস্তবতা এত দ্রুত তৈরি হতে পারে। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ততায় পূর্ব বাংলার মানুষ একসময় গা ভাসিয়ে দিলেও দেশভাগের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসন-শোষণ ও উপেক্ষার যে নজিরবিহীন আচরণ শুরু করেছিল, তাতে বছর না ঘুরতেই অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। পূর্ব বাংলায় অবাঙালিরা পাটশিল্পের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে এখানকার ব্যবসায়ী ও পাটচাষিরা চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন। এই সময়ে পূর্ব বাংলার জনগণ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষাবস্থার সম্মুখীন হয়। ফলে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও উঠতি বাঙালি তরুণেরা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগ এই চরম সংকটকালে পাশে দাঁড়ায়নি। অধিকন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পাকিস্তানিদের চাপ মানুষের মনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সম্পর্কে মস্ত বড় অনাস্থা তৈরি করতে থাকে।

রাজনীতিতে সরকার ও মুসলিম লীগের অত্যাচার বাড়তেই থাকে। এ অবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলনে যেসব উদারবাদী, প্রগতিশীল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা দ্রুত সাংগঠনিকভাবে একত্রিত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় শামসুল হককে সভাপতি নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি ঢাকাস্থ মুসলিম লীগ অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগ। ভাষা আন্দোলন জোরদার করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল নেতা-কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। শেখ মুজিব স্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম গ্রেপ্তারও হন। এরপর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ায় মুসলিম লীগের বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করায় জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হন ১৯৪৯ সালের ১৯ মার্চ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তখন সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হতে থাকে। এর প্রভাব প্রথম পড়ে ২৬ এপ্রিলের টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে। মুসলিম লীগের প্রার্থী পন্নী খানকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন যুবলীগের সভাপতি শামসুল হক। এরপর মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তার ধস পূর্ব বাংলার সর্বত্রই নামতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্মেলন ১৮, ১৯ ও ২০ জুন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমাবনতিশীল অবস্থার কথা স্বীকার করা হয়। এর জন্য তারা মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের দায়ী করেন।

এর দুই দিন পরেই ২৩ ও ২৪ তারিখে ঢাকার কে এম দাশ লেনের কে এম বশির হুমায়ূনের বাসভবন রোজ গার্ডেনে মুসলিম লীগের খাজাপন্থীদের বিরোধী প্রগতিশীল নেতা-কর্মীরা দুই দিনব্যাপী গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান, বক্তৃতা করেন মওলানা ভাসানী। ২৩ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক একটি সংগঠন গঠিত হয়। ৪০ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের নামও ঘোষণা করা হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, আতাউর রহমান খানসহ পাঁচজন সহসভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক, জেলে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক, সহসম্পাদক দুজন এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

সম্মেলনে সংগঠনের নতুন ম্যানিফেস্টো তৈরির দায়িত্ব পান শামসুল হক। ম্যানিফেস্টোতে ১২টি দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাকিস্তানকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র, দুটি আঞ্চলিক ইউনিট, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সব নাগরিকের সমান অধিকার, নারী-পুরুষনির্বিশেষে শিক্ষালাভ, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সব নাগরিকের যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি, মৌলিক মানবাধিকার প্রদান, জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপ ইত্যাদি। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ২৪ তারিখ সম্মেলন শেষে আরমানিটোলা মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশই বলে দেয় এর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে প্রথমে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনসহ অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিণত করা।

২৬ জুন শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। আওয়ামী লীগ নতুন উদ্দীপনায় যাত্রা শুরু করলেও পদে পদে ছিল তাঁর সরকারি রোষানলে পড়ার বাধা। ২০ অক্টোবর আরমানিটোলা মাঠে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভার পর আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ একের পর এক আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত হতে থাকে। সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তান সরকার ঢাকায় আসার ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। পরে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ১৯৫০ সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে জনগণের দাবিদাওয়ার পক্ষে কর্মসূচি প্রদান করতে থাকে।

১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সম্মেলনের আগে থেকেই শামসুল হক জটিল রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। তিনি এর আগ থেকেই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা প্রণয়ন করে। '৫৪-এর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ভূমিধস বিজয় লাভ করে। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন, আওয়ামী লীগ এককভাবে ১৪৩টি আসন, অন্যান্য দলও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন পায়। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের রাজনীতির চরিত্র ভালোভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে সুযোগ দেয়নি। ৯২ (ক) ধারা জারি করে শেরেবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে দেওয়া হয়। শেরেবাংলা গৃহবন্দী এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে আওয়ামী লীগকে ঘরে ও বাইরে চরম বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়।

১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়। '৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং শেখ মুজিবকে কারাগারে পাঠানো হয়। ষাটের দশকে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান গণতন্ত্রবিরোধী নানা কালাকানুন প্রবর্তন করে। এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব বাংলা অবহেলিত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ৬ দফা প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তিনি সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্ব ৬ দফাকে স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয়ে পরিণত করে। পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কারারুদ্ধ করে।

তাতেও আন্দোলন দমন করতে না পেরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। প্রহসনের এই মামলার বিচার পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি করে। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নিরঙ্কুশ বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরাজয় এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ঘটে। এর পরও ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রেক্ষাপটে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ২৫ মার্চের রাতের গণহত্যার বিপরীতে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস যুদ্ধ করেই সেই বিজয় ছিনিয়ে আনা হয়। আওয়ামী লীগ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।

'৭২ সালে আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের যাত্রা শুরু হয়। সংবিধান, অর্থনৈতিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতিরাষ্ট্র গঠনে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ নানাবিধ বৈপ্লবিক পরিবর্তন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী শক্তি তাঁকে ও তাঁর দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেয়। আওয়ামী লীগকে তছনছ করা হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বিপথগামী করা হয়।

১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা দলের সভাপতি হিসেবে দেশে পদার্পণ করেন। রাজনীতিতে দলটি পুনরুজ্জীবিত হওয়ার মাধ্যমে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্ব ১৯৯০-৯১তে নতুন স্তরে উন্নীত হয়। এরপর ৩০ বছরের বেশি সময় আওয়ামী লীগ আন্দোলন ও ক্ষমতায় থেকে দেশকে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লড়াইয়ে রয়েছে। গত ১৫ বছর টানা ক্ষমতায় থাকার কারণে দলের অভ্যন্তরে সুবিধাবাদী, দোদুল্যমান আদর্শধারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্থান করে নিয়েছে। দেশকে শেখ হাসিনা নতুন উচ্চতায় তুলে আনতে সক্ষম হলেও দলের অভ্যন্তরেই যত সব বাধাবিপত্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশিদের নানা হস্তক্ষেপ।

এসব বাধাবিপত্তি ও হস্তক্ষেপ অতিক্রম করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে টিকে থাকতে হবে। এর জন্য জনগণের কাতারে আওয়ামী লীগকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যেতে হবে। আওয়ামী লীগ সফল হলে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় বহাল থাকবে, এর ব্যত্যয় ঘটলে স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বিপন্ন হবে। সুতরাং ৭৪ বছর পূর্তিতে আওয়ামী লীগের শপথ হোক আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জয়ের ধারায় রাখার।

ফজিলতপূর্ণ মাস জিলহজ

ধর্ম

মাহাফুজা শিরিন

আরবি বারো মাসের সর্বশেষ মাস জিলহজ। ইসলামের দৃষ্টিতে জিলহজ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মাস।রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, জিলহজের প্রথম ১০ দিনের আমল আল্লাহর কাছে যতটা প্রিয় তা অন্য কোন সময়ে নয়। সাহাবিরা আরজ করেন, আল্লাহর পথের জিহাদ থেকেও প্রিয়? 'তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে কোন ব্যক্তি যদি জান মাল নিয়ে আর ফিরে না আসে তার কথা ভিন্ন।'(বুখারি)

এ মাসটি বছরের চারটি সম্মানিত মাসের একটি। অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ মাস। পবিত্র এ মাসের ১০ তারিখে কুরবানির ঈদ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হজরত ইবরাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.)-এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে।

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর হজব্রত পালন ও পশু কোরবানি করে থাকে। হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তার পুরো পরিবারের নজিরবিহীন কুরবানির ইতিহাস মানুষকে যে ত্যাগের শিক্ষা দেয়, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মুমিন তার সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। হজরত ইবরাহিম (আ.) এবং তার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.) এবং মা হাজেরার আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলোকে আল্লাহতায়ালা হজের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এ হজ ও কুরবানি সম্পন্ন করে থাকি পবিত্র জিলহজ মাসে। যার ফলে ইসলামে জিলহজ মাসের গুরুত্ব অতি ব্যাপক।

আল্লাহ আল কোরআনে জিলহজের ১০রাতের কসম করে এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, "শপথ ফজরের। ১০রাতের। জোড় ও বিজোড়ের।" (সুরা ফজর,আয়াত ১-৩)। মুফাজ্জিরদের মতে, এখানে ১০রাত বলতে জিলহজের প্রথম ১০ রাত, বিজোড় দ্বারা আরাফার দিন এবং জোড় দ্বারা কোরবানির উদ্দেশ্য। (তাফসিরে মাআরেফুল কোরআন) জিলহজের নবম তারিখটি আরাফার দিন। সেদিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের সবচেয়ে বড় রোকন। এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ(স.) বলেন, আরাফার দিনের মত অন্য কোন দিন আল্লাহ অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না।

জিলহজ মাসের আমল সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস থেকে যা পাওয়া যায় তাহলো-মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানি করতে চায়, সে যেন জিলহজের চাঁদ দেখার পর চুল ও নখ না কাটে' (ইবনে মাজাহ)। তাই জিলহজ মাসে প্রবেশ করার আগেই আমাদের চুল ও নখ কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করিম (সা.) বলেছেন, 'এক ওমরাহ থেকে আরেক ওমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের (সগিরা) পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর জান্নাতই হচ্ছে মকবুল হজের একমাত্র প্রতিদান' (সহিহ বোখারি ও সহিহ মুসলিম)।

এই দিনগুলোতে অধিকহারে তাকবির পাঠ করা উচিত। এ বিষয়ক হাদিসে হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে- মহানবী (সা.) বলেন, 'অতএব তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবির (আল্লাহু আকবার) এবং তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) পড়বে' (মুসনাদে আহমাদ)।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে ফজিলতপূর্ণ এই জিলহজ মাসের বরকত থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

মানুষ হাঁটতে ভুলে গেছে

আব্দুর রাজ্জাক

বর্তমানে সারা দেশে ব্যাটারিচালিত রিকশা জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বেশ কয়েক দিন গ্রামের বাড়িতে থেকে এলাম। সাধারণ মানুষ, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে পাঁচ দিন পার হয়ে গেল। মফস্বলের ছোট্ট উপজেলা শহর বানারীপাড়া ও উজিরপুরের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম।

এখানে দৈনন্দিন জীবনের অনেক বিষয়ই পরিবর্তন হয়েছে। উপজেলা শহর, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মোটামুটি পাকা। প্রতিটি রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে গ্রামের চায়ের দোকানের সামনে থেকে শুরু করে বাজার বা স্কুল-কলেজ পর্যন্ত সব জায়গায় অটোরিকশা চলে। এখন আর গ্রামের মানুষ কেউ হাঁটে না। এক থেকে দেড় কিলোমিটার রাস্তা যা আগে সব সময় সবাই হেঁটে যেত, এখন কেউ কল্পনাই করতে পারে না হেঁটে এই এক-দেড় কিলোমিটার জায়গা পাড়ি দেবে। ঘর থেকে বের হলেই রাস্তা আছে, রাস্তায় দাঁড়ানো অটোরিকশা আছে, এই অটোরিকশাগুলো ব্যাটারিচালিত।

অটোরিকশা তিন ধরনের দেখলাম। ছোট্ট অটোরিকশাকে মিনি বেবিট্যাক্সি বলা যায়। সামনে একজন, পেছনে দুজন নিয়ে অনায়াসে চলাচল করতে পারে। এই অটোরিকশাকে আমাদের এলাকায় বলা হয় ‘বউ গাড়ি’। ব্যাটারিচালিত বড় অটোরিকশাও আছে এখানে। পেছনে চারজন, সামনে দুজন—মোট ছয়জন নিয়ে অনায়াসে চলাচল করে। আরও আছে আগের সেই রিকশা, যেটায় দুজন চড়ে। পরিবর্তন হলো, এই রিকশা এখন আর মানুষ পায়ের শক্তি দিয়ে চালায় না, এটাও ব্যাটারিচালিত হয়ে গেছে। এসব বাদে আরও আছে ব্যাটারিচালিত ভ্যান গাড়ি।

এক কথায় বলতে চাইছি, রাস্তায় বের হলে এই চার ধরনের ব্যাটারিচালিত যান সহজেই পাওয়া যায়। চলাচলের জন্য এসব যানবাহন ব্যবহার করে মানুষ।

সমাজ পরিবর্তনশীল, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের চলাফেরায়ও পরিবর্তন হয়ে গেছে। বানারীপাড়ার মতো ছোট্ট একটি জায়গায় প্রায় তিন শ বউ গাড়ি আছে; ব্যাটারিচালিত বড় তিন চাকার গাড়ি, ছোট রিকশাসহ এসব যানের সংখ্যা হবে প্রায় ছয় শ। মানুষ স্বাভাবিক হাঁটাচলা পরিহার করে সবাই রিকশায় চলাচল করে। এই পরিবহন সস্তা, যখন-তখন পাওয়া যায়। তাই তো মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

মানুষ আরাম-আয়েশে থাকতে চায়, কষ্ট কম করতে চায়—এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই তো সামান্য এক থেকে দেড় কিলোমিটার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম জায়গায় যাওয়ার জন্য যানবাহন ব্যবহার করে। মানুষ কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। যেটা শরীরের জন্য আবশ্যক, সেই পরিমাণ কায়িক পরিশ্রমও করতে চায় না। এই অভ্যাসগত পরিবর্তনের জন্য মানুষের শরীরে নানা ধরনের রোগব্যাধি বাসা বাঁধছে। সুস্থ সবল মানুষ দিনে কম করে হলেও ৩০ থেকে ৪০ মিনিট হাঁটা উচিত। অবশ্য যাঁরা কঠিন পরিশ্রম করেন, তাঁরা এই বিধান না মানলেও চলবে। বিনা কারণে ঘোরাফেরার জন্য, সামান্য বাজার করার জন্য, একটু হাঁটা দরকার মানুষের। কিন্তু মানুষ হাঁটা ভুলে গেছে।

আমরা ছোটবেলায় যে পথটুকু হেঁটে স্কুল-

ছোটখাটো জিনিস কিনতে বাজারে যাওয়া, ঘোরাফেরা বা সামান্য পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এসব অটোরিকশা ব্যবহার না করে নিজের পা দুটোকে ব্যবহার করতে হবে। এতে নিজের শরীর-মন ভালো থাকবে, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকব, সাশ্রয় হবে অনেক অর্থ।

কলেজে যেতাম, এখন কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে এই জায়গাটুকু হেঁটে স্কুলে বা কলেজে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা একইভাবে সামান্য পথটুকু যানবাহনে চলাচল করে।

অবসর সময়ে মোবাইলে বিভিন্ন গেম খেলে। গত পাঁচ দিনে আমি দুই উপজেলার অনেক ইউনিয়নের গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কোথাও কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা দেখলাম না। তবে কি ছাত্ররা বা সাধারণ মানুষ ঘরে বসে বা রাস্তার মোড়ে বসে শুধুই চা খায় ও মোবাইলে গেম খেলে? এ ধরনের পরিবর্তন গ্রামেগঞ্জেও হয়ে গেছে দেখে মন খারাপ হয়।

যাতায়াতব্যবস্থার উন্নতি ভালো, তবে ছোটখাটো বাজারের মধ্যে যেসব বাজারের সাকল্যে আয়তন হবে এক বর্গকিলোমিটার, সেই সব বাজারের মধ্যেও সরু রাস্তায় ডজনে ডজনে ব্যাটারিচালিত গাড়ি ঘুরে বেড়ায়। মানুষের সাধারণ হাঁটাচলার ব্যাঘাত ঘটায়, এটা কেমন পরিবর্তন? আমরা বোধ হয় হঠাৎ করেই হাতের কাছে অনেক কিছু পেয়ে গেছি, তার একটি খারাপ উদাহরণ এই কায়িক পরিশ্রম না করা।

সন্ধ্যার পরে আমি একটি ওষুধের দোকানে বসি, দোকানের মালিক আমার বাল্যবন্ধু। সে পল্লিচিকিৎসক। আমি সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ওই দোকানে বসে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছি। ওই দোকান থেকে যত মানুষ ওষুধ কিনেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ শুধু প্রেশারের ট্যাবলেট কিনেছে। সবাইকে এখন প্রেশারের রোগে পেয়ে বসেছে। খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের কারণে গ্যাস্ট্রিকের রোগীও প্রচুর।

ওই দোকান থেকে যত ওষুধ বিক্রি হয় তার প্রায় ৯০ ভাগই প্রেশার ও গ্যাস্ট্রিকের। আমরা জীবনযাত্রা সহজ করে এনেছি, হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছি, তার সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগসহ বহু রোগ নিজের শরীরের মধ্যে স্থান করে দিয়েছি।

একেবারে খেটে খাওয়া মানুষকেও দেখেছি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়ার আগে রাস্তার মোড়ের দোকানে এসে দুটো পরোটা, ভাজি, চা খেয়ে কাজে যায়। বিকেলে ফেরার পথে রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে চা-নাশতা করে বাড়িতে যায়। অবশ্য এই সব মানুষজন আগে বাড়িতে সবাইকে নিয়ে নাশতা করত, এটা ছিল স্বাস্থ্যসম্মত। এখন এসবের বলাই নেই। সবাই রাস্তাকেন্দ্রিক দোকান থেকে মুখরোচক নাশতা করে। আর নিজের শরীরকে বিক্রি করে দেয় নানান রোগের কাছে।

এখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফল কিছুটা আছে; বেকার সমস্যা দূর হচ্ছে, মানুষ কিছু একটা করে খাচ্ছে। কিন্তু মানুষ যে তার আসল শরীরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এদিকে কারও খেয়াল নেই।

সারা দেশে যে পরিমাণ ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল করে, তার হিসাব মেলা বড়ই কঠিন। এসব ব্যাটারিচালিত যানের জন্য ব্যাটারিতে চার্জ দিতে হয়। আমার তো মনে হয় সারা দেশে এ ধরনের ব্যাটারিচালিত যানের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়।

সবকিছু বিবেচনা করে আমাদের সবারই এই পণ করা উচিত—প্রতিদিন যেন আমরা তিন থেকে চার কিলোমিটার হাঁটাহাঁটি করি। ছোটখাটো জিনিস কিনতে বাজারে যাওয়া, ঘোরাফেরা বা সামান্য পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এসব অটোরিকশা ব্যবহার না করে নিজের পা দুটোকে ব্যবহার করতে হবে। এতে নিজের শরীর-মন ভালো থাকবে, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকব, সাশ্রয় হবে অনেক অর্থ। এই সাশ্রয়ী অর্থ সঞ্চয় করতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। মানুষ এটা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে, ততই জাতির জন্য মঙ্গল হবে।

বাবা - সেকাল ও একাল

রতন শরীফ

বাবা দিবসে আমরা বাবাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি করি, অনেক স্মৃতি রোমন্থন করি। আসলেই কি বাবাকে আমরা সঠিক মূল্যায়ন করি ? একজন পুরুষ হিসেবে বাবাকে সারা জীবন কেবল দোষের ভাগি হতে হয়। তবুও সেকালে পরিবারের সবাই বাবাদের সম্মান করতো, সমীহ করে চলতো।

আমাদের জেনারেশনের বাবাদের নিয়ে তেমন কোন লিখা চোখে পড়ে না। আমার মনে হয় যে এই যুগের বাবারা আগের জেনারেশনের বাবাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে। এখনকার বাবারা সংসার জীবনে শুধুই পুরুষ - মানুষ নয়। হাসি ফুটাতে বা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সেই যৌবন কাল থেকেই বাবাদের খাটুনি শুরু হয়। কিন্তু বাবাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তই একালের সন্তানদের কাছে অপ্রিয়। সোহাগের সাথে যে শাসনেরও একটা ব্যাপার আছে এটা তারা বুঝতে চায় না। বাবারা তো সেকেলে - তারা আধুনিকতার কি বুঝে ? সন্তানের এই ভুল ধারনার সাথে ইন্দন যোগায় তাদের মায়েরা। তাদের কাছে স্বামী নামে পুরুষগুলি তো আগাগোড়াই একটা ভুল প্রানী। দিন শেষে বাবাদের ভালো সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন কদাচিৎ হয়। কিন্তু সংসারের খারাপ সব কিছুর দোষ বাবাদের উপড়ই বর্তায়। সংসারের সব খুঁটিনাটি বিষয়ে বাবাদের নজর থাকলেও তাদের ব্যাপারে সবাই উদাসীন। নিজের কষ্ট নিজে হজম করতে করতে এক সময় তারা চুপ হয়ে যায়।

তাদের আদর-ভালোবাসা বা সাঁধ-আহ্লাদ থাকতে নেই। যৌবন কালে তারা কলুর বলদ আর পরে হয় সংসারের বোঝা। স্বামী হিসেবে তারা স্ত্রীদের চোখে ব্যর্থ মানুষ, নিজের স্বামী ছাড়া আর সব পুরুষই জীবনে সাকসেসফুল। অন্য পুরুষগুলির যতো দোষই থাকুক তবুও তারা নিজের স্বামীর চেয়ে ভালো। ব্যর্থ লোকটার সাথে তারা দয়া করে সংসারটা করে।

এই যুগের সন্তানদের কাছে বাবা নামের মানুষটা তো সব সময়ই সমস্যা। কোন বাবাই স্বজ্ঞানে নিজের সন্তানের অমঙ্গল কামনা করে না বা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় না। সংসারে সবার মুখে

সামগ্রিক বিবেচনায় অর্থনৈতিকভাবে এই যুগের বাবারা ভালো অবস্থায় আছে। সংসারে সবাইর চাহিদা কম বেশী মিটাতে পারে। আমাদের বাবারা আর্থিক কারনে সবাইর চাহিদা সময় মতো মিটাতে না পারলেও আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলো না। সন্তানদের চাহিদার জোগান দিতে না পারার কষ্টে বাবারা নিশ্চয়ই তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছেন - কিন্তু কখনও কাউকে বুঝতে দেননি। আমরা বাবাদের কৃপন ভাবতাম। অথচ কৃপন বাবারাই ছেলের উঁচ্চ শিক্ষা বা মেয়ের ভালো বিয়ের জন্য পেনশনের টাকা বা শেষ সম্বল জমিটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতেন। পান থেকে চুন খসলে বাবাদের হাতে ধোলাই খাওয়া আমাদের জন্য ছিলো নৈমত্তিক ব্যাপার। সংসারে বাবার একক সিদ্ধান্তেই সব চলতো। উনাদের শাসন ছিলো অনেকটা ডিক্টেটরশীপ। তাই যতো আবদার থাকতো মায়ের কাছে। বাবার কড়া শাসন মায়ের স্নেহের কাছে ছিলো নস্যি। মা আদর করে শান্তনা দিতেন যে বাবারা একটু কড়া মেজাজের হয়। উনি যা করেন তা আমাদের ভালোর জন্যই করেন। বাবার মর্যাদা যেন সন্তানদের কাছে হেয় না হয়, এই ব্যাপারে সব মায়েরা সচেতন ছিলেন। সংসারের শান্তি -শৃংখলা রক্ষার একক কৃতিত্ব থাকতো মায়ের। মায়ের মমতার পরশে বাবার শাস্তির কথা ভুলে যেতাম। বরং প্রতিটা শাস্তির পর বাবার জন্য ভালোবাসা দ্বিগুন হয়েছে। এই বয়সে এসে বাবার কথা মনে হলে এখনও চোখ ভিজে যায়।

এই যুগের বাবারা সন্তান আবদার করার আগেই সব চাহিদা মিটিয়ে ফেলে। সন্তানদের সারাক্ষন আদর-ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখে। মারপিট দুরের কথা, উঁচু স্বরে ধমক পর্যন্ত দেয় না। বাবার শাসনের অর্থ সন্তানদের না বুঝিয়ে একালের মায়েরা বরং তাদের নিয়ে বাবার বিরুদ্ধে দল ভারী করে। সন্তানদের কাছে টানার জন্য তাদের কাছে বাবাকে হেয় করতে দ্বিধা করে না। এক পরিবারে দুই দলের সৃষ্টি হয়। আবার বেশী আহ্লাদ পেয়ে অনেকের সন্তানই উচ্ছন্নে যায়। লাগাম ছাড়া আদরে হীতে বিপরীত হয়।

সেকালের একান্নবর্তি পরিবারে অবসর জীবনেও বাবারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। প্রতিটা পরিবারে বাবা থাকতেন বটবৃক্ষ হয়ে। একালের আধুনিক সমাজে একান্নবর্তি পরিবারের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। শেষ বয়সে মা-বাবারা এখন পরিবারের বোঝা। আধুনিকতার যাতাকলের বলি হয়ে এখন আমরাও যন্ত্র হয়ে গেছি । সারাক্ষন দৌঁড়ের উপড় আছি - কারোর জন্য কারো সময় নেই। সেকালে যারা হতেন পরিবারের বটবৃক্ষ, একালে তারা আগাছা। তাই শেষ বয়সে তাদের আশ্রয় হয় সিনিয়ার সেন্টারে। "বাবা দিবসে" সন্তানরা শুভেচ্ছা জানায়, ফোনে হাই-হ্যালো বলে বা ডিনারে নিয়ে যায় - এটাই একালের বাবাদের শান্তনা।

(**বিনীত অনুরোধ - বাবাদের নিয়ে এটা আমার একান্ত নিজস্ব পর্যবেক্ষন। লিখাটা কারো কষ্টের কারন হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।)

৬৫ বছরের কম বয়সীদের উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার জন্য স্ক্রীনিং করা উচিত

এইচ বি রিতা

প্রথমবারের মতো আমেরিকার জনস্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, গর্ভবতী এবং প্রসবোত্তর নারীদের - উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার জন্য নিয়মিত স্ক্রীনিং করা উচিত, এমনকি তাদের কোনো লক্ষণ না থাকলেও। মঙ্গলবার আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে এ কথা বলা হয়েছে।

'ইউএস প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস টাস্ক ফোর্স' ২০০২ সাল থেকে চিকিৎসকদেরকে তাদের রোগীদের বিষণ্ণতা ও উদ্বেগের জন্যপরীক্ষা করার সুপারিশ করে আসছে। তবে এই প্রথমবার গ্রুপটি প্রাপ্তবয়স্কদের বিষণ্ণতা ও উদ্বেগের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে। গর্ভবতী মহিলারা এবং যারা আগের বছরের মধ্যে একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে তাদেরও স্ক্রীনিং প্রয়োজন রয়েছে। টাস্ক ফোর্স দ্বারা ইতিপূর্বেও ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য উদ্বেগজনিত ব্যাধি স্ক্রীনিংয়ের সুপারিশ করা হয়েছিল।

টাস্ক ফোর্সের ভাইস চেয়ারপার্সন এবং ওয়াশিংটন, ডিসি-তে জর্জ ওয়াশিংটন মিলকেন ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথের প্রতিরোধ ও সম্প্রদায় স্বাস্থ্যের অধ্যাপক ওয়ান্ডা নিকলসন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এটি একটি পদক্ষেপের আহ্বান!

নিকলসন বলেন, আমরা স্বীকার করি যে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য প্রদানকারীদের অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মানসিক চাপ আকাশচুম্বী হওয়ার কারণে নির্দেশিকাটি এসেছে। দেশব্যাপী সীমিত সংখ্যক পরামর্শদাতাএবং থেরাপিস্টের চাহিদাও বাড়ছে। টাস্ক ফোর্স বলেছে, ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ব্যাক স্ক্রীনিং করার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস টাস্ক ফোর্স স্বাধীন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত। যারা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সময় দেয় এবং তারপর সেই ডেটা সেটের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেয়।

ডুক ইউনিভার্সিটির মনোরোগবিদ্যা এবং আচরণগত বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ গ্যারি মাসলো, যিনি নতুননির্দেশিকাগুলির সাথে জড়িত ছিলেন না, বলেছেন, এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

উদ্বেগের জন্য স্ক্রীনিং সাধারণত ডাক্তারের অফিসে যাওয়ার সময় প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে করা হয়। চিকিৎসকরা জানতে চান, গতদুই সপ্তাহের মধ্যে কতবার একজন ব্যক্তি বা রোগী সহজেই বিরক্ত বা খিটখিটে মেজাজে ছিলেন, অনিয়ন্ত্রিত উদ্বেগ দ্বারা বিরক্ত বা অস্থির বোধ করেছিলেন। স্থির হয়ে বসে থাকা কঠিন হয়েছিল! ফলাফলের উপর নির্ভর করে, একজন ডাক্তার ওষুধ লিখতে পারেন বা রোগীকে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারেন, যিনি উদ্বেগজনিত ব্যাধিগুলির চিকিৎসা করেন।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের একজন স্টাফ সাইকোলজিস্ট চিভোনা চাইল্ডস বলেন, "স্ক্রিনিং করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় উদ্বেগ বা হতাশার লক্ষণগুলি স্পষ্ট নাও হতে পারে। সবাই ডাক্তারের অফিসে স্নায়ু, কাঁপুনি, আতঙ্কিত আক্রমণের লক্ষণ নিয়ে আসবে না। বেশিরভাগ লোকের কাছে এর কোনো লক্ষণই থাকবে না।'

টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলি বিশেষভাবে গর্ভবতী এবং প্রসবোত্তর মহিলাদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সমীক্ষায় দেখাগেছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং চাপ তিনগুণ বেড়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য স্ক্রীনিং কার্যকর হবে এমন পরামর্শ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণও ছিল না।

টাস্ক ফোর্সের সদস্য এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যার স্বাস্থ্য ও ওষুধের অধ্যাপক ডঃ বেঙ্গা ওগডেগবি বলেন, আমরা জরুরীভাবে আত্মহত্যার ঝুঁকির জন্য সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের স্ক্রিনিংয়ের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য আরও গবেষণার আহ্বান জানাচ্ছি।

কলেজের গান, কলের গান

মামুনুর রশীদ

আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন আমাদের যৌবনের সূচনাকালে লেখাপড়ার পাশাপাশি গান আমাদের প্রিয় অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, শ্যামল মিত্রের গান; যেমন 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে...' অথবা 'যত লিখে যাই তবু না ফুরায়, চিঠিতো হয় না শেষ,...তুমি আজ কত দূরে...'। তারপর প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে বাংলা গানের যাঁরা শিল্পী তাঁদের গান আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাতের বেলায় লেখাপড়া শেষে কোনো এক চায়ের দোকানে দুই কাপ চা চারজনে ভাগ করে নিয়ে ম্যানেজারকে বলে গানগুলো কলের গানে শোনানোর জন্য অনুরোধ জানাতাম। মাঝে মাঝে ম্যানেজার খুব বিরক্ত হতেন, রেকর্ড বদলাতে চাইতেন না। কারণ হিন্দি ও উর্দু গানেরও সমঝদার ছিলাম আমরা, সেই সব গানের ভক্ত ছিলাম। নওশাদের সুরে মোহাম্মদ রফির গান তখন খুবই জনপ্রিয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন 'নাগিন' ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। উর্দু গজল, হিন্দি গান সমভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের শিল্পীরাও বেশ জনপ্রিয়—আব্দুল জব্বার, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আঞ্জুমান আরা, ফেরদৌসী রহমানসহ আরও অনেক সংগীতশিল্পী ছিলেন। পাশাপাশি আমাদের লোকসংগীতের বিশ্বমানের গায়ক আব্দুল আলীম, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, হরলাল রায় আর পাকিস্তানের সুকণ্ঠী গায়িকা নুরজাহান আমাদের সংগীতের শ্রুতিকে মুগ্ধ করে রাখতেন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি কিন্তু আমরা মেহেদী হাসান, আবিদ ওয়ালী মোহাম্মদের গানের ভক্ত। আর উচ্চাঙ্গসংগীতের তো কথাই নেই। নাজাকাত-সালামাত দুই ভাইয়ের সংগীতেরও আমরা ভক্ত ছিলাম।

সেই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুরকার, গায়ক ছাড়াও ছিলেন বোম্বের দিলীপ কুমার, মীনা কুমারী, বৈজয়ন্তী মালা, নার্গিস, মধুবালাসহ আরও বেশ কিছু শিল্পীর অভিনয় ও সংগীত আমাদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। সেই সঙ্গে হলিউডের ছবির নায়ক-নায়িকারা এবং তখনকার সময়ে পাশ্চাত্য সংগীতেরও মোহনীয় আবেশে আমরা সময় পার করতাম। এর সঙ্গে তুমুল জনপ্রিয় হলো রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলের গান। ফিরোজা বেগম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার আগেই তাঁর কণ্ঠ আমাদের কাছে বিস্ময়কর। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী কলিম শরাফী তখন ঢাকায়, তাঁর গান ছাড়াও সুবিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, অশোক তরু, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে আমরা জগৎকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। নজরুলপুত্র কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি এমনই মনোমুগ্ধকর যে আমরা বারবার শুনতে চাইতাম।

কলের গান থেকে টেপ ক্যাসেটে রূপান্তরের এক ক্রান্তিকাল এল। আটাত্তর আরপিএম থেকে লং প্লেতে রেকর্ডে স্থানান্তর হয়েছে, রেডিও থেকে যেমন ট্রানজিস্টরে রূপান্তর হতে যাচ্ছে, তেমনি রেকর্ড থেকে ম্যাগনেটিক টেপে দ্রুত রূপান্তরের কাল শুরু হয়েছে। সেই মোহনীয় কালে রাজনীতির একটা রূপান্তর পর্ব চলছিল। আমরা ক্রমাগত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলছি। হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি আমাদের স্পর্শ করলেও হৃদয়ে তখন একদিকে সংগীতের মেলোডিতে আমরা মোহাচ্ছন্ন, শিল্পীদের কণ্ঠের মিষ্টি সুরের মূর্ছনা, আর অন্যদিকে পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এ দেশের মানুষ তখন ভাই ভাই। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ শুধু নয়, আবিষ্কারের ভাবনায়ও তখন আমরা আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল পাশে থাকলেও জীবনানন্দ দাস তখন আমাদের মুখে মুখে। এর সঙ্গে আছে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, রশীদ চৌধুরীসহ অপরাপর শিল্পীদের ছবি। আমাদের জন্য স্লোগান ছিল—পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা।

একদিকে সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য আমাদের নিত্যসঙ্গী যার সম্প্রসারণ আমাদের চলচ্চিত্রেও ছিল। জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান, আলমগীর কবির বিদেশি চলচ্চিত্রের নতুন আঙ্গিক নিয়ে কথা বলেছেন। উর্দু চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমাদের চলচ্চিত্র বিন্দু থেকে বৃত্তে এসে পৌঁছেছে। একেবারেই ভিন্নধর্মী একজন চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন, যার নাম ফখরুল আলম। ভিন্নধারার 'মানুষ অমানুষ', 'জয়বাংলা', 'শনিবারের চিঠি' নামে তিনটি ছবি তিনি পরিচালনা করেছিলেন।

শুধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয়, ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন আমাদের রাজনীতির একটি আলোচনার বিষয়। চীন, রাশিয়ার রাজনীতির একটা অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আবার কে সঠিক তা নিয়েও দ্বন্দ্ব চলেছে। কমিউনিস্ট শিবির বিভক্ত হয়ে দুই শিবিরেই যথেষ্ট অনুসারী রয়েছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে জেগে উঠছে পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। এর মধ্যেই বসন্ত উৎসব হয়েছে, পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হয়েছে, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি চলেছে। কিন্তু এই সবকিছুতেই পাকিস্তানি শাসকের বৈরিতা। সবচেয়ে বেশি বৈরিতা ছিল নাটকের প্রতি। নাটকের ওপর সেন্সরশিপের খড়্গ চাপা, সহসা অভিনয় করার সুযোগ মিলত না। একমাত্র করা যেত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে। সেখানেও পুলিশের আড়িপাতা আর ছাত্র আন্দোলনের ওপর নানা ধরনের পুলিশি আক্রমণ। আক্রমণ তো চলেছেই, পাকিস্তানপন্থীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে তেমন কিছু করতে পারছিল না। ধর্মকে ব্যবহার করার পর্যায় প্রায় শেষের দিকে।

ওই যে প্রথমে বলেছি কলেজে কলের গানের প্রভাবে ছাত্র-যুবা এমনভাবে উদ্বুদ্ধ, তাদের আর ঠেকানো যাচ্ছিল না। এমনি তার শক্তি! গান গাইতে গাইতেই একসময়ে সাবমেশিন গান হাতে তুলে নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পাশে ছিল নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং সেই সময়ের কালজয়ী সংগীত। যুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতারের গান, নাটক, সাহিত্যের উদ্ধৃতি এসবও অনুপ্রাণিত করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকারে, রণাঙ্গনে এবং দেশের ভেতরে, যারা হৃৎপিণ্ডে ধারণ করেছিল এককেটা গ্রেনেড। এভাবেই শিল্প, সাহিত্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল রাজনীতি-যুদ্ধ।

খুব অল্প সময়ে মাত্র নয় মাসেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সেই কলেজের কলের গানের প্রজন্ম নতুন রাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়ে উঠল। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মাথায় সেই গানের জায়গা দখল করল এক অদ্ভুত আঁধার। মেশিনগান হয়ে দাঁড়াল রাজনীতির প্রকাশমান এক বড় অস্ত্র। সেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আবার সংগীত খুঁজতে লাগল, কেউ কেউ সাহিত্য খুঁজল। যার ফলাফলে সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে অস্ত্র নামল বটে, কিন্তু নতুন প্রজন্ম তৈরি হলো না। তাদের অভিজ্ঞতায় নজরুল, রবীন্দ্রনাথের বদলে চলে এল জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধগামী এক জান্তা, তারা কলের গান শোনে না। পরবর্তী প্রযুক্তির রূপান্তরের ফলে এক অদ্ভুত সংগীত শোনে তারা। তাদের দেখে দেখে এই নবজাতক তাদের শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে এবং যৌবনে পদার্পণ করে তারাও আইডল খুঁজে পায় না। বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো কোনো রাজনৈতিক চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে অদ্ভুত আঁধার আরও ঘনীভূত হয়।

ষাটের দশকে যারা গান শুনতে দিতে চায়নি, সেই শক্তি ধীরে ধীরে পুনর্জীবিত হতে শুরু করে। এই নবপ্রজন্মের সংঘবদ্ধ গান শোনাটা একসময় বন্ধ হয়ে যায়, শিল্পচর্চা হয়ে পড়ে একান্ত ব্যক্তিগত। আর প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে নতুন প্রজন্ম ক্রমাগতভাবে নিমজ্জিত হয় একান্ত ব্যক্তিগত এক অদ্ভুত জীবনাচরণে। গণমাধ্যম খুব দায়িত্ব নিয়ে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সুসমন্বয় ঘটাতে পারেনি। কখনো রাজনীতির বা ক্ষমতা শক্তিশালী হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে অর্থ-টাকা। অর্থনীতিবিদেরা তাঁদের মানবিক বিজ্ঞান ভুলে যান, ধনবিজ্ঞানীরা সুকৌশলে সেই জায়গা দখল করে। তাই ধনবিজ্ঞানের এক উল্টোপথে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ।

একসময় পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিবিদেরাও রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁদের প্রবল ঝোঁক। সংস্কৃতিকে মনে করতেন রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যার একটা বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন একদা মওলানা ভাসানী, তিনি মজলুম জনতার নেতা ছিলেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে তিনি একটি সম্মেলন ডেকেছিলেন, তিনি তখন আওয়ামী লীগের সভাপতি। মূলত সম্মেলনটি ছিল ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক। কিন্তু সেখানে সংস্কৃতির একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তোরণগুলো ছিল শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং কিছুটা রাজনৈতিক নেতাদের নামে। সেখানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তখনকার দিনের বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল। নৃত্যশিল্পী এবং কবিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন কবি-সাহিত্যিকেরা আন্দোলনের সঙ্গে যতক্ষণ যুক্ত না হবেন, তত দিন কোনো আন্দোলন সফল হবে না। সেই সম্মেলনেই পাকিস্তানকে তিনি বিদায় জানিয়েছিলেন 'আসসালামু আলাইকুম' দিয়ে।

এখন সেই কলের গান নেই। তার জায়গায় এসেছে অত্যন্ত শক্তিশালী আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সংগীতের নানাবিধ যন্ত্র। তারুণ্যের মানসপটে ভাঙা কলের গান যে শক্তি জুগিয়েছিল, আজকের প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে যন্ত্রটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

কুইন্স ব্যুলেভার্ডে আসিফ রহমান ওয়ে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে ২২ বছর বয়সী তরুণ আসিফ রহমান সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফেরার সময় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১৫ বছর থেকে এক সন্তানহারা মা লেখক লিজি রহমান তাঁর ছেলের স্মৃতি বুক ধারণ করে বেদনার পথ অতিক্রম করছেন।

১৭ জুন শনিবার ৫৫ এভেন্যু ও কুইন্স ব্যুলেভার্ডের নামকরণ করা হয়েছে 'আসিফ রহমান ওয়ে'। নামকরণ উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কাউন্সিলম্যান শেকার কৃষ্ণান। এর আগে আসিফ রহমানের মা লিজি রহমানের প্রচেষ্টায় কুইন্স বুলোভার্ডে বাইক লেন চালু করা হয়েছে বেশ আগেই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের কমিশনার ইডানিস রডরিগেজ, সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাজিও, সিনেটর জন সি. ল্যু, এসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডসের প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদিক, ট্রান্সপোর্টেশন অল্টারনেটিভসের কুইন্স কমিটির সদস্য জিসেম হ্যানাস এবং নিউইয়র্কস্থ কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আসিফ রহমানের বোন এটর্নি মৌমিতা রহমান, ভাই নাফিস রহমান।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে, ২৩ দিনে এলো ১৯৪০৩ কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক

পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। চলতি জুনের ২৩ দিনে দেশে এসেছে ১৭৯ কোটি ৬৬ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৯ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এতে জানা যায়, চলমান মাসের ২৩ দিনে দেশে মোট ১৭৯ কোটি ৬৬ লাখ ৪০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে তা ২ বিলিয়ন ডলার ঘরে পৌঁছবে। এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ২৭ কোটি ৮৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ৯ কোটি ৫৭ লাখ ৪০ হাজার ডলার এসেছে। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৪১ কোটি ৭৪ লাখ ১০ হাজার ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে ৫০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। তবে আলাচ্য সময়ে ৮টি ব্যাংকে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি।

বিসিএ'র সাধারণ সভা ও নির্বাচন

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

মেরিল্যান্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন(বিসিএ) এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ জুন। সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে নির্বাচন। শুধু মাত্র প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দুইজন প্রার্থী নির্বাচন করেন। বাকি পদগুলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। শ্যামল ডি'কস্তা ও ক্যারোলিনা সোমা রোজারিও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। নির্বাচনে শ্যামল ডি'কস্তা ১৬০ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। নিতকতম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যারোলিনা সোমা রোজারিও'র প্রাপ্ত ভোট ১৪৭। নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন রবি জেমস রোজারিও। সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডলি রড্রিক্স ও ড্যানিয়েল মন্ডল। পারহাম এভিনিউর মাদার তেরেসা ছিল উৎসব মুখর পরিবেশ। বিসিএ'র ২৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম শুধু একটি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে।

সন্ধ্যায় রস্কো আর নিক্স এলিমেন্টারি অডিটোরিয়ামে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডা.পেট্রিসিয়া শুক্লা গোমেজ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পিউরীফিকেশনের সঞ্চালনে শুরুতে মৃত সদস্যদের জন্য এক মিনিট নীরবতা দুই দেশের জাতীয় সংগীত ও দীপক মন্ডলের প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। ডা. প্যাট্রিসিয়া শুক্লা গোমেজ বিদায়ী ভাষণে বিগত দিনের কার্যক্রম সফলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় বিগত বছরের সাধারণ সভার প্রতিবেদন,কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন সুকুমার পিউরিফিকেশন। আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ ব্যালরিন কস্তা। ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সম্পদ পেরেরা,গ্রেগরি শীতল পেরেরা, সঞ্জয় পেরেরা,জুড ভি গোমেজ,সুবোধ আর্থার রোজারিও, দীপক মন্ডল ও প্রদীপ কস্তা। বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিপুল এলিট গনছালভেস, রনক মার্টিন, ইসদুর পালমা,পল ফিলিপ রোজারিও, তিতাস ফ্রাংকলিন কুইয়া,রত্না রেগো,ড.পল ফেবিয়ান গোমেজ, অতুল পিউরিফিকেশন, শীতল গোমেজ ও পিকে দাস।

সভা শেষে আগামী দুই কার্যবর্ষের নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন কমিশনার জেমস রবি রোজারিও। প্রেসিডেন্ট-শ্যামল ডি'কস্তা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট-নিয়তি নির্মলা রোজারিও, সহ সাধারণ সম্পাদক-বিভাষ ফ্রান্সিস রোজারিও, কোষাধ্যক্ষ-মিল্টন মাইকেল রোজারিও, সহ কোষাধ্যক্ষ-আইরিন পিউরিফিকেশন, ধর্মীয় সম্পাদক-মুক্তি এস গোমেজ, প্রকাশনা সম্পাদক-পলাশ ডি'পিরীজ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-চৈতি লিমা কোরাইয়া,সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মুক্তা মেবেল রোজারিও, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক-সুবীর কাস্মীর পেরেরা, ডিরেক্টর-প্রণতি এম কস্তা ও ডিরেক্টর-অনিল বার্নার্ড ক্রুশ।

ব্রঙ্কসে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

আটলান্টা প্রতিনিধি, *জর্জিয়া*

শেখ শফিকুর রহমান: ২৫ জুন রোববার বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মনজুর আহমেদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মজিবুর রহমানকে বিদায়ী সংবর্ধনা দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক কমান্ড।

বীরমুক্তিযোদ্ধা কমান্ডর মনজুর আহমেদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মজিবুর রহমান প্রিয়জনদের সাথে ঈদ-উল-আযাহা উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশে বাংলাদেশে যাবার প্রাক্কালে এ আয়োজনের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। ব্রঙ্কস বাংলাবাজার এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সি। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সালামের পরিচালনায় ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের সহযোগিতায় বক্তব্য রাখেন তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডর মন্জুর আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযাদ্ধা মুন্সি বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহানঙ্গীর আলম, হাসান আলী, আব্দুল মুহিত , কবি আবু তাহের চৌধুরী, সাংবাদিক শেখ মোঃ শফিকুর রহমান, জীবন বিশ্বাস, এ্যাডঃ কামাল মন্ডল।

উপস্হিত বক্তব্য রাখেন, ইন্জিনিয়ার আনোয়ার হোসেন, মোঃ শহিদ উল্লাহ, সুধাংশু কুমার মন্ডল, হীরা লাল, মোকবুল হোসেন, কর্পোরাল (অবঃ) আব্দুল মতিন, আঃ লতিফ, খলিলুর রহমান (রহমান), এম ডি আব্দুর রহমান, হুমায়ুন কবির, জামাল উদ্দিন আহম্মেদ।

সবশেষে দোয়া পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বীরমুক্তিযোদ্ধারা জাতির সূর্য সৈনিক জাতির যে কোন ক্রান্তি লগ্নে বীরমুক্তিযোদ্ধারা মুকাবিলা করতে সবসময় প্রস্তুত রয়েছেন।

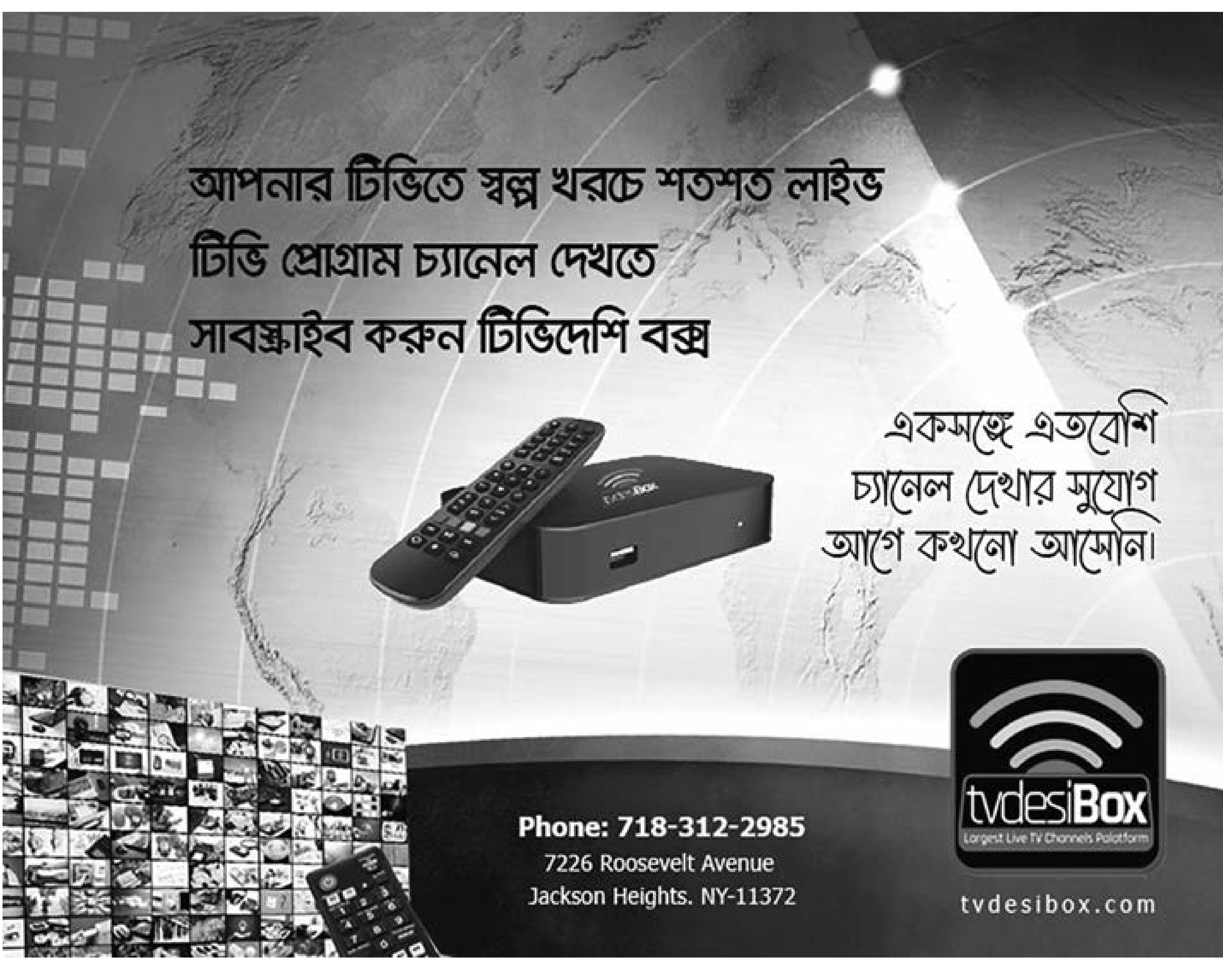

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের সহসভাপতি আবুল কাশেম গ্রেফতার

ঢাকা ডেস্ক

আবুল কাশেম

যুক্তরাষ্ট্রে পালানোর সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রেফতার হয়েছেন প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবুল কাশেম। ২১ জুন বুধবার মধ্যরাতে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অর্থ পাচারের এক মামলায় বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার পরই তিনি গ্রেফতার হন। সিআইডির একটি সূত্র গ্রেফতারের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, ২২ জুন বৃহস্পতিবার সকালে সিআইডির কাছে আবুল কাশেমকে বুঝিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। এরপর রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হলে শুনানির জন্য ২৫ জুন তারিখ ধার্য্য রাখেন বিচারক। সেইসঙ্গে আবুল কাশেমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অর্থ পাচারের মামলায় বুধবার ই-কমার্স কোম্পানি আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুর আলম শিকদারসহ চারজনের বিদেশযাত্রায় আদালত নিষেধাজ্ঞা দেয় তাদেরই একজন আবুল কাশেম। তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি। বাস করেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে। নিউইয়র্কের বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ব্যাংকের পার্টনার করার প্রতিশ্রুতিতে তিনি হাজার হাজার ডলার নিয়েছেন। তাদের এখন মাথায় হাত।

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া বাকি দুজন হলেন- আলেশা মার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মঞ্জুর আলমের স্ত্রী সাদিয়া চৌধুরী এবং আলেশা মার্টকে মোটরসাইকেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এস কে ট্রেডার্সের মালিক মো. আল মামুন। আবুল কাশেম গ্রেফতার হলেও অন্যরা পলাতক রয়েছেন। এ মামলার একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালকের পদ পাওয়ার জন্য এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে হাজারো গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া একশ কোটি টাকা মঞ্জুর আলম ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে দিয়েছিলেন।

আটলান্টিক সিটিতে মহাসমারোহে রথযাত্রা

সুব্রত চৌধুরী

২৪ জুন শনিবার নিউ জার্সি রাজ্যের আটলানটিক সিটির বোর্ডওয়াকে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহাসমারোহে উদযাপিত হয়েছে।নিউ জারসির প্লেইনফিল্ডের শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির ও কালচারাল সেন্টার এর উদ্যোগে দুপুর দুইটার পর রথের দড়িতে ভক্ত কুলের হাতের আলগা টান পড়তেই সচল হয় রথের চাকা।

বোর্ডওয়াকের নিউজার্সি অ্যাভিনিউ থেকে শুরু হওয়া রথের গন্তব্যস্থল ছিল কেনেডী প্লাজা। ধীর গতিতে রথ এগিয়ে চলে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভক্তদের কাফেলা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। রথ টানতে টানতে কাফেলার মাঝে বিতরণ হতে থাকে হরেক পদের ফল-ফলাদি ও মিষ্টিসহ হরেক রকমের উপাদেয় প্রসাদ।

রথের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তা এসে থামে কেনেডী প্লাজায়, যেখানে আগে থেকেই চলছিল অন্যরকম এক মহাযজ্ঞ। উন্মুক্ত মঞ্চে হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মীয় সংগীত,নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি চলছিল মহাপ্রসাদ বিতরণ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই অনুষ্ঠান উপভোগ করে ও সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে উদরপূর্তিও করে। ভিন্ন সংস্কৃতির লোকজনকেও দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে ও তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে দেখা যায়। তাদের অনেককে আগ্রহভরে এই রথযাত্রা সম্পর্কে ধারণা নিতে এবং মন্ত্র জপতেও দেখা যায়। রথযাত্রার অনুষ্ঠানে সুমৌলি ভট্টাচার্যের নৃত্যশৈলী সবাই প্রাণভরে উপভোগ করেন।

এই রথযাত্রার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা, হরিনাম সংকীর্তন, বিশ্বশান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা, সংগীত ও নৃত্য ইত্যাদি।

মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম দিগন্তে দিবাকর হেলতেই সাঙ্গ হয় রথযাত্রার মহাযজ্ঞ। রথযাত্রার টুকরো টুকরো অনেক হিরণ্ময় ছবির কোলাজ অন্তরে ধারণ করে ভক্তকুল ফিরে যায় আপন নীড়ে।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT

KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

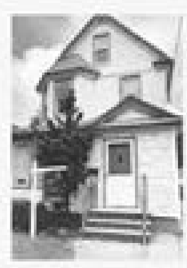

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাজের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

১৭ সঙ্গীতশিল্পী পেলেন ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস

নিউইয়র্ক

ইমা এলিস

নিউ ইয়র্কে দেশ ও প্রবাসের ১৭ জন সঙ্গীতশিল্পী এবারে পেলেন ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস। স্থানীয় সময় ২৫ জুন রোববার রাতে কুইন্সের জ্যামাইকার অ্যামাজুরা'র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২১তম আসরে নিউ ইয়র্কের শো টাইম মিউজিকের স্বত্বাধিকারী আলমগীর খান আলম পুরুস্কারপ্রাপ্ত ১৭ জন শিল্পী ও কলাকুশলীর নাম ঘোষনা করেন। বাংলাদেশি শিল্পী ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শিল্পী ও কলাকুশলীরাও পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরুস্কার।

সাজু খাদেমের সঞ্চালনায় এবারে নিউ ইয়র্কের সর্ববৃহৎ বিনোদমূলক অনুষ্ঠান ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস যারা পেয়েছেন তারা হলেন- সেরা ব্যান্ড নগর বাউল জেমস, জনপ্রিয় ব্যান্ড চিরকুট, সেরা গায়ক তাহসান খান, প্রতিভাবান গায়ক প্রতিক হাসান, সেরা লোকগীতি শিল্পী সেলিম চৌধুরী ও রেশমি মির্জা, বিশেষ ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড মেহের আফরোজ শাওন, ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড উত্তর আমেরিকা প্রমি তাজ, মোঃ তরিকুল ইসলাম মিঠু, আফতাব জনি, মেহজাবিন মাহবুব খুশবু, আজীবন সম্মাননা দিলরুবা খান, ঢালিউড সঙ্গীত পরিচালক পুরস্কার জাকের খান মজলিশ, নাট্য পরিচালক সৈয়দ আর ইমন, নাট্য অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, ইয়াং ট্যালেন্টেড ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ফাতিহা আয়াত এবং ইয়াং ট্যালেন্টেড ডালিউড অ্যাওয়ার্ড প্রিসিলা। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বেশ কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকও পেয়েছেন এবারের নিউ ইয়র্ক ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস। শো টাইম মিউজিকের স্বত্বাধিকারী আলমগীর আলম খান বলেন, আমাদের ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের ২১তম আসর সর্বত্রই সফল হয়েছে। এবারের আসরের পেছনে যারা কাজ করেছেন তাদের সবাইকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, ভার্জিনিয়ায় আগামী ১ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডসের ২১তম আসরের দ্বিতীয় পর্ব। এবারেই প্রথম ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডসের এ আসরকে দু'টি পর্বে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ জুলাই ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আসরে ঘোষনা করা হবে ঢালিউড ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে পুরুস্কারপ্রাপ্তদের নাম। ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আসর সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

ভার্জিনিয়া প্রবাসী ব্যবসায়ী নেতা কবির পাটোয়ারী, ৭১ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট পারভিন পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন, বাংলাদেশ আমেরিকা ফাউন্ডেশনের সভাপতি হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার মাহি ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আসর সফল করার জন্য কাজ শুরু করেছেন বলে উল্লেখ করেন শো টাইম মিউজিকের স্বত্বাধিকারী আলমগীর খান আলম।

এবারে নিউ ইয়র্কের ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা ছিলেন তারা হলেন- গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার, আশা হোম কেয়ার, সারাহ হোম কেয়ার, রিয়েল্টর নুরুল আজিম, হেলাল মিয়া, মফিজুর রহমান, আবু বকর হানিপ, দুলাল বেহেদো, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্ট, শাহ জে চৌধুরী, লিবার্টি রিনোভেশন, মোহাম্মদ নমি, বাংলা ট্রাভেলস, এসএস ব্রোকারেজ, সানমান এক্সপ্রেস, মাছওয়ালা, ডা চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, ফ্রেস ফুডস, জেএফএম রাসেল, ফারাহ মিথিলা, এটর্নি রুমা জান্নাতুল ও সিলেট মটরস।

কানেক্টিকাটের স্ট্যামফোর্ডে 'আপনার বাজার' উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানেক্টিকাটের স্ট্যামফোর্ডে যাত্রা শুরু করেছে নিত্য পণ্যের দোকান 'আপনার বাজার'। উদ্বোধনের দুই দিনের মধ্যেই দোকানটি ক্রেতাদের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ২৩ জুন শুক্রবার বিকালে রাজ্যের স্ট্যামফোর্ড সিটির ১৫১ স্প্রুস স্ট্রিটে দোকানটি উদ্বোধন করা হয়।

'আপনার বাজার' স্টামফোর্ড সিটির একমাত্র দোকান, যেখানে হালাল মাছ, মাংস ও তরতাজা সবজি পাওয়া যায়। এছাড়াও, এ দোকানে যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সুলভ দামে পাওয়া যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্টামফোর্ড সিটির মেয়র ক্যারোলিন সিমন্স। বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট আছিয়া আক্তার, ভাইস প্রেসিডেন্ট কোরবান আলি শিকদার, স্টোর ম্যানেজার মো. আরিফুল ইসলাম, সিএফও এমরান বকস, ফাউন্ডার মাহমুদুল আলম দিপু, মো. শাহজাহান, নুর উদ্দিন আহমেদ জসিম প্রমুখ।

এ দিকে, দোকান উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রেতা সাধারণের জন্য পণ্য কেনার উপর বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে দোকান কর্তৃপক্ষ। প্রতি ১০০ ডলারের বাজার কিনলে চার পাউন্ড দেশি ব্রান্ডের ডাল ফ্রি, ২০০ ডলারের বাজার কিনলে দশ পাউন্ড কৃষক ব্রান্ডের চাল ফ্রি, ৩০০ ডলারের বাজার কিনলে ২০ পাউন্ড বাসমতি চাল ফ্রি। এ অফার আগামী আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

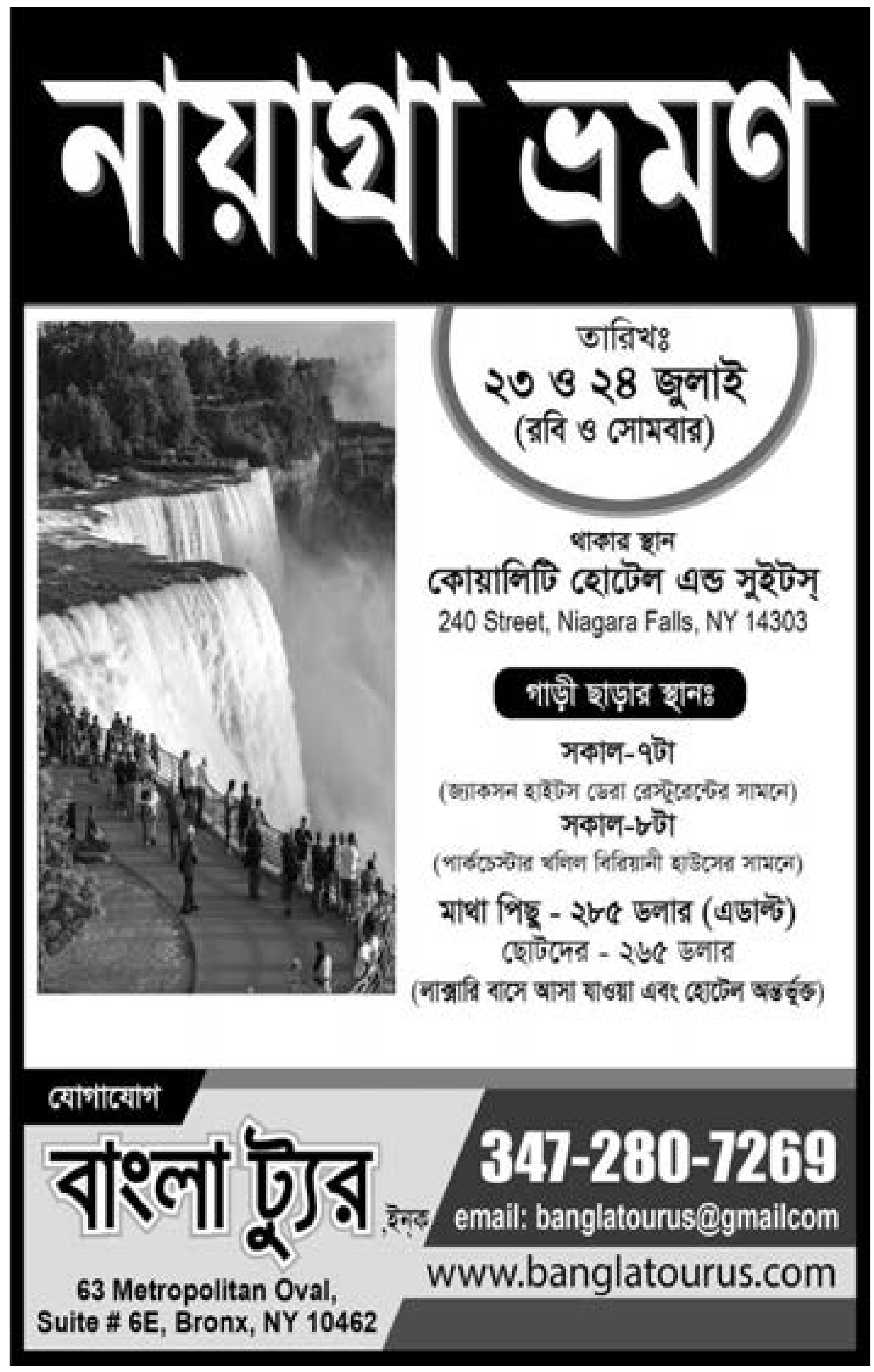

নিউইয়র্কে ঊনবাঙাল সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

"শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা" স্লোগানকে সামনে রেখে ২৪ জুন নিউইয়র্কে বসেছিল ঊনবাঙালের ৩৭ তম সাহিত্যসভা। শিল্পী সামিনা খন্দকারের নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্যরা সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত "আগুনের পরশমনি" গেয়ে সভার শুভ সূচনা করেন।

১৫ জন কবি/লেখক নিজেদের লেখা পাঠ করেন। "বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস" শীর্ষক বক্তব্য রাখেন কাজী জহিরুল ইসলাম এবং তৃতীয় পর্বে তিনি পঠিত বিষয়গুলোর ওপর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন। কবি সৈয়দ কামরুল কবিতার তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নাট্যজন মুজিব বিন হক, সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, অভিনেত্রী বন্যা মির্জা এবং সোশ্যাল এক্টিভিস্ট কাজী ফৌজিয়া। ঊনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা অবধি জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানি পার্টি হলে কবিতা ও শিল্পরস আস্বাদনে বুঁদ হয়ে ছিলেন ৩৫ জন শিল্পপিপাসু মানুষ। বন্যা মির্জা বলেন, ঊনবাঙাল নামটি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে।

মুজিব বিন হক শিল্পসফল আয়োজনের জন্য ঊনবাঙালের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। তাসের মাহমুদ বলেন, শেখার তৃষ্ণা নিয়েই সাংবাদিকতা করেছি সারা জীবন, কাজী জহিরুল ইসলাম একজন বহুমাত্রিক কবি, তার কাছ থেকে আমি প্রতিনিয়ত শিখি। অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ঊনবাঙালের অন্যতম সংগঠক সৈয়দ ফজলুর রহমান। যারা লেখা পাঠ করেন তারা হলেন সাহানুকা হাসান শিখা, রাহী হাসান, ওয়াহেদ হোসেন, জেবুন্নেছা জোৎস্না প্রমুখ।

Ruposhi Chandpur Foundation, Inc. New York

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক

বাস ছাড়ার স্থান ও সময় ঃ
সকাল ৮:৩০ মিনিট

জ্যাকসন হাইটসঃ ৭৩ স্ট্রীট এন্ড ব্রডওয়ে
(স্টারলিং ব্যাংকের সামনে)

ব্রঙ্কসঃ ক্যাসেল হিল ষ্টারলিং এভিনিউ
হোয়াইট প্লেইন রোড
প্রিসন এন্ড ওয়েষ্ট চেষ্টার এভিনিউ

বার্ষিক বনভোজন ২০২৩

তারিখ ঃ
৯ জুলাই, রবিবার

র‍্যাফেল ড্র
আকর্ষণীয় পুরস্কার

বিশেষ আকর্ষণঃ
খেলাধুলা,
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্থান ঃ মারসার কাউন্টি পার্ক
MERCER COUNTY PARK
1346 Edinburg Rd, Princeton Junction, NJ 08550

চাঁদার হার

বাস		নিজস্ব পরিবহন	
একক	ঃ ৭০ ডলার	একক	ঃ ৫০ ডলার
স্বামী-স্ত্রী	ঃ ১২০ ডলার	স্বামী-স্ত্রী	ঃ ৮০ ডলার
৫-১৫ বৎসর	ঃ ৩৫ ডলার	৫-১৫ বৎসর	ঃ ৩০ ডলার

সুধী,
আস্‌সালামু আলাইকুম। আগামী ৯ই জুলাই রবিবার ২০২৩, নিউজার্সি মারসার কাউন্টি পার্ক-এ [ওয়েষ্ট প্যাভেলিয়ন] রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক এর বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত বনভোজনে আপনার/আপনাদের পরিবারসহ উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদান্তে

বনভোজন উদযাপন কমিটি

মোঃ জসিম উদ্দিন	আবু ছাদেক	নুরুল ইসলাম মিলন	আবু তাহের	হারুন ভূঁইয়া	মামুন মিয়াজী
আহ্বায়ক	যুগ্ম আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	যুগ্ম সদস্য সচিব	প্রধান পৃষ্টপোষক	প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮ ৩০০ ৬০০৪	৬৪৬ ৬৪২ ৮২৪৭	২১২ ৩৬৫ ৮৪৫৩	৬৪৬-৩৩৮-১৮৫৬	৬৪৬ ৯২০ ৭১২০	৯১৭ ৮৫৩ ০০৪৩

সদস্য ঃ সোহেল গাজি (৩৪৭ ৬০৫ ০৫৭৯), মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া (৬৪৬ ৭১৭ ৭৮৭১), আবু বকর (৯২৯ ২৬১ ৯৯৬৭), ফয়সাল পাটওয়ারী (৯১৭ ৫২৮ ৩৬২৫), ফয়সাল আহমদ রিপন (৯২৯ ৬৬৬ ১৬২৪), আব্দুল আহাদ ভূঁইয়া (৬৪৬ ৪০৭ ৬৯৮৫), আনোয়ার হোসেন আনু (৩৪৭ ৪০০ ৯২৩৭) শাহ আলম ৯২৯ ৩০৫ ৭২৫৬

তত্ত্বাবধানে ঃ আমিন খান জাকির ৬৪৬ ৬৪১ ৮৭৯০, হাসান মাহমুদ সোহেল ৯১৭ ৪৯৭ ১০২৪, মোবারক হোসাইন, নুরুল আমিন, মিজানুর রহমান, সিদ্দিক পাটওয়ারী, মামুন মজুমদার।

সমন্বয়কারী ঃ বিপ্লব সাহা, মোঃ কবির, আক্তার হামিদ, মোঃ আব্দুল মুমিন, লুৎফুর রহমান চুন্নু, মাহাবুবুর রহমান, সাইফুল ইসলাম লিটন

পৃষ্টপোষক ঃ সাইফুল ইসলাম, আব্দুছ ছামাদ টিটু, রেজাউর রহমান রাজু, আলমগীর হোসাইন, ফরহাদ হোসেন, মিয়া ওবায়দুর রহমান।

মহিলাদের সাথে যোগাযোগ ঃ মাহমুদা আহমেদ, শাহানারা কবির ৬৪৬ ৭৮৬ ৯২৬১, নুবায়রা ইবনাত, ফাতেমা বেগম ও রীনা বেগম ৯২৯ ৩৬১ ০৮৭৫।

স্থান ভিত্তিক যোগাযোগ

জ্যাকসন হাইটস্ ঃ বিপ্লব সাহা ৩৪৭-৭৩৮-৭১৯৬, মিজানুর রহমান ৩৪৭-৬৫১-৬৫৮৫, সাকিল মিয়া ৯১৭-৪৯৫-৮০৭৫, গিয়াস মাতাব্বর ৭১৮-৫৫৯-৯৫৩২, আব্দুর রহমান ৯১৭-৯৩৭-৬১৪৪, ফারুক আহমদ ভূঁইয়া ৩৪৭-৬২২-৮৬৭৯, মুকসেদুর রহমান সেলিম ৯২৯-৪২৭-৩৩৭৭, জহিরুল ইসলাম ৬৪৬-৭০৪-৮০৩৮, মাহবুব আলম পাটওয়ারী ৯২৯-৪৭১-৮৯৬২, আনোয়ার হোসেন ৩৪৭-৪২১-৭৮৮৪, রফিকুল ইসলাম।

উডসাইড ঃ হাসান মাহমুদ সোহেল ৯১৭-৪৯৭-১০২৪, নুরুল আমিন ৩৪৭-৯৩৫-৫০৭৪, নুরুল আলম মজুমদার ৯১৭-৬০০-৫০০৫।

এলহামস্ট ঃ খোরশেদ আলম ৬৪৬-২৪৩-৯১৬০, সাফায়াত হোসেন রুমান ৩৪৭-৭৫১-৭১৭৭, আবুল বাশার ৬৪৬-৬৯১-৮৪৫২।

জ্যামাইকা ঃ মনির হোসেন ৬৪৬-৫৯১-৪৫৮৮, সাইফুল ইসলাম ৯১৭-৬০৭৫২৮৮, গোলাম আজম রকি ৩৪৭-৬৫৬-৪৭৬৩।

ব্রঙ্কস ঃ মোঃ কবির ৬৪৬-২৩৮-৬৭৯৯, নুরুল ইসলাম মিলন ২১২-৩৬৫-৮৪৫৩, রীনা বেগম, শাহানারা কবির ৬৪৬ ৭৮৬ ৯২৬১।

ব্রুকলিন ঃ নুর মোহাম্মদ ৬৪৬-৭৯৬-৮৪৩৬, আক্তার হামিদ ৯১৭-৪৫৯-৮৩৭৯, মনির হোসেন ৩৪৭-২৪১-৯৪৪৫।

কুইন্স ভিলেজ ঃ মাহমুদা আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফারুক আহমেদ ৩৪৭-৬৮১-২৮৩৮।

টিকেট প্রাপ্তির স্থান ঃ জ্যাকসন হাইটস্ ঃ খামার বাড়ী (হারুন ভূঁইয়া), বড় বাজার (বিপ্লব সাহা), গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ড (সাকিল মিয়া) ও ডিজিটাল গ্রাফিক্স (মনিরুল ইসলাম)

মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম
সভাপতি
৬৪৬ ৪৩৬ ৬৮৩০

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবু তাহের
(৬৪৬-৩৩৮-১৮৫৬) কর্তৃক প্রচারিত

নুরে আলম মনির
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬ ৫৭৫ ৪০৯৭

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে
সবাইকে জানাই
ঈদের শুভেচ্ছা

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
MOHAMMED K. AHMED
Licensed Real Estate Salesperson
Cell: 917-412-7739

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য
আপনার প্রয়োজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট

75-3531 Avenue Suite 202 Jackson Heights, NY 11370
Phone: 347-846-1200 Fax: 347-846-1569
E-mail: mkahmed243@gmail.com, web: m-ahmed.kw.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
AUTHENTIC TASTE
Home Made
Style
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বর্ণিল আয়োজনে সম্পন্ন জ্যাকসন হাইটস্ ঈদ মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

দেশের সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্ববানের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে শেষ হলো জ্যাকসন হাইটস্ ঈদ মেলা । ২৫ জুন রোববার সিটির রুজভেল্ট ও ৭৭ স্ট্রিটে, বিনোদন মাল্টিমিডিয়া সার্ভিসের ব্যানারে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সহযোগিতায় ছিলেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন।

বিকেলে ফিতা কেটে আর বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ। জ্যাকসন হাইটস ঈদ মেলায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশিদের বড় সম্পদ ভালোবাসা ও মানবিকতা। এই বৈশিষ্ট্য দিয়েই আমরা বিশ্বজয় করেছি। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। মেলার আয়োজক বিনোদন মাল্টিমিডিয়ার প্রেসিডেন্ট, চ্যানেল আই এর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহম্মেদের সভাপতb vিত্বে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কন্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, শহীদ হাসান সহ প্রবাসের বিশিষ্টজনেরা । মেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র দপ্তরের এশিয়ান এ্যাফেয়ার্স ভলান্টিয়ার ফাহাদ সোলাইমান, শাহ গ্রুপের সত্তাধিকারী শাহ্ জে চৌধুরী প্রমুখ। দুপুরে মেলার প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসেমব্লিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ। মেলায় বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান রকমারি পণ্যের স্টল সাজিয়ে বসে।

বিনোদন মাল্টিমিডিয়া'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বেশ কয়েকজনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। রথীন্দ্রনাথ রায়, শহীদ হাসানকে কন্ঠযোদ্ধা হিসেবে , রেজাউল বারীকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, জলি আহমেদকে ইভেন্ট কোর্ডিনেটর, সংবাদ ও নাট্যকর্মী হিসেবে , নিলুফার শিরিনকে সমাজসেবী হিসেবে , রুমা জান্নাতুলকে আইনিসেবায়, রেজওয়ানা এলভিসকে সংবাদকর্মী হিসেবে , স্মার্ট টেককে আইটি প্রশিক্ষন কেন্দ্র হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয় ।

অনুষ্ঠানে ছিল দলীয় নৃত্য, বাংলাদেশ আর প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা । সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, শেফালী সারগম, রেশমি মির্জা, শাহ মাহবুব সহ প্রবাসের শিল্পীরা । দলীয় নৃত্যে অংশ নেন প্রিয়া ড্যান্স একাডেমীর শিল্পীরা । অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল র‌্যাফেল ড্র । মেলার মিডিয়া পার্টনার ছিল চ্যানেল আই, বিশ্ববাংলা ২৪ টিভি ও সাপ্তাহিক আজকাল। পুরো অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন, জলি আহম্মেদ এবং রেজওয়ানা এলভিস ।

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ও বড়লেখা সমাজ কল্যাণ সোসাইটির পিকনিক

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির হলমিচ পার্কে ২৫ জুন রোববার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব মিশিগানের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্টিত হয়। হলমিচ পার্কে বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৭টা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত পিকনিকে বিপুল সংখ্যক লোকজন অংশ গ্রহণ করেন। এদিন আবহাওয়া ছিল খুব সুন্দর। বনভোজনে ছিল পুরোপুরি দেশীয় আমেজ। দুপুরে ছিল বিভিন্নপদের খাবার। ছিল খেলাধূলা, খেলায় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সবশেষে ছিল রাফেল ড্র। এতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের উদ্যেগে রথযাত্রা ও প্যারেড উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৫ জুন রোববার উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কস্থ বহুল পরিচিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মত উদযাপন করা হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব " বার্ষীক রথযাত্রা ও প্যারেড -২০২৩ ।"

একটি ট্রাক ভ্যানের প'র সুদৃশ্য রথের আদলে গঠিত সুসজ্জিত বেদীতে ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব ও সুভদ্রা বলরামের বিগ্রহ স্থাপন করে ভক্তরা সুদীর্ঘ রশি দিয়ে টেনে জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউর ১৭৫ স্ট্রীট থেকে ১৬২ স্ট্রীট -শ্রীকৃষ্ণ মন্দির পর্যন্ত ভগবানকে নিয়ে আসা হয় ।

রথ টানার এই শোভা যাত্রায় অজস্র ভক্তরা খোল , কর্তাল , ডন্‌কা , কাশর নিয়ে নেচে গেয়ে উচ্চকন্ঠে হরির নাম কীর্তনসহ জয়ধ্বনি ও মঙ্গল ধ্বনি দিয়ে বিশ্বশান্তি বার্তা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেন । রথযাত্রার এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভগবান স্বয়ং পথে নেমে আসেন ভক্তের সান্নিধ্যে। তাই এটি একটি বিরল পূণ্যঘন মূহুর্ত আর এই দিনটির জন্যে সনাতনীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন ।

হোমকেয়ার সার্ভিস বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় একটি সার্ভিস: গিয়াস আহমেদ

সোহানা নাজনীন

আমাদের কম্যিউনিটিতে দেশ থেকে বয়স্ক যারা আসেন তাদের কোন রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান থাকে না। অনেক সময় তারা নিজ পরিবার পরিজনদের কাছে অবহেলিত হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে হোমকেয়ার সার্ভিস প্রোগ্রাম খুবই উপকারি একটা প্রোগ্রাম। হোমকেয়ার সার্ভিস -যেকোনো পেশাদার সহায়তা পরিষেবা দিয়ে থাকে, যা একজন ব্যক্তিকে তাদের বাড়িতে নিরাপদে বসবাস করতে সহায়তা দেয়। হোম কেয়ার পরিষেবাগুলি এমন কাউকে সাহায্য করে যিনি বার্ধক্যে উপনিত হয়েছেন, বা শারীরিক সঙ্কটজনিত কারণে দীর্ঘমেয়াদী সেবা প্রয়োজন এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে সহায়ক। পেশাদার পরিচর্যাকারী যেমন নার্স, এসিস্ট্যান্ট এবং থেরাপিস্টরা একজন ব্যক্তির প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে বাড়িতে গিয়ে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী যত্ন প্রদান করে থাকেন। আমরা ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার এবং কমিটেড হোম কেয়ারের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবত সততার সাথে সেবা প্রদান করে আসছি। এই বিশেষ পরিষেবা নিয়ে কথাগুলো আলোচনা করেছিলেন গিয়াস আহমেদ। তিনি কমিটেড হোমকেয়ার এবং ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট।

২২জুন বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে গিয়াস আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। ২০১৬ তে এই যাত্রা প্রথম শুরু হয়, বর্তমানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সিটিতে ১৩টি হোমকেয়ারের শাখা রয়েছে। তবে মেইন কর্পোরেট অফিস জ্যাক্সন হাইটসে যেখানে ২৭ জন কর্মচারী কাজ করছেন। শুরুতেই প্রশ্ন রাখা হয়, "হোম হেলথ কেয়ার ব্যবসার জন্য হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট থেকে পারমিট বা হোম হেলথ কেয়ার লাইসেন্সের প্রয়োজন কতটুকু?" উত্তরে গিয়াস আহমেদ জানান, "বর্তমানে আর কোন লাইসেন্স দিচ্ছে না। আগের প্রায় ৫০০-৬০০ লাইসেন্স সুপার ভাইস বা অডিট করা সম্ভব হচ্ছিল না। ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ সেগুলো লিড এফ আই'র মাধ্যমে কমিয়ে প্রায় দেড়শ লাইসেন্সে নামিয়ে এনেছে। বিভিন্ন অনিয়ম করার কারণে অডিটের মাধ্যমে এখন লাইসেন্স দেখা হয়। দুই ধরনের লাইসেন্স আছে,

হোম হেলথ এইডের লেক্সা লাইসেন্স। আবার অন্যটায় কোন লাইসেন্স দরকার পড়ে না, রুগির পছন্দমতো এইড হায়ার করা হয়। এক্ষেত্রে এইডের পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয়।"

"বয়স্কদের বা সাহায্য প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের বাড়িতে হোম কেয়ার সার্ভিসে কর্মরত পিসিএ বা এসিস্টেন্ট কী কী সেবা দিয়ে থাকেন?" এই প্রশ্নের জবাবে গিয়াস আহমেদ বলেন, "পিসিএ এবং সিডিপ্যাপ মূলত একই ধরনের সেবা। শুধুমাত্র পিসিএ তে সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় আর সিডিপ্যাপের কোন সার্টিফিকেট লাগে না। ঘরে থাকা রোগী অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তাই ঘরে থাকাটা রোগীর জন্যে বেশী ভালো। পরিবারের অন্যান্য সদস্য কিংবা ছেলে-মেয়েরা সেবা দিতে পারবে। তবে স্বামী-স্ত্রী কোন সেবা দিতে পারবে না, এটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। একজন রোগী কতোটা সেবা পাবে সেটা নির্ধারিত করেন একজন নার্স। রোগীকে বাসায় ভিজিট করে, কল দিয়ে কিংবা জুমের মাধ্যমে রোগীর সাথে কথা বলার পর নির্ধারণ হয় রোগীর কতোটুকু সেবা প্রয়োজন। তিনটি পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষার পর প্রাথমিক ভাবে নির্ধারিত হয় রোগীর কত ঘন্টা সেবা প্রয়োজন। কোন কারণে কেয়ার চলাকালীন রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কে জানানোর মাধ্যমে সেবার প্রদান পরিবর্তন হবে।"

গিয়াস আহমেদ আরো জানান, সাধারণত হোম কেয়ার সার্ভিস নেয়া ব্যক্তির জন্য এজেন্সিগুলো থেকে কেস ম্যানাজার এবং অন্যান্য কর্মীরাও যুক্ত থাকেন। তারা মাসে একবার কল করে সার্ভিসে থাকা ব্যক্তির সুযোগ সুবিধা ও প্রয়েজনগুলো সম্পর্কে খোজ নেন। অনেক সময় দেখা যায়, এজেন্সির ব্যক্তিদের সাথে সিডিপাস অর্থাৎ পরিবারের যিনি এ কাজটি করছেন, তিনিই সব কথা বলেন। যাকে সেবা দেয়া হচ্ছে, তিনি অনেক সময় কথা বলেন না। অনেকে সেবা পাচ্ছে না, এই ধরনের অভিযোগ গুলোর ব্যাপারে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি খুব সচেতন থাকে। তারা প্রতিমাসে একবার হলেও রোগীর সাথেও কথা বলে যাচাই করে নেয় রোগি সঠিক সেবা পাচ্ছে কিনা। তাছাড়া রোগীর পক্ষ থেকে অথরাইজড ব্যাক্তি কথা বলে রিপোর্ট করতে পারে। রোগী যদি সেবা পাবার ব্যাপারে অভিযোগ করে তাহলে ব্যাপারটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি খাতিয়ে দেখে এবং অভিযোগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নেয়। বাবা-মা শ্রেণীর কাউকে তাদের ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয় অত্যাচার করে বাসা থেকে বের করে দিলেও সিটি তাদের থাকার ব্যাবস্থা করে। হোম কেয়ার সার্ভিস রোগীদের জন্যে ডাক্তার দেখানো বাবদ যাতায়তের সুযোগও করে দেয়। জরুরী ভিত্তিতে ৯১১ কল করে এম্ব্যুলেন্স ডাকা যেতেই পারে।

হোম কেয়ার এজেন্সি মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রোগীর শারীরিক স্থাস্থ্যের সাথে তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও এইডকে জানতে হয়। মানসিক ভাবে সাপোর্ট দেবার জন্যে রোগীর সাথে গল্প করা, টিভি দেখা এগুলো তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ভাবা হয়।

দর্শকদের কাছ থেকে বাছাইকৃত প্রশ্ন রাখেন এইচ বি রিতা, "হোম কেয়ার সার্ভিস থেকে যখন কোন হোম এইড বাসায় আসেন, বেশির ভাগ বয়স্ক রোগী অসুস্থতার কারণে কিংবা বেশী বয়সের কারণে তাদের সাথে উগ্র কিংবা অস্বাভাবিক কোন আচরণ করে ফেলে। এক্ষেত্রে কি ঐ হোম এইড কোনরকমের কমপ্লেইন করার সম্ভবনা আছে কি?" গিয়াস আহমেদ উত্তরে জানান, "এই আচরনের ব্যাপারে অভিযোগের কোন সম্ভবনা নেই। শারীরিক ভাবে কোন আঘাত না করলেই ভালো, তবে হোম এইডের স্বাধীনতা আছে সেখানে কাজ করবার কিংবা কাজ ছেড়ে দেবার। সিডিপ্যাপ প্রোগ্রামে পরিচিত এইডের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে যাতে করে ঘরের ভিতর থেকেই কিংবা পরিচিতদের মধ্যে থেকে পছন্দের কাউকে এইড হিসাবে রাখা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে গিয়াস আহমেদ হোম কেয়ারের ব্যাবস্থা ও পরিষেবা সম্পর্কে অনেক তথ্য তুলে ধরেন দর্শকদের সামনে।

কানেক্টিকাটের স্ট্যামফোর্ডে নিত্য পণ্যের দোকান 'আপনার বাজার' উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কানেক্টিকাটের স্ট্যামফোর্ডে যাত্রা শুরু করেছে নিত্য পণ্যের দোকান 'আপনার বাজার'। উদ্বোধনের দুই দিনের মধ্যেই দোকানটি ক্রেতাদের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শুক্রবার (২৩ জুন) বিকালে রাজ্যের স্ট্যামফোর্ড সিটির ১৫১ স্প্রুস স্ট্রিটে দোকানটি উদ্বোধন করা হয়।

'আপনার বাজার' স্টামফোর্ড সিটির একমাত্র দোকান, যেখানে হালাল মাছ, মাংস ও তরতাজা সবজি পাওয়া যায়। এছাড়াও, এ দোকানে যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সুলভ দামে পাওয়া যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্টামফোর্ড সিটির মেয়র ক্যারোলিন সিমন্স। বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট আছিয়া আক্তার, ভাইস প্রেসিডেন্ট কোরবান আলি শিকদার, স্টোর ম্যানেজার মো. আরিফুল ইসলাম, সিএফও এমরান বকস, ফাউন্ডার মাহমুদুল আলম দিপু, মো. শাহজাহান, নুর উদ্দিন আহমেদ জসিম প্রমুখ।

এ দিকে, দোকান উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রেতা সাধারণের জন্য পণ্য কেনার উপর বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে দোকান কর্তৃপক্ষ। প্রতি ১০০ ডলারের বাজার কিনলে চার পাউন্ড দেশি ব্রান্ডের ডাল ফ্রি, ২০০ ডলারের বাজার কিনলে দশ পাউন্ড কৃষক ব্রান্ডের চাল ফ্রি, ৩০০ ডলারের বাজার কিনলে ২০ পাউন্ড বাসমতি চাল ফ্রি। এ অফার আগামী আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

ঈদ মোবারক
Eid Special Sale
Eid Mubarak
PREMIUM SUPERMARKET
حلال
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 30 - July 06, 2023) | Promo Code : PSP26
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $4.99/LB LAMB CHOPS
SALE $2.49/LB REG WHOLE CHICKEN
SALE $1.99/LB CHICKEN CURRY CUT WITH SKIN
SALE $3.99/LB CHICKEN WINGS
SALE $6.99/LB SIZE 8/10 HILSHA
SALE $1.29/LB 1 KG ROHU
SALE $2.49/LB 4 KG ROHU
SALE $2.49/LB 8/10 KG KATLA
SALE $2.99/LB 3 KG MRIGEL
SALE $2.49/LB 1 KG - 1.5 KG PUTI
SALE 2/$6.99 250G CK HORINA SHRIMP TRAY
SALE $16.99 250/350 2LB BAG BLUE SEA COOKED SHRIMP
SALE 2/$6.00 250G CK TRAY PUTI
SALE 2/$6.99 300G CK TRAY KOI
SALE 2/$4.00 250 GM CROWN FARMS MIXED FISH
SALE 2/$4.00 250 GM CROWN FARMS GURA BAILA
SALE 2/$8.99 500 GM CROWN FARMS CLEAN KOI
SALE 2/$7.99 500 GM CROWN FARMS TILAPIA
SALE $5.99/EA 1 LB BAG CK IQF TAPOSHI
SALE $16.99/EA 10 LB OVIJAT KALIJEERA RICE
SALE $20.99/EA 20 LB KRISHOK BASMATI RICE
SALE $18.99/EA 20 LB SHAHAJALAL BASMATI RICE
SALE $14.99/EA 20 LB FATIMA PREMIUM RAW BASMATI RICE
SALE 2/$6.00 8 OZ BREAKSTONES BUTTER
SALE $3.99/EA FAMILY PACK SHAHJALAL PARATHA
SALE 2/$4.00 300 GM CROWN FARMS KOCHUR MUKHI
SALE $14.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $16.99/EA 5 LT PREEMAS SUNFLOWER OIL
SALE 2/$3.00 12 OZ KRASDALE EVAPORATED MILK
SALE 2/$6.00 8 PACK BASHUNDHARA NOODLES
SALE $1.49/LB KARELA
SALE 3/$5.00 ONE DOZEN BROWN MEDIUM EGG
NOW HIRING
For Restaurants Jobs
• Restaurant Managers
• Shift Managers • Chefs
• Assistant Chefs • Helpers
For Supermarket Jobs
• Supermarket Assistant Managers
• Butchers • Helpers
Send the Resume to HR@PremiumGroupNYC.com OR WhatsApp to
516-461-8414
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208........ 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462........ 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
HHA, PCA & CDPAP
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
HALAL FOOD
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNABANK
DHAKABANK
bKash
UCB

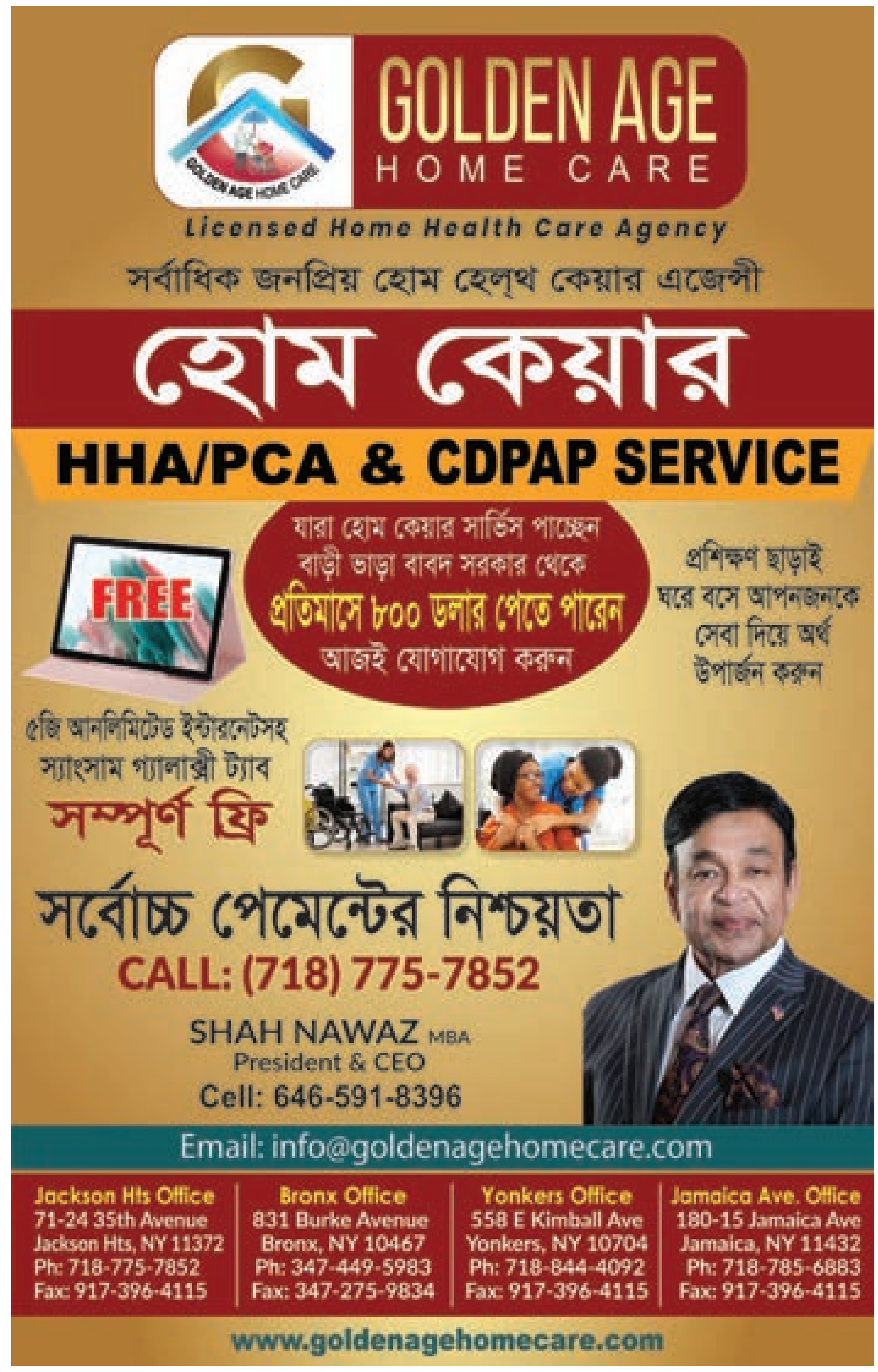
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

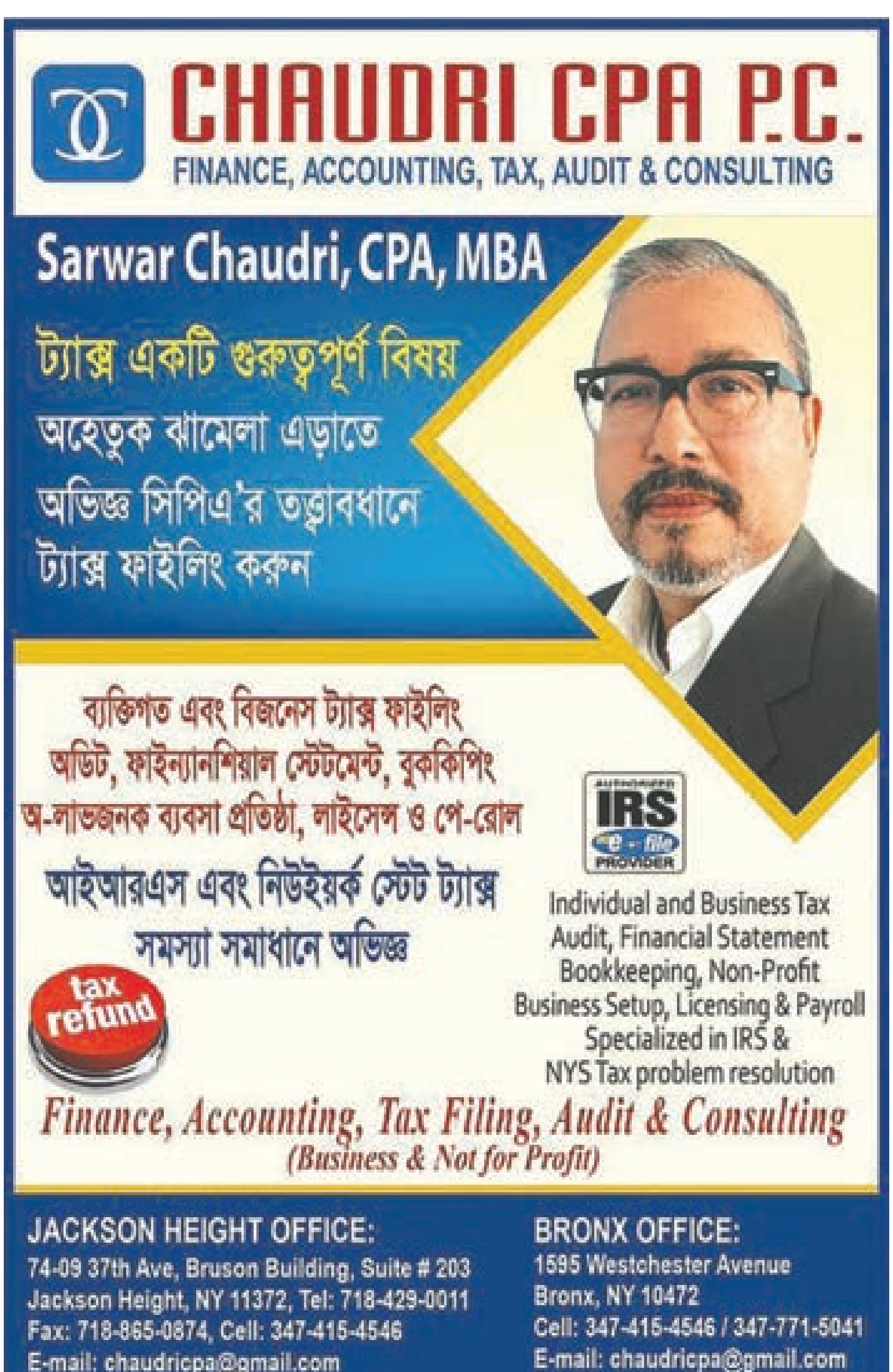
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
tax refund
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

তাহসানের গানের মূর্ছনায় ভার্জিনিয়ায় বৈশাখী উৎসব

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

১৭ জুন শনিবার ভার্জিনিয়ার মেশন ডিস্ট্রিক পার্কে অনুষ্ঠিত হলো "ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামেলী-ডিএমভি"র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল বৈশাখী মেলা। বৈশাখী উৎসব সংগীত পরিবেশন করে তাহসান আহমেদ এবং লোক গানের শিল্পী গায়িকা বিন্দু কনা।

সারা দিন ব্যাপী এ আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন পণ্যের স্টল শাড়ি ,গহনা ও খাবারের দোকান।

বরাবরের মত এবারের মেলায় আকর্ষণ ছিল জব্বারের বলি খেলা নামানুসারে আক্তারের বলি খেলা। প্রবাসের মাটিতে বাংলার ঐতিহ্য বলি খেলা যেন এক ভিন্ন আমেজ পাওয়া।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় একতারা,হৃদয় বীনা,নীলাচল বাংলা স্কুল,তাথৈ, মঞ্জরী নৃত্যালয় ও বনানী চৌধুরী ড্যান্স গ্রুপ।

শেষে ছিল তাহসান ও বিন্দু কণার মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা।

ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামেলী-ডিএমভি'র কর্ণধার আক্তার হোসেন আগত দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

ঈদ মোবারক
শান্তি, নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি হোক আপনার, ঈদ মোবারক
Fauma
INNOVATIVE INC.
Fauma Innovative Consultancy Group
Welcome To Fauma Innovative Consultancy Group
CONSULTING
STAFFING
MERCHANT SERVICES
ENERGY BROKER
All Choice Energy
Woodside Adult daycare Center
Balaka 3 Star Staffing
Merchant Services
Newyork State Energy Broker
FAHAD R SOLAIMAN
President / CEO
Fauma Innovative Consultancy Group
Office: 718 205 5195, Mobile: 347 393 8504
Email: f ahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73rd St. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

বৃহস্পতিবার, ২৯ জুন ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে প্রস্তুত আ.লীগের নেতা কর্মীরা

গোলাপের ঘোষণা

শেখ শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড.আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আর সেই সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছে তিনি ২৩ জুন জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ কতৃক দলের ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে টেলিফোনের মাধ্যমে বক্তব্য রাখছিলেন। উদযাপন কমিটির আহ্ববায়ক এম উদ্দিন আলমগীরের সভাপতিত্বে অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান বক্তা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল হাসান, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক হাজী দুলাল মিয়া এনাম, সম্পাদক সুলায়মান আলী, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান,নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগে সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমল, মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অধ্যাপিকা শাহনাজ মমতাজ, মহানগর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক শিবলী সাদিক, দুলাল বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক, সুমন মাহমুদ, যুবলীগ নেতা সিবুল মিয়া, মোঃ জাহিদ, ছাত্রলীগ নেতা জেডএ জয়, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা দুরুদ মিয়া রনেল, হেলাল মিয়া, মোঃ তুরন, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত। সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যের মধ্যে হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জাকির হোসেন চৌধুরী অসীম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মাসুদ সিরাজী, সাইকুল ইসলাম, শফিউদ্দীন তালুকদার, তোফাজ্জল হোসেন,প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান প্রমূখ। সভার শুরুতে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের ব্রুকলিন আওয়ামীলীগ, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগ, জ্যাকসন হাইটস ইউনিট কমিটির নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা যোগদান করেন।

হ্যালো সুপারস্টার অ্যাপ, ২৭ জুলাই শুরু ই-অডিশনের রেজিস্ট্রেশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

হ্যালো সুপারস্টারস অ্যাপের মাধ্যমে গান গেয়ে আপনিও পেতে পারেন ৫০ লাখ টাকা অর্থ পুরস্কার। বিশ্বে এবারই প্রথম ই-অডিশনের মাধ্যমে কণ্ঠশিল্পীদের প্রতিভা অন্বেষন কার্যত্রক্রম শুরু করছে হ্যালো সুপারস্টারস অ্যাপ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আগামী ২৭ জুলাই থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্যত্রক্রম শুরু হবে।

গুগল প্লেস্টোর ও আইওএস থেকে হ্যালো সুপারস্টারস অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রতিযোগীর নাম, ফোন নম্বর অথবা ই-মেইল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সম্পূর্ণ ফ্রি এ রেজিস্ট্রেশনের পর মেন্যু বাটনে গিয়ে ই-অডিশন ক্লিক করতে হবে। আপলোড অপশনে গিয়ে খালি গলায় ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে যে কোন গান গেয়ে আপলোড করলেই সেই গান চলে যাবে বিচারকদের কাছে। চমকপ্রদ এই প্রতিযোগিতার সুপার জাজ হিসেবে আপনার গাওয়া গান শুনবেন উপমহাদেশের বরেণ্য কণ্ঠশিল্পশিল্পী রুনা লায়লা, বলিউডের মেলোডি কিং কুমার সানু, বলিউডের বাজিগর হিসেবে খ্যাত বিনোদ রাঠোর এবং বাংলা গানের যুবরাজ আসিফ আকবর। ১৮ বছরের উপরে যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ড. আব্দুল করিমের সাথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সঞ্চালনায় সংবর্ধনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সংবর্ধিত অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পারভেজ কাজী ও সাবেক সভাপতি, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রেজাউল করিম সগীর। সংবর্ধনা সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন- সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পারভেজ কাজী, সাবেক সভাপতি, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রেজাউল করিম সগীর, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এ. কে. আখতার হোসেন, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল রেজাউল করিম রবিন, সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আবদুল আজিজ নঈমী, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, হোসেইন মোসাদ্দেক, হাবিবুল কাদের। এছাড়াও উপস্থিত এলামনাই এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য ও অতিথির সাথে পরিচিতি হতে পেরে কৃতজ্ঞতা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

সংবর্ধিত অতিথি ড. মোহাম্মদ আবদুল করিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁদের সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বক্তব্যে তাঁর ছাত্র জীবন ও কর্ম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার স্মৃতি তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় এলামনাই গঠন ও এর অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন কর্মকান্ডের বর্ণনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আপনারা কঠোর পরিশ্রম করে এদেশে টিকে আছেন। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও এ ধরণের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। আপনাদের হৃদয়ে যেমন দেশ আছে, তেমনি সাবেক ছাত্র হিসাবে অনেক দূরে থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে রেখেছেন। পরম মমতায় আপনারা যেখানে লেখাপড়া শিখেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধায় সার্বিক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাবেক চবিয়ানরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন- আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি জাগরুক হয়ে আছে। যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর তারুণ্যের সোনালী দিনগুলো কাটে সেখানকার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা যায়না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মনোরম পরিবেশে এই ক্যাম্পাসে যারা শিক্ষা জীবন কাটিয়ে এসেছেন তারা কোনো দিনই সেই সোনালী অতীতের স্মৃতিগুলো ভুলতে পারবে না। সভায় বক্তারা কেন্দ্রীয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন গঠন ও এর অগ্রগতিতে ড. মোহাম্মদ আবদুল করিমের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কাজে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। ঘরোয়া পরিবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করেন- সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনুপ দাশ, ডাঃ সোহেলি সাত্তার ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এন. বি. নাহার বুলবুল। সংগঠনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার সভাপতির বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং এলামনাই এসোসিয়েশন এর বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং এলামনাই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বাৎসরিক বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেন। প্রধান অতিথির সৌজন্যে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন - প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এটর্নি খায়রুল বাশার, এডভোকেট আবদুল হামিদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর, সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত, অর্থ সম্পাদক মাকসুদা খান, ফারহানা আকতার, মোহাম্মদ আমির আজম চৌধুরী, আব্দুল হান্নান, ইকবাল মাহমুদ, শিবব্রত চৌধুরী বাবলু প্রমূখ।

৪০ শতাংশ আমেরিকান

শেষ পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ। ২৬ শতাংশ পেয়ে তৃতীয় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ২৪ শতাংশ পেয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৩ শতাংশ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ১০ শতাংশ এবং চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ১৩ শতাংশ পেয়েছেন। যার অর্থ এই ত্রয়ীকে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি শোনা হয়েছে। ফলাফলগুলি ৩৫৭৬ আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্কদের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যাদের ২০ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত জরিপ করা হয়েছিল। কমবয়সী আমেরিকানরা (বয়স ৩০বছরের কম) মোদির কথা শোনেননি এমন সম্ভাবনা বেশি, সমীক্ষায় এই অংশটি ৫৯ শতাংশ রাখা হয়েছে।

যারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেছেন তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্য তাঁর প্রতি আস্থার অভাব দেখিয়েছেন - জরিপ দেখায় যে সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৩৭ শতাংশ মানুষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সঠিক কাজ করার তাঁর ক্ষমতার প্রতি "সামান্য অনাস্থা" দেখিয়েছেন।

জরিপ অনুসারে, উত্তরদাতাদের দুই শতাংশ বলেছেন যে তারা জানেন না বা উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০ জুন তার প্রথম সরকারী রাষ্ট্রীয় সফর শুরু করেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে আলোচনা, হোয়াইট হাউসে একটি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ এবং মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ সহ - মোদি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে একটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

যারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেছেন তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্য তাঁর প্রতি আস্থার অভাব দেখিয়েছেন - জরিপে অংশ নেওয়া ৩৭ শতাংশ মানুষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সঠিক কাজ করার তাঁর ক্ষমতার প্রতি "সামান্য অনাস্থা" দেখিয়েছেন।

আমেরিকানরা বলছেন, ভারতের বৈশ্বিক প্রভাব 'অপরিবর্তিত'

সমীক্ষা অনুসারে, ৬৫ বছরের বেশি বয়সী আমেরিকানরা মোদির কথা বেশি শুনেছেন, এই বয়সের মধ্যে মাত্র ২৮ শতাংশ বলেছেন যে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনেননি। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত নন, তাঁদের মধ্যে এটি বলার সম্ভাবনা বেশি।ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এই মতামত সত্ত্বেও, আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্কদের অর্ধেকেরও বেশি (৫১ শতাংশ) ভারতের ওপর ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। উচ্চশিক্ষিত লোকেদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার সম্ভাবনা বেশি ছিল। সমীক্ষা অনুসারে, ৫৫ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ও ৪৮ শতাংশ রিপাবলিকানরা ভারতকে অনুকূল আলোকে দেখেছেন। সমীক্ষাটি অবশ্য দেখিয়েছে যে আমেরিকানদের একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত (৬৪ শতাংশ) বিশ্বাস করে যে ভারতের বৈশ্বিক প্রভাব গত কয়েক বছরে অপরিবর্তিত রয়েছে। ২৩ শতাংশ বিশ্বাস করে যে এর প্রভাব বেড়েছে এবং ১১ শতাংশ বিশ্বাস করে যে ভারতের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে।

কিছু দুঃখজনক ঘটনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি নতুন শিক্ষণ এবং বাস্তবায়নযোগ্য প্রচারণা ঘোষণা করা হয়েছে। যা পুরো সিটি জুড়ে ই-বাইকের দোকান এবং রাইডারদের কাছে পৌঁছে যাবে। তিনি বলেছেন, যদিও আমাদের শহরের বেশিরভাগ মাইক্রো-মোবিলিটি ডিভাইসগুলি নিরাপদ। এরমধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সুরক্ষার মান পূরণ করে না এবং অনির্ধারিত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ধারণ করে। এই ত্রুটিযুক্ত ডিভাইসগুলি আগুন এবং বিস্ফোরণ ঘটায়, নিউইয়র্কার এবং আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়াকারীদের বিপদে ফেলেছে এ ডিভাইসগুলো।

এই যানবাহনগুলিতে কীভাবে বিদ্যুৎ-আয়ন ব্যাটারিগুলি নিরাপদে চার্জ করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া নিউ ইয়র্কারদের প্রয়োজন এবং যদি তারা তাদের বিল্ডিং বা তাদের ব্লকে অনিরাপদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তবে কী করবেন, এ নিয়েও সচেতনতা প্রয়োজন।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে, কেবলমাত্র আইনী, জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সুরক্ষা প্রত্যয়িত ই-বাইক এবং ই-স্কুটার ক্রয় করার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেছেন, পুনর্নির্মাণ ব্যাটারি কখনও ব্যবহার করবেন না। ডিভাইসের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কেবল চার্জার এবং ব্যাটারি ব্যবহার করুন। ব্যাটারিগুলি রেডিয়েটার এবং প্রস্থান পাথ এবং দরজার মতো তাপ উত্স থেকে দূরে রাখুন। যদি কোনও ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে এটি ব্যবহার বন্ধ করুন। কোনও ঘর বা অ্যাপার্টমেন্টের প্রস্থানের কাছে ব্যাটারি সংরক্ষণ করবেন না। চার্জ করার সময় বিশেষত রাতব্যাপী ব্যাটারিগুলি কখনই নজরের বাইরে চার্জে রাখবেন না। মেয়র বলেছেন, যদি কোনও ই-বাইকের দোকান আপনার বিল্ডিং বা কমিউনিটিতে অন্য কোথাও অনিরাপদ বা বিপজ্জনক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন তবে ৩১১ নাম্বারে কল করুন এবং এটি রিপোর্ট করুন।

সিটির ফায়ার সার্ভিস (এফডিএনওয়াই) প্রতিক্রিয়ার সময় দ্রুত করা হয়েছে উল্লেখ করে মেয়র বলেছেন বাইক মেরামত শপগুলিতে বা ব্যাটারিগুলি যেসব স্থানে চার্জ করা হচ্ছে সেখানে প্রশ্নবিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত সমস্ত ৩১১ কল বর্তমানে প্রয়োজনীয় ৭২ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টার মধ্যে স্থানীয় ফায়ার সংস্থার কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে।

প্রশ্নবিদ্ধ ক্রিয়াকলাপের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে, বিপুল সংখ্যক ব্যাটারি একসাথে চার্জ করা হচ্ছে, এক্সটেনশন কর্ডের ম্যাজেস, সংস্কার করা হয়েছে এমন ব্যাটারি বিক্রয় এবং অনানুষ্ঠানিক চার্জিং কেন্দ্রগুলি যা সঠিকভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায় হিসাবে স্বীকৃত নয়। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি আগুন দ্রুত শুরু হতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। এফডিএনওয়াইয প্রতিটি নিউ ইয়র্কারকে বিপজ্জনক অবস্থার সন্ধানে এবং এ নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য নাগরিকদের অনুরোধ জানিয়েছে।

মেয়র বলেছেন একই নীতি সাবওয়ে সার্ফিংয়ের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেন, এটি কোনও খেলা নয় - সাবওয়ে সার্ফিং মৃত্যু ডেকে আনছে।

মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, আমাদের তরুণরা প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্মগুলিতে অনেক বেশি ঘন্টা ব্যয় করছে এবং তারা বিপজ্জনক সামগ্রীর সংস্পর্শে আসছে যা অবৈধ কার্যকলাপ, অপরাধ এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণকে উৎসাহ দেয়। এই ধরণের সামগ্রীতে ভাইরাল ভিডিও রয়েছে যা তরুণদের সাবওয়ে সার্ফিং এবং গাড়ি চুরির মতো বিপজ্জনক জিনিসগুলির চেষ্টা করে-যার পরিণতিগুলি মারাত্মক এবং জীবনহানির কারণ হতে পারে।

এনওয়াইপিডি এই বিপজ্জনক প্রবণতাটি বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। প্রিসিন্ট ইয়ুথ কোঅর্ডিনেশন অফিসার এবং আশেপাশের সমন্বয়করা সাবওয়ে সার্ফিংয়ে জড়িত থাকার জন্য পরিচিত তরুণদের বাড়িতে নজরদারীর দিকে মনোনিবেশ করেছেন। গত মাস পর্যন্ত পুলিশ এই জাতীয় ৬৯টি তল্লাসি চালিয়েছে বলে মেয়র জানিয়েছেন।

মেয়র এরিক অ্যাডামস তাঁর ওপ এড কলামে বলেছেন, আমরা সরকারী পরিষেবা ঘোষণার মাধ্যমে সাবওয়ে সার্ফিংয়ের বিপদগুলির সতর্ক করছি। সাবওয়ে সার্ফিং করতে গিয়ে নিহত তরুণ জ্যাকারিকে হারানো মা নর্মা নাজারিওর কথা উল্লেখ করেন মেয়র অ্যাডামস।

অন্তরঙ্গ আলোকে নুসরাত

শেষ পৃষ্ঠার পর

নমিনেট করেছেন একজন ডেমোক্র্যাট, সিনেট মাইনরিটি লিডার, চাক শুমার।

অনেক ধস্তাধস্তির পর শেষ পর্য্যন্ত এই ২০২৩ সালের গত ১৫ জুন ৫০-৪৯ ভোটে তার নমিনেশানটি কনফার্মড হয়। নুসরাত প্রথম বাংলাদেশী অরিজিন, প্রথম মুসলিম মহিলা ও দ্বিতীয় মুসলিম ফেডারেল জাজ হয়ে ইতিহাস গড়লেন। এর আগে প্রথম মুসলিম আমেরিকান ফেডারেল জাজ হিসেবে ইতিহাস গড়েন জাহিদ কুরেশি। তিনি পাকিস্তানী বংশদ্ভূত, নিউ জার্সি স্টেটের ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন। তিনিও প্রেসিডেন্ট বাইডেন দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২০২১ সালে তাঁর কনফার্মেশন হয়।

নুসরাতের সঙ্গে আমার নিজের একটি মজার ঘটনা আছে। ওরা যখন অনেক ছোট, তখন ছোটদের নিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের একটি মজার নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। তাতে ওর বড় ভাইকে একটা চরিত্রে নেওয়া হয়েছিল যে ছিল আমার মেয়ের সমবয়সী। পরে ওর মা'র কাছ থেকে শুনেছিলাম, ও কমপ্লেন করেছে, ওকে কেন নেওয়া হয়নি। আমি তখন মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলাম, "আম্মা, তুমি তো অনেক ছোট। তোমার বয়সী কাউকে দেবার মতো কোন রোলই এখানে নেই। বছর দুই গেলে তোমাকে অবশ্যই নেওয়া হবে" (ওরা কেউই ভালো বাংলা বলতে পারতো না। ওতো নয়ই। প্রায় সবাইকে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে হয়েছিল)।

সেদিনের সেই কথায় সে কোন সান্ত্বনা পেয়েছিল কিনা আজও জানা হয়নি। এত ছোট ছিল যে ওর সে কথা মনে আছে কি না সন্দেহ।

রুম ভাড়া

ফ্লাশিং পারসন্স Blvd এ মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্ট বিল্ডংয়ে একটি বড় রুম ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, লন্ড্রি, বাস নিকটে। লিফট সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ 917-341-3026

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ ষ্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে এ ট্রেন এর ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ১জন কর্মজীবী মহিলা এর কাছে দেয়া হবে। ফোন: 347-260-7770, 347-891-7145.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

বাসা ভাড়া

1st floor Apartment তিন বেড + এক বাথরুম +লিভিং এবং রান্নাঘরে খাওয়ার জায়গা আছে। MORIS PARK (5 train) সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে 7-8 মিনিটের হাটার দূরত্বের। Call or Text Number - (929) 660-4525 only MASSAGE ON MASENGER

রুম ভাড়া

৩ মাস এর জন্য ১টি full finish রুম ভাড়া হবে location 172st hillside. Contact: +1 929-470-6328.

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

বাসা ভাড়া দেয়া হবে

বাসা ভাড়া দেয়া হবে তিন বেড / এক বাথরুম / লিভিং এবং ডাইনিং ।ইউক্লিড এভিনিউর A/C সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে চার / পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। Q8 বাস এক মিনিটের দূরত্বে। দেশি গ্রসেরি চার থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। বাইতুল মামুর মসজিদ ছয় থেকে সাত মিনিটের দূরত্বে। সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপার্টমেন্ট মাইক্রোওয়েভ, রেফ্রিজারেটর, ডিশ ওয়াশিং মেশিন, ভিডিও ডোর বেল। সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ। লোকেশন (ফাউন্টেন এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউ) ভাড়াটিয়া শুধুমাত্র ইলেকট্রিক বিল পরিশোধ করবেন (পানি/ হিট/ রান্নার গ্যাস সবকিছুর খরচ ভাড়ার সাথে সংযুক্ত) ভাড়াঃ $2950 call or text please :347-513-0415

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্ববান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ফ্লোরাল পার্ক এলাকায়। 9440-240th Street, Floral Park 11001, 2nd Floor and Atik. ৩ বেড, ২ বাথ। ভাড়া হবে জুন ১ তারিখ ১০৭ এভিনিউ থেকে। 347-666-5727. টিসি- বেড, লিভিং, কি

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৭ ট্রেনের ৪৬ স্ট্রীট-এ সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ১লা জুন হতে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718- 808-2049, 718-808-3360.

রুম ভাড়া

উডসাইড ৫০ এভিনিউ ৬৩ স্ট্রীট প্রাউভেট হাউজের ১টি রুম ভাড়া হবে ব্যাচেলারের কাছে ১লা জুন থেকে। ফোন: 718-749-7711.

রুম ভাড়া

১৬১ নরমাল রোড জ্যামাইকায় পারসন্স বুলেভার্ডের ২ ব্লকের মধ্যে ছোট পরিবারের সাথে আলাদা বাথরুম ও ফ্রিজসহ একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী ও ১ বাচ্চাসহ ১ জুন থেকে বড় একরুম ভাড়া হবে। ১০৫০ ডলার (বিলসহ)। ফোন: 347-659-5543, 646-575- 6771.

রুম ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন এপার্টমেন্ট হাউজে এটাচড বাথরুমসহ রুম ভাড়া হবে । 347-552-9360. (১২টা থেকে রাত ৭টা)।

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 929-590-8576

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ১লা মে হতে ওজনপার্ক এলাকায়। ২য় তলা ৩ বেডরুম এর বাসা। কার পার্কিং আছে। ঠিকানা: ১০৩-৪৯ ১০২ স্ট্রীট। যোগাযোগ: 917-348- 7804.

বাসা ভাড়া

দ্বিতীয় তলা ৪ বেড, ১ বাথ, কিচেন। বেসমেন্টঃ ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন। 1519 Zerega Ave. Bronx. 6 Train Zerega Ave. থেকে ২ ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: 646-704- 6989

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৩২-৫৬৮৬ স্ট্রীট সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ 347-484-6385, 347-686- 5591.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এটিক ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে এলমহার্স্ট হসপিটালের নিকটস্থ ১ রুম বিশিষ্ট এটিক ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-641-7531, 646-715-4701

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

বেসমেন্ট ও এ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Holis 197-03 99th road এর সুন্দর পরিবেশে এক বেডরুমের বেসমেন্ট এবং এক বেডরুমের এ্যাটিক কিচেন , বাথরুম শেয়ারসহ দুই জন নামাজী ব্যাচেলার অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

বাইরের ষ্টেটে শপিং মলে কাজ করার জন্য কয়েকজন ছেলে/ মেয়ে আবশ্যক। সেলফোন ষ্টোর ও রিপেয়ার সপ। কাজ না জানলেও চলবে। আমাদের রয়েছে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। আর্কষনীয় বেতনও থাকার ব্যবস্থা। যোগাযোগ: 513-306-2096, 425-900-3305

হাউজ কীপার আবশ্যক

ফ্যামিলি বাসায় (অনুর্ধ ৪০ বছরের ফিমেল) হাউস কীপার আবশ্যক। লেখাপড়া জানা থাকলে অফিস সহকারী হিসেবে পার্ট টাইম কাজও দেয়া হবে। বেতনঃ $15/Hour যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১২০ এভিনিউ এবং গাই আর বোলবার্ডএ ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম বাসা ভাড়া যাবে জুন মাস থেকে। ফোন: 718 415 8871, 718 902 9461.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসনের উদ্যোগ রিপাবলিকানদের

উত্তর আমেরিকা অফিস

২২ জুন বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিশংসনের জন্য রিপাবলিকানরা হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে ভোট দিয়েছেন। দলটির ডানপন্থী আইনপ্রণেতারা পার্টির এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিক্ততা বাড়াতে এমনটি করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর এএফপির।

২২ জুন বৃহস্পতিবার রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের আইনপ্রণেতারা একটি রেজল্যুশন উদ্ধৃতি করে ভোট দেন। ওই রেজল্যুশনে ডেমোক্রেটিক দল থেকে নির্বাচিত ৮০ বছর বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটিতে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' ও 'কর্তব্যে অবহেলার' অভিযোগ আনা হয়।

রিপাবলিকানরা বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগও এনেছেন, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে অপরাধ ও চোরাচালান বেড়েছে। তবে ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, রিপাবলিকানরা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইন ভঙ্গ ও মামলা থেকে দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতেই এই ভোট দিয়েছে। ট্রাম্প অর্থ জালিয়াতির ৭০টিরও বেশি গুরুতর অপরাধ করেছেন। এ ছাড়া সরকারি গোপনীয় নথির অব্যবস্থাপনা করেছেন এবং এখন আইন প্রয়োগে বাধা দিচ্ছেন।

এদিকে বাইডেনের ছেলে হান্টারের বিরুদ্ধে ওঠা কর ফাঁকির অভিযোগ তদন্ত শেষে তিনি দায় স্বীকার করতে সম্মত হয়েছেন। তবে সমালোচকেরা বাইডেনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো অন্যায়ের প্রমাণ সামনে নিয়ে আসতে পারেননি।

হাউস অব রিপ্রেজেনটিভের সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাটিক নেতা হাকিম জেফরিস কংগ্রেসে সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনি এই জিনিসগুলো তৈরি করতে পারবেন না। তাদের চরমপন্থা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করা অব্যাহত রয়েছে। তারা আমেরিকান জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য কিছুই করছে না, কিছুই না।'

হাউস অব রিপ্রেজেনটিভের অভিশংসন আসলে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের রাজনৈতিক রূপ। এই অভিসংশন প্রস্তাব এরপর তাঁরা সিনেটের ১০০ সদস্যের কাছে পাঠাবেন। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অভিসংশনের পক্ষে ভোট দিলে প্রেসিডেন্ট অপসারিত হবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দুবার অভিশংসনের মুখে পড়েছিলেন। তবে দুবারই সিনেটে রিপাবলিকান মিত্রদের ভোটে অভিসংশন প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তিনি অভিশংসনের মুখে পড়া তিন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের একজন।

গত কয়েক মাস ধরে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়ছে। এ সময় রিপাবলিকানদের মধ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের ঠেকাতে শেষমেশ তাঁরা এই অসার অভিশংসন প্রস্তাব তুলেছেন, যা ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনেটে সহজেই বাধাগ্রস্ত হবে।

শিশুকে একা ফেলে রাখার জন্য ব্রংকসে গ্রেফতার

রোকেয়া দীপা

ব্রংকসের সড়ক পথে শিশুকে ফেলে রেখে যাওয়ার কারণে জোয়ানা শেলী নামের ৪১ বছরের এক নারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ২৩ জুন শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ইস্ট চেষ্টার রোড এবং মেইস আভিন্যুতে স্ট্রলারে একটি শিশুকে একা পাওয়া যায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশকে জানান, শিশুটিকে স্ট্রলারে রেখে একজন নারীকে হেঁটে চলে যেতে তিনি দেখেছেন। প্রায় ১০ মিনিট পর জোয়ানা শেলী নামের নারীটি শিশুর কাছে ফরে আসেন। শিশুকে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি করার জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন কাউন্সিলে মামুন উর রশীদ নির্বাচিত

নিউইয়র্ক সিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

মামুন উর রশীদ

সমাজসেবী মামুন উর রশীদ নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিটি এডুকেশন কাউন্সিল নির্বাচনে প্রথম কোনো বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে নির্বাচিত হলেন। তিনি ব্রুকলীনের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী। স্কুলশিক্ষকের পুত্র মামুনউর রশীদ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ১৫'র সকল ভোটারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য এই স্কুল ডিস্ট্রিক্টে প্রি থেকে মিডল লেভেলের ৪৮টি স্কুল রয়েছে। আর এইসব স্কুলের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯,০০০। স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ১৫ যেসব এলাকা নিয়ে গঠিত সেগুলো হলো পার্ক , সানসেট পার্ক, কেনসিংটন ও ডাউনটাউন ব্রুকলীন। গত ২১ এপ্রিল থেকে ৯ মে এই নির্বাচন হয়। নির্বাচিত হওয়ার পরে মামুনউর রশীদ জানান, তিনি এখন এই স্কুল ডিস্ট্রিক্টের যেসব সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করবেন।

মামুনউর রশীদ ব্রুকলীন ভিত্তিক টিডিএস ইন্স্যুরেন্সের একজন ডিরেক্টর।

'মুসলিম দেশে ২৬ হাজার বোমা মেরেছেন ওবামা'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ছয়টি মুসলিম দেশে ২৬ হাজার বোমা মেরেছেন ওবামা, দাবি ভারতের অর্থমন্ত্রীর। ভারতের সংল্যালঘুদের নিয়ে মন্তব্য করায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে এক হাত নিলেন দেশটির অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের সময় ২২ জুন বারাক ওবামা বলেন- ভারত যদি মুসলিমসহ তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের রক্ষা করতে না পারে, তাহলে সে দেশের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় ওবামাকে এক হাত নেন নির্মলা সীতারামন।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টিকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

৩৪ বছরের নাট্যচর্চার স্মারক প্রদর্শনী ও লালজমিনের মঞ্চায়ন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৪ জুন শনিবার নিউইয়র্কে গত ৩৪ বছর ধরে যে বাংলা নাট্যচর্চার হচ্ছে তা নিয়ে এক অন্য ধরনের প্রদর্শনী হয়ে গেল জ্যামাইকা আর্টস এন্ড লার্নিং সেন্টারে। শনিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকা আর্টসের গ্যালারিতে গত ৩৪ বছরের বাংলাদেশীদের মঞ্চস্থ নাটকের কিছু পোস্টার, বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকার নিজস্ব নাটকের আলাদা কর্ণারে বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য, অন্যান্য নাটকের স্টিল ছবি, এতদিনের নাট্যচর্চায় জড়িত নাট্যজনদের ছবি এবং এই এত বছরের নাট্যচর্চার খবর ও রিভিউ সাপ্তাহিক বাঙালীতে প্রকাশিত হওয়ায় এর একটি খবরের ক্লিপ প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনী উদ্বোধন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরই মূলমঞ্চে হয় স্বনামধন্য অভিনেত্রী মোমেনা চৌধুরীর একক অভিনয়ে সাড়া জাগানো নাটক লালজমিনের মঞ্চায়ন। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ।

হাসানুজ্জামান সাকি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের শুরুতে, এরপরে ক্ষুদে অভিনয়শিল্পী দয়িতা তালুকদার ফিতা কেটে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করে। প্রদর্শনী প্রাঙ্গনে নিউইয়র্কে যেসব নাট্যজন কাজ করেছেন, অকালপ্রয়াত এমন চারজন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। তাঁরা হলেন অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমেদ, এস.এম. সোলায়মান, আল মুক্তাদীর এবং ইশরাত নিশাত।

এই পর্বে নাট্যজন রোকেয়া রফিক বেবি বলেন, আমাদের নাটকের মধ্য দিয়ে একাত্তরকে পৌঁছে দিতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে। নাট্যজন গার্গী মুখার্জী বলেন, শুধু কম্যুনিটির নাটক দেখলেই চলবে না, মূলধারায় যেসব নাটক হচ্ছে তাও দেখতে হবে। তিনি বলেন, বাংলা নাটকের একটি মান যেন আমরা ধরে রাখতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে। নাট্যজন রেখা আহমেদ বলেন, ১৪ বছর বয়সে নাটকে অভিনয় শুরু করি। আজ ৭৮ বছর বয়সে এসেও অভিনয় করে যাচ্ছি। তিনি লালজমিন নাটকের শিল্পী মোমেনা চৌধুরীর প্রশংসা করে বলেন, সে চরিত্রে মিশে যেতে জানে। নাট্যজন মুজিব বিন হক বলেন, ভালো নাটক করতে হলে আমাদের ওয়ার্কশপের ওপর জোর দিতে হবে।

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37- 22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রশ্নের মুখে বাইডেন মোদী

মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফর

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভারতে মোদীর নেতৃত্বে মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোয়াইট হাউসে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। ২২ জুন বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোদীর 'রাষ্ট্রীয় সফরের' সময় সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাঁরা। সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এসব বিষয়ে কথা বলেছেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে বাইডেনকে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেন, 'মোদীর সঙ্গে আমি গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দুই দেশই গণতান্ত্রিক। উভয় দেশের জনগণের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমাদের সংস্কৃতি উন্মুক্ত, সহনশীল ও শক্তিশালী।' বাইডেন আরও বলেন, 'গণতন্ত্র আমেরিকার ডিএনএতে আছে এবং আমি বিশ্বাস করি ভারতের বেলায়ও তাই। আর আমাদের গণতন্ত্র বজায় রাখাতে সমগ্র বিশ্বের ভূমিকা রয়েছে।'

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় ভারত কী করবে—এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আপনি যা বলেছেন তাতে আমি বিস্মিত। আমরা গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্র আমাদের চেতনার অংশ। আমাদের সংবিধানেও তাই

> ভারতে মোদীর নেতৃত্বে মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোয়াইট হাউসে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন।

আছে। মানবিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। আমরা যখন গণতন্ত্রে থাকি, তখন বৈষম্যের প্রশ্নই আসে না।' তিনি বলেন, 'আমরা সব সময় প্রমাণ করেছি, গণতন্ত্র মানুষকে কিছু দিতে পারে। এটি জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গনির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষা করে। এখানে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।'

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের অবস্থান জানতে চাইলে মোদী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-এর পর দুই দশকেরও বেশি এবং মুম্বাইতে ২৬/১১-এর পর এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। তবু এখনো মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি হিসেবেই রয়ে গেছে। এই মতাদর্শগুলো নতুন পরিচয় ও রূপ ধারণ করে চলেছে। তবে উদ্দেশ্য একই। সন্ত্রাসবাদ মানবতার শত্রু এবং এর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।'

মার্কিন সংস্থার সাথে মোদির চুক্তি স্বাক্ষর

এখন ভারতেই তৈরি হবে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান

ইমা এলিস

ভারতে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরি সংক্রান্ত মার্কিন সংস্থা জিই'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যুক্তরাষ্টে সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুদ্ধবিমান ক্রয়ে একসময় বেশ কয়েকটি দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো ভারতকে। কিন্তু এবার ভারত নিজেও এই ধরনের ইঞ্জিন তৈরি করবে। সৌজন্যে আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থা জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই)। বৃহস্পতিবার সংস্থার 'এরোস্পেস' বিভাগের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেড (হ্যাল)-এর। এই চুক্তি মোতাবেক দুই সংস্থা যৌথভাবে যুদ্ধিবিমানের ইঞ্জিন তৈরি করবে।

তিন দিনের আমেরিকা সফরে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২২ জুন বৃহস্পতিবার তিনি জেনারেল ইলেকট্রিক-এর চেয়ারম্যান এইচ লরেন্স কাল্পের সাথে বৈঠক করেন। তাঁর কিছু সময় পরেই এই চুক্তির কথা প্রকাশ্যে আনে সংস্থা। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের তরফে একটি টুইট করে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে জেনারেল ইলেকট্রিক সংস্থা ভারতের সাথে যৌথভাবে প্রযুক্তিগত কাজ করতে সম্মত হয়েছে। জেনারেল ইলেকট্রিক-এর তরফেও একটি বিবৃতি দিয়ে এই চুক্তিকে একটি মাইলফলক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনী সম্প্রতি হালকা অথচ দ্রুতগামী যুদ্ধবিমান ব্যবহারে বিশেষ জোর দিচ্ছে। সেই সূত্রেই জেনারেল ইলেকট্রিক সংস্থার এফ৪১৪ ইঞ্জিনগুলি যৌথভাবে তৈরি করবে হ্যাল। জেনারেল ইলেকট্রিকের তরফে জানানো হয়েছে, জো বাইডেন প্রশাসনের মাধ্যমেই আপাতত প্রযুক্তিগত কৌশল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতে পাঠাবে তারা। নিজেদের এফ৪১৪ ইঞ্জিন সম্পর্কে সংস্থাটি জানিয়েছে, অত্যাধুনিক এই ইঞ্জিন ভারত এবং আমেরিকা দু'দেশকেই যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক কদম এগিয়ে রাখবে। মোদির আমেরিকা সফরের আগেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছিল যে আমেরিকা এবং ভারত দুই দেশই প্রযুক্তিগত এবং সামরিক বোঝাপড়া আরো বাড়ানোর চেষ্টা করবে।

ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ ইউএসএ'র উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে উদযাপন করেছে ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ ইউএসএ। ২৯ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় দারুল উলুম মুসলিম সেন্টারে ওই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির শরণার্থীসহ বিভিন্ন স্তরের সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, গ্লোবাল অ্যামব্যাসেডর ফর পিস ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, পৃথিবীর ১০০ মিলিয়নের বেশি শরনার্থীর শান্তি ও নিরাপদে ঘরে ফেরার অনুকুল পথ তৈরির জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সবাই হাতে হাত ধরে মানুষকে মানুষের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে লড়াই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইন্টারফেইথ সেন্টার অফ ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কো স্পন্সর ছিল নিউইয়র্ক স্টেট ২৪ এর অ্যাসেমব্লিম্যান ডেভিড আই ওয়েপরিন ও তৃণমূল সংগঠন ইউএনএ-ইউএসএ। বক্তব্য রাখেন জুইশ সম্প্রদায়ের নেতা দি ব্রিজ এমসিপি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মার্ক মেয়ের অ্যাপেল, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মাউন্ট সিনাই ওরশীপ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী বিশপ লুবিন মোইজ, হিন্দু ধর্মীয় গুরু আনন্দ মর্গ ও ইয়োগা মেডিটেশনের প্রেসিডেন্ট আচার্য অভিরামানান্দ অভদূত, মুসলিম অন্টর্পনার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল রহমান, সমাজকর্মী মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, এএইচআরআই এর প্রধান নির্বাহী ড. এনামুল হক প্রমুখ।

উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিনিধিরা তাদের প্রার্থনা রীতিনীতি পরিবেশন করেন। সে সঙ্গে তারা মানুষসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে শরণার্থী পরিণত হওয়া পৃথিবীর ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষের বাস্তুভিটায় ফিরে যাওয়ার অনুকুল পথ তৈরিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, রিফিউজি ডে উপভোগের কোনো দিবস নয়, এটি বর্তমান পৃথিবীর এক কঠিন বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়ার দিবস। প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত ও তৎপরতা গ্রহণের দিন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বস্থানীয় এক যোদ্ধা হিসেবে আমি স্মরণ করি, ১৯৭১ এ আমিসহ আমার গোটা জাতি শরণার্থী ছিলাম। আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে আমরা শরণার্থী হলেও অস্ত্র হাতে নিয়ে মোকাবিলা করেছি। গেরিলা যুদ্ধ করেছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন ভূখন্ড সৃষ্টি করেছি। এই কারণে, আমরা শরণার্থীর যে যন্ত্রণা তা গভীরভাবে বুঝতে পারি। আমাদের দুঃখ কষ্ট ও নীপিড়নের বিষয়গুলো পৃথিবীর সকল জাতির শরণার্থীর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

ড. মাহমুদ বলেন, গত এক দশকে গোটা পৃথিবীর শরণার্থী সংকট বেড়ে চলেছে। আফগানিস্তান, কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া, ইউক্রেন, ভেনিজুয়েলাসহ পৃথিবীর দেশে দেশে শরণার্থীরা কঠিন মানবেতর জীবনযাপন করছে। অত্যাচার নীপিড়নের বাইরেও জলবায়ু পরিবর্তনের করুণ পরিণতি হিসেবে শরণার্থী হতে হচ্ছে বহু মানুষকে। সেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্রের অভিঘাতে জর্জরিত হতে হচ্ছে নারী পুরুষ শিশুদেরকে। এই পরিস্থিতির ভেতরে বিশ্ব মানবতার স্বার্থেই আমাদেরকে নতুন পথ তৈরি করতে হবে। শরণার্থীদের জন্য অন্তত. নিজের অন্তরের দরজা খুলে দিতে হবে। নিজের হাত প্রসারিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সবার ভয়েসকে মানবতার পক্ষে একাত্ম করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মাণিত অতিথি পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদসহ উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্বিøম্যান ডেভিড আই ওয়েপরিনের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

উপস্থিত শরণার্থীদেরদের মাঝে আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন আবু জাফর মাহমুদ।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

মেয়র এরিক অ্যাডামস দেওয়ালীকে স্কুল ছুটি হিসেবে ঘোষণা করছেন। ছবি: মেয়র অফিস

নিউইয়র্কের স্কুলে দেওয়ালী উৎসবে ছুটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলের ছুটির তালিকায় দেওয়ালীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে দক্ষিণ এশীয় এবং ইন্দো- ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের লোকজনের এ এক বিরাট স্বীকৃতি। দেওয়ালী বা দীপাবলি আলোর উৎসব হিসেবে পশ্চিমে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

প্রতি বছর অক্টোবর নভেমবর মাসে দেওয়ালী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উত্তর আমেরিকায় এ বছর ১২ নভেম্বর রোববার দেওয়ালী পালিত হবে। সপ্তাহান্তের এ দিনটিতে এমনিতেই স্কুল ছুটি থাকার কারণে নিউইয়র্কে ২০২৩ - ২৪ শিক্ষাবর্ষে এ ছুটির জন্য আলাদা কোন সুবিধা থাকছে না। নিউইয়র্ক সিটি অফিস থেকে বলা হয়েছে, এ সিটিতে দুই লাখের বেশি লোক দেওয়ালী উৎসব পালন করে থাকে। এরমধ্যে হিন্দু, শিখ, জৈন ধর্ম ও কিছু বৌদ্ধরাও এ দিবসটি উদযাপন করে থাকেন।

২৬ জুন সোমবার মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটির জনমিশ্রণ নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে। দেওয়ালী , রাসা হাসানার মতো ধর্মীয় ছুটির মাধ্যমে এ পরিবর্তিত জনমিশ্রনের বিষয়টিই প্রতিফলিত হচ্ছে। স্কুল ছুটির তালিকায় এ নতুন বাস্তবতা দেখা যাবে বলে মেয়র উল্লেখ করেন।

নিউইয়র্কের রাজ্য আইনসভা এরমধ্যেই দেওয়ালীতে ছুটি ঘোষণার জন্য আইন প্রস্তাব পাশ করেছে। প্রস্তাবটি ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হকুলের স্বাক্ষরের অপেক্ষায়। মেয়র এরিক অ্যাডামস তাঁর নির্বাচনি প্রচারণায় দেওয়ালীকে স্কুল ছুটির তালিকায় যুক্ত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসউম্যান গ্রেস ম্যাং দেওয়ালীকে জাতীয়ভাবে ছুটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কংগ্রেসেও একটি আইন প্রস্তাব উপস্থাপন করে রেখেছেন।

সব পরিকল্পনা এক সূত্রে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রেখেই সময় ও সুযোগ বুঝে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তারা। যখন যে পরিস্থিতি আসবে, সেই পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রথমত, সরকার বেকায়দায় পড়লে বিএনপি যদি সামনে থাকে, সে ক্ষেত্রে বিএনপির সঙ্গে থাকবে জাতীয় পার্টি। বিএনপির সঙ্গে জোট করে হোক অথবা অন্যভাবে হোক, একটা বোঝাপড়া করবে তারা।

দ্বিতীয়ত, প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করলেও তাদের নিয়ে অন্য পরিকল্পনাও আছে জাপার। পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের অনুকূলে গেলে সে ক্ষেত্রে আবারও চেনা বৃত্তেই দেখা যেতে পারে দলটিকে। সব চাপ মোকাবিলা করে ক্ষমতাসীনেরা যদি টিকে যায়, আবারও সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে যায়, তখন আগের মতো আবারও তাদের হাত ধরেই সংসদে যাবে তারা। দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদকে দেনদরবারের জন্য এ সময় ব্যবহার করার পরিকল্পনা আছে। আর সে রকম পরিস্থিতিতে ঘরোয়া কোন্দল মিটিয়ে রওশনপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হবে। অন্যথায় ঘরোয়া দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আপাতত নেই বলে জানা গেছে।

তৃতীয়ত, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ—দুটির একটিও না হয়ে যদি তৃতীয় শক্তির আবির্ভাবের সুযোগ সৃষ্টি হয়, সেই সুযোগও কাজে লাগাতে চায় জাতীয় পার্টি। এ বিষয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে আলাপও আছে বলে দাবি সূত্রটির। যদিও এসব বিষয়ে দায়িত্বশীলেরা সরাসরি মুখ খুলতে চান না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাপার এক প্রেসিডিয়াম সদস্য বললেন, রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই এখনকার রাজনীতির বড় নীতি। কোন পথে গেলাম, সেটা বড় নয়; আসলটা হচ্ছে—জয়লাভ করা। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রওশনপন্থীরা অবশ্য মনে করছেন, জি এম কাদের ও তাঁর অনুসারীরা শেষমেশ আওয়ামী লীগের কাছেই ভিড়বে। এ ছাড়া তাঁদের যাওয়ার আর কোনো পথ নেই বলেও মনে করছেন তাঁরা।

এদিকে জাতীয় পার্টির সরকারবিরোধী ভূমিকা নিয়ে কথা বলছেন আওয়ামী লীগের নেতারাও। নিজেদের রক্ষা করার কৌশল হিসেবে জাতীয় পার্টি এখন সরকারের সমালোচনা করছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গতকাল রোববার পদ্মা সেতু উদ্বোধনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'তারা (জাতীয় পার্টি) নিজেরাই বলে, সরকারের দালাল হয়ে গেছে। তারা সেই অপবাদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়, এ জন্য সমালোচনা করেছে।'

জাপার মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু অবশ্য বলছেন, ভবিষ্যতে জাপার ভূমিকা কী হবে, তা সময়ই বলে দেবে। জাপা কত দিন এমন অনড় অবস্থানে থাকবে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সময় এটা বুঝতে পারবেন।' তিনি বলেন, 'আমরা এখনো তিন শ-তেই (৩০০ আসন) আছি। আমরা কারও সঙ্গে জোট করারও চিন্তা করছি না। এককভাবে এগিয়ে যেতে চাই।' এ মুহূর্তে বিকল্প আর কোনো চিন্তা নেই বলেও তাঁর দাবি।

চুন্নু এ-ও বলছেন, 'আওয়ামী লীগ-বিএনপির বাইরে দেশের মানুষ আরেকটি দলকে প্রত্যাশা করে, যা জাতীয় পার্টি হতে পারে। সেই সুযোগটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

জাপার বর্তমান ভূমিকা আগামী দিনে কী রূপ পাবে, সে নিয়ে উপসংহার না টানলেও আগামীতেও দলটিকে অতীতের ভূমিকায় দেখা যাবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলেন, 'নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবস্থান কী হবে, এর ওপর নির্ভর করে জাপা ক্ষমতাসীনদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আবার বিএনপির অবস্থা ভালো দেখলে সেদিকেও তারা ঝুঁকে যেতে পারে। আমার ধারণা, কারা সরকার গঠন করছে, এটা বিবেচনায় নিয়েই জাতীয় পার্টি সিদ্ধান্ত নেবে।'

উজরা জেয়ারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চাপ দিলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে জটিলতা বাড়তে থাকে।

ঠিক এমন সময়ে দুই প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ও লন্ডনভিত্তিক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ থেকে নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে কি না, সূক্ষ্মভাবে তা খতিয়ে দেখতে বলেছে বিশ্ব সংস্থাটিকে।

এমন প্রেক্ষাপটে, উজরা জেয়া এই সফরে দেশে নির্বাচনের পরিবেশ, মানবাধিকার পরিস্থিতি, নাগরিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা, মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান, জাতীয় কয়েকটি দৈনিকের সম্পাদক ও ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলে ঢাকায় মার্কিন এক কূটনীতিক জানান।

আমাকে একটা লোক দেখান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচিত করেছেন, দেশের সেবা করতে পেরেছি বলে আজ দেশটা উন্নয়নের এ ধারায় নিয়ে আসতে পেরেছি, দারিদ্রের হার কমাতে পেরেছি।'

অর্থনৈতিক সংকটের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এত বাধা, প্রতিরোধ, সমালোচনা হচ্ছে। তারপরও সরকার দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'এখানে ভয়ের কিছু নেই। সময়ে সময়ে সমস্যা আসেই। এ সমস্যা দেখে ঘাবড়ালে চলবে না। এটা মোকাবিলা করতে হবে।'

কবিতার চরণ উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'মেঘ দেখে তুই করিস না ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে। হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে।'

শেষ বাজেট কি না, সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ

জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সরকার প্রধান শেখ হাসিনা বলেন, '২০১৮ সালে ভোট দিয়ে আমাদের নির্বাচিত করেছিল বলেই আমরা দেশ পরিচালনা করে এই বাজেট দিতে পারছি। এই বাজেটটি আমাদের মেয়াদের ১৫তম এবং চলতি মেয়াদের শেষ বাজেট। কারণ নির্বাচন এই বছরেরই শেষে অথবা আগামী বছরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে হবে। কাজেই এটা আমাদের শেষ বাজেট।'

'তবে একেবারে শেষ কি না, সেটো বাংলাদেশের জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। সেই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব বাংলাদেশের জনগণকেই আমি দিচ্ছি,' যোগ করেন তিনি।

সরকারি দপ্তরের বকেয়া

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, দপ্তর সরকারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের সুদ, আসল এবং বিনিয়োগের মুনাফা বাবদ বিপুল অংকের অর্থ পাওনা আছে। অর্থ বিভাগ এসব পাওনা আদায়ের চেষ্টা করছে।'

সব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধের অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেখানে আমাদের বিদ্যুতেও আছে। অনেক জায়গায় বিল দেওয়া হয়নি। সেগুলো আমরা দিয়ে দেব।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'জনগণের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেই সরকার বাজেট দিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য দেশকে স্বাবলম্বী করা।'

তিনি বলেন, 'আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। পর মুখাপেক্ষী হতে চাই না। ভিক্ষা করে চলতে চাই না। আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে থাকতে চাই।'

কোভিডের সময় সরকার দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়েছে আমাদের ওপর। কিছুটা আমাদের প্রবৃদ্ধি কমলেও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমাদের প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ ছিল।'

'আমরা যথেষ্ট ভালো স্থানেই আছি। আমরা অর্থনৈতিক নীতি ও কার্যক্রমে একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। ধারাবাহিকতায় গত সাড়ে ১৪ বছরে এ অর্জন কিন্তু চট করে লাফ দিয়ে পড়েনি। আমরা ধীরে ধীরে অর্জনটা করতে সক্ষম হয়েছি,' বলেন তিনি

জনগণের কল্যাণই আমাদের মূল লক্ষ্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'সেই লক্ষ্য নিয়ে মূল্যস্ফীতিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নানা কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলন, 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলতি অর্থবছরে এবং আগামী অর্থবছরেও কৃচ্ছ্রতাসাধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষ করে চালের ওপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। রেগুলেটরি ডিউটি ২৫ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ডিজেলের মূল্য কমাতে আগাম কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

এর আগে পতিত জমি অনাবাদি না রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বিষয়ে আজ সংসদে তিনি বলেন, 'আমার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তাদের পতিত জমিতে চাষ শুরু করেছেন। আমি নিজেও করছি। গণভবন এখন প্রায় খামার বাড়ি।'

গৃহস্থালি কাজকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে নিতে বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংসারে নারীরা যে কাজ করেন এটা বিরাট কর্মক্ষেত্র। কিন্তু হিসাবে নেওয়া হয় না। এটা হিসাবে নেওয়া হলে পুরুষের চেয়ে নারীরা অনেক অগ্রগামী হতো। সেটা বাদ রেখে হিসাব হয়েছে।'

রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে

ঢাকা অফিস

দেশের রিজার্ভ বেড়ে ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারে। যা আগের দিন ছিল ৩০ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলার। তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৯২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়ার পর দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এ ছাড়া ঈদুল আজহার আগে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

নিশ্চিত হতে হবে কোনো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জবাবদিহি মেনে চলার এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনে যুক্ত অপরাধীদের' বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এর জবাবে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, 'শান্তিরক্ষায় যেসব দেশ সেনা ও পুলিশ পাঠায় তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের কেউ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করছে না বা তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ নেই।'

'শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখা দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা সফল করার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো শান্তিরক্ষীরা যেন সর্বোচ্চ উন্নত আচরণের পাশাপাশি সততা, যোগ্যতা এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন,' বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

গতকাল রোববার ঢাকায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম ২ দিনের প্রস্তুতিমূলক বৈঠক শুরু হয়। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লাক্রোয়ারের বক্তৃতার সময় এই বিবৃতিটি উল্লেখ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক, পররাষ্ট্র সচিবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকার পতনে এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে, আরও বেগবান হবে। যারা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করছেন তাদের সঙ্গে কথা বলছি। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলনকে আরও বেগবান করব।'

'রমজানের পর আন্দোলন একটা পর্যায়ে যাবে', 'আন্দোলনের রূপরেখা আসছে' এরকম কথা বলা হয়েছিল উল্লেখ করে প্রশ্ন করা হলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'দেখেন, রমজান বা ঈদ বলে কোনো জিনিস নেই। ওটা অন্য ব্যাপার। আন্দোলনের ক্ষেত্রে রমজান বা ঈদ কোনো বিষয় না। আমরা আমাদের মতো করে যাই।'

'রূপরেখা বলেন, যা বলেন সবই আসবে। অস্থির হবেন না। আমাদের তো কৌশল আছে, অনেক কৌশল আছে। আমরা আমাদের মতো করে যেতে চাই', যোগ করেন তিনি।

বিএনপি মহাসচিব ঈদ উদযাপনসহ দলীয় কর্মসূচিতে আগামীকাল মঙ্গলবার গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগাঁও যাচ্ছেন। এবার তিনি সেখানে ঈদ উদযাপন করবেন এবং বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করবেন। সেজন্য এবার বিএনপি মহাসচিব ঢাকায় ঈদের দিন থাকছেন না। এর আগে সাংবাদিকদের ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাতে গুলশানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এখনও সময় আছে, তাদের শুভ বুদ্ধি উদয় হোক। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে তাদের উচিত একটা নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের ব্যবস্থা করা, এর আগে পদত্যাগ করা। এই সরকার যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে কোনো মতেই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ হবে না। সেজন্য আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কনসেনসাসের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকার, যেটা আমরা নির্বাচনকালীন সময়ের সরকার বলছি, সেটা করতে হবে।'

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে বিদেশিদের চাপ ও প্রভাবের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, 'তার মানে হচ্ছে, সরকার নেই। সেন্ট মার্টিন না দিলে যদি আপনার (প্রধানমন্ত্রী) ক্ষমতায় না থাকা হয় তাহলে তো নেই। বলেছেন যে, উনি দেবেন না, তাহলে উনি নেই। আবার উনি গ্যাস বিক্রি না করলে থাকা যাবে না। তাহলে উনি নেই। মানেটা তো সেটাই দাঁড়ায়।'

তিনি আরও বলেন, 'আসলে এই বক্তব্যটা উনার (প্রধানমন্ত্রী) নিজের, উনার দলের। আমাদের তো সেটা না। তাদের দুঃশাসন ও গণতন্ত্র বিরোধিতা এমন এক পর্যায় চলে গেছে যে, সমগ্র দেশের মানুষ না, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলতে বাধ্য হচ্ছে, তোমার এখানে মানবাধিকার নেই। তোমার এখানে গণতন্ত্র নেই। আমরা মনে করি, দেয়ার ইজ দ্য ট্রুথ।'

'ওদেরটা (বিদেশি) আপনারা বেশি শোনেন আর কী! আর আমরা গত ১২ বছর ধরে বলছি, চিৎকার করছি, আমাদের ৬০০ মানুষ গুম হয়ে গেল, সম্প্রতি রাস্তায় ১৭ জন নেতাকর্মী গুলি খেয়ে মারা গেল- তখন কিন্তু সেটাকে আপনারা গুরুত্ব দেন না।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত গার্ডিয়ানে লেখা না হবে, স্টেটসম্যানে না লেখা হবে, যতক্ষণ বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকায় না বলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চান না। তবে আরেকটা কারণ হচ্ছে আপনারা (বাংলাদেশের গণমাধ্যম) এমন একটা যাতাকলে পড়েছেন। বাস্তবতা হলো, আপনারা সব কথা বলতে পারেন না, লিখতে পারেন না, দেখাতে পারেন না, সম্ভব হচ্ছে না। কেন? কারণ মিডিয়া কন্ট্রোল, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট। এভাবে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কীভাবে চলতে পারে?', তিনি বলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'বিশ্বাস করেন, আমার মাঝেমধ্যে গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। এই বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি ভাই, ১৯৭১ সালে এর জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এমন একটা পরিবেশ আমরা দেখতে চাইনি।'

তিনি আরও বলেন, 'অর্থনীতি ভালো— এই ধরনের মিথ্যাচার তো তারা ক্রমাগত করে চলেছে। মানুষকে বোকা বানিয়ে ভুল বুঝিয়ে বলা যে, অর্থনীতি খুব শক্ত আছে, সবল আছে। দেশের অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলেন, তারা সবাই বলবেন, দেশে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। এই সংকটটা বড় রকমের সংকট। উপরন্তু কালকেই দেখলাম সংসদে যে, ব্যাংকের পরিচালকদের মেয়াদ আবার ১২ বছর করেছে। কার ইঙ্গিতে, কার হুকুমে এটা হলো, এই দেশ কীভাবে চলে আমরা জানি না।'

'আমরা দেখতে পারছি সরকারের জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাদের দায়বদ্ধতা শুধু যারা লুট করছে, বিদেশে অর্থবিত্ত তৈরি করছে তাদের কাছে। যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আয় বাড়ছে না, তারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারছে না সেই দেশে কীভাবে এটাকে জনগণের সরকার বলতে পারেন?', যোগ করেন তিনি।

রিজার্ভের অর্থ খরচ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, সিডিপি বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট করেছে। সেখানে পরিষ্কার দেখা গেছে, ইম্পোর্ট কষ্ট দেখিয়ে বেশি করে ওয়ার ইনভেয়েস করে টাকা বের করে নিয়ে চলে গেছে। আর রিজার্ভের টাকা থেকে লোন (আইডিএফ) দেওয়া হয়েছে, সেটা রিজার্ভের টাকা থেকে খরচ করতে পারে না। এভাবে তারা রিজার্ভ থেকে টাকা বের করে নিয়ে নিজেরাই পাচার করেছে।'

সিটি নির্বাচন নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই নির্বাচনগুলোতে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই না। নির্বাচনে তো সবসময় একটা প্রতিপক্ষ থাকবে। সেই প্রতিপক্ষই তো নেই।'

সুইস ব্যাংক থেকে বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টধারীদের অর্থ তুলে নেয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'টাকা-পয়সা যাদের বেশি হাতে আছে তারা টাকা কোথায় রাখছে কেউ জানে না। এরা আবার এখন সুইস ব্যাংক থেকে সব টাকা বের করে আনছে? এসব টাকা কাতারে যাচ্ছে না মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে তা আমরা জানি না। এটা সত্য যে, সুইস ব্যাংকের টাকা বেরিয়ে আসছে।'

তিনি বলেন, 'একদিকে নেতা-কর্মীদের ওপর ওরা হামলা করছে, আরেকদিকে আমাদের দলের পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেটদের তুলে দিয়ে যাওয়া, ভয় দেখানোর কাজ করছে। শুধু তাই নয়, যারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তাদেরকে চাকুরিচ্যুত করছে, বাধ্য করছে সেখান থেকে রিজাইন করতে।'

'কীভাবে আশা করেন এখানে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে? এখানে নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচন হবে না। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, জনগণের অভ্যুত্থানে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি মানতে বাধ্য হবে সরকার। একটা কেয়াটেকারের ব্যবস্থা করে ক্ষমতা ছেড়ে দিতেই হবে', যোগ করেন তিনি।

পশ্চিমা বিশ্বসহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সরকারকে ইতোমধ্যে সেরকম বার্তা জানিয়ে দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিএনপি মহাসচিব।

হতাভাগা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাংক প্রতিষ্টার নামে বা পাওয়ার প্লান্ট করার নামে ফুলে ফেঁপে উঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি হিসেবে পরিচিতিতে গ্রেফতার হওয়া আবুল কাশেম নিউইয়র্কে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ হিসেবে পরিচিত নয়। উপর মহলেও তাঁর খুব একটা ঘনিষ্টতা নেই। মাত্র একজন মন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তাঁকে এমন একটা ব্যাংকের আবেদন করলে সহযোগিতা করার আশ্বস্থ দিয়েছিলেন মন্ত্রী মহোদয়।

আবুল কাশেম লেনদেন স্পষ্ট না করেই এমন আশ্বাসের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেও ডুবেছেন, ডুবিয়েছেন বহু নির্দোষ বিনিয়োগকারীকে।

সর্বশেষ তথ্য হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা মাথায় নিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পালানোর সময় গ্রেপ্তার আবুল কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করেছে পুলিশ। এ নিয়ে ঢাকার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন বাতিল হয়ে যাওয়া পিপলস ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুতেই দুর্নীতির পরিকল্পনা করেছিলেন ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন সেগুলো তার ছিল না। ব্যাংকের মূলধনের জোগান দেওয়ার মতো আর্থিকভাবে সক্ষম কোনো উদ্যোক্তার আশ্বাসও পাননি তিনি। শুধু সরকারের একজন নীতিনির্ধারকের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তার সঙ্গে গড়ে ওঠা সখ্যের কারণে আবুল কাশেম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। ওই সময়ে তিনি দেশে এসে ব্যাংকের পরিচালক করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেগুলো নিজে আত্মসাৎ করেছেন। ব্যাংকের হিসাবে জমা করেননি। ফলে দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়েও দুই বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্ত পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নামে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ায় প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দুর্নীতির দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়। ওই মামলায় এখন তিনি গ্রেফতার।

আবুল কাশেম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে শুরুতেই দুর্নীতি করেছেন। টাকার অঙ্কে তার দুর্নীতি অর্ধসহস্রাধিক কোটি টাকা হবে। কিন্তু ব্যাংকের কোনো কোনো পরিচালক কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তারা সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশীর্বাদ নিয়ে একটি ব্যাংক থেকেই ৫ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তাদের ধরছে না কেউ। ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাংক জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদেরও ধরা জরুরি।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, পিপলস ব্যাংকের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তারা শর্ত পালন করতে না পারায় ওই অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। এখন পিপলস ব্যাংক নামে কোনো আবেদন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নেই। এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার জন্য যারা মূলধনের জোগান দিয়েছেন সেটি তারা নিজেরা আলোচনা করে সমাধান করবেন বা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদনের আগেই প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের পরিচালক করার নামে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ শুরু করেন আবুল কাশেম। সেগুলো আর তিনি ফেরত দেননি। সেই টাকা তিনি ব্যাংকের হিসাবেও জমা করেননি। ওই টাকায় তিনি গুলশানে ফ্ল্যাট ক্রয় করেছেন ও দামি গাড়ি কিনেছেন বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।

জানা গেছে, নতুন ব্যাংক করতে তখন ৪০০ কোটি টাকার নগদ মূলধন লাগত। কিন্তু তিনি এর চেয়ে বেশি অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়েছেন। সেগুলো ব্যাংকের মূলধন জোগান না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন। ফলে ব্যাংক আর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এর আগে জাপান-বাংলা ব্যাংক নামে আরও একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে প্রতারণা করেছিলেন এক ব্যক্তি। পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দলের নাম নিয়ে দুর্নীতি করার জন্য নেত্রী কাউকে প্রশ্রয় দেন না। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের বেশ কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, দল ক্ষমতায় আসলেও এসব নেতা কর্মীরা নিবেদিতভাবে দলের জন্য কাজ করছেন। সব সময় দল ও নেত্রীর পাশে আছেন। দল ক্ষমতায় আসার পর বেশ কয়েকজনের ফুলে ফেঁপে উঠার উদাহরণ দিলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের জনসংযোগ সম্পাদক কাজী কয়েস বললেন, এদেরও দিন শেষ হয়ে আসছে। যারাই দলের নাম ভাঙ্গিয়ে দুর্নীতি এবং অনিয়মে জড়িয়েছেন, দেশের আইন তাদের নিশ্চিত তাড়া করবে। এদের দায় আওয়ামীলীগের মতো সংগঠন কখনই নেবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে শিশু কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে

এইচ বি রিতা

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের কারনে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিষণ্ণতা, উদ্বেগ এবং অন্যান্য সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। সার্জন জেনারেল ভিভেক মূর্তির রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে ৯৫ শতাংশ কিশোর কিশোরী সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে স্ক্রোলিং, পোস্টিং বা অন্যভাবে জড়িত। মূর্তি বলেছেন, আমাদের সন্তানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত প্রতিবেদনটি, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কীভাবে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে আরও বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। পরামর্শদাতারা, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরিকারী সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করেন, তারা যেন শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার ও এর সঙ্কটগুলো নিয়ে পিতামাতাদের সাথে শেয়ার করেন।

প্রতিবেদনটি একত্রিত গবেষণার আলোকে উত্থাপন করা হয়েছে। যা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার এবং দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ২০১৯ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, কিশোর-কিশোরীরা যারা দিনে তিন ঘণ্টার বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় ব্যয় করে, তাদের মধ্যে বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ সহ দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্যের সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ থাকে।

ডাঃ বিভেক মূর্তি যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্যকে 'আমাদের সময়ের সংজ্ঞায়িত জনস্বাস্থ্য সমস্যা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে ক্ষতিকারক বিষয়বস্তু এবং অত্যধিক ব্যবহার থেকে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের রক্ষা করার জন্য দৃঢ় নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে সার্জন জেনারেলের সতর্কবার্তাটি এসেছে যখন শিশু কিশোরদের মাঝে উদ্বেগ, দুঃখ এবং হতাশার হার গত এক দশকে মধ্যে আকাশচুম্বী হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষকরে মেয়েদের মধ্যে সমস্যাগুলো বেশি দেখা যাচ্ছে।

সার্জন জেনারেলের প্রতিবেদনে ইটিং ডিসঅর্ডার, বডি ডিসমর্ফিয়া এবং লো'সেল্ফ-এস্টিম হওয়ার জন্য সামাজিক মিডিয়াকে দায়ী করা হয়েছে। অত্যধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মনোযোগ-ঘাটতি/হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডারের মধ্যে একটি সম্ভাব্য যোগসূত্র পাওয়া গেছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের মতে, কিশোরদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হলো টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট এবং ইন্সটিগ্রাম।

সান দিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক জন টুয়েঞ্জ বলেছন, ২০১২ সালের দিকে কিশোর-কিশোরীদের বিষণ্ণতা বাড়তে শুরু করেছে। এটি এমন একটি সময় যা স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তার সাথে মিলে যায়। সামাজিক মিডিয়া বিভিন্ন উপায়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ঘুম এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া উভয়ই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে বাচ্চারা যদি ঘুমের সময় বা বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর সময় অনলাইনে থাকে, তবে এটি একটি সমস্যা বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

সার্জন জেনারেলের প্রতিবেদনে আইন প্রণেতা এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির জন্য বেশ কিছু পরামর্শ রয়েছে।কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন বিশ্বে নেভিগেট করতে সাহায্য করার চেষ্টায় এখন অভিভাবকরাই প্রথম সারিতে রয়েছেন৷ প্রতিবেদনটি যত্নশীল বাবা মায়েদের বাড়িতে 'প্রযুক্তি-মুক্ত' জোন তৈরি করতে পরামর্শ দেন এবং শিশু কিশোরদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করে।

মূর্তি বলেছেন, নীতিনির্ধারকদের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং আমাদের শিশুদের ক্ষতিকর বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসা এবং অত্যধিক ব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের শক্তিশালী নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করতে হবে। এরমধ্যে রয়েছে বয়সের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা। কোম্পানিগুলিকে এমন বৈশিষ্ট্যগুলি শিথিল করা উচিত যা শিশুদের অনলাইনে থাকতে প্রলুব্ধ করে এবং কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষার জন্য আরও ভাল সরঞ্জাম তৈরি করতে হবে বলে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

হ্যালো এনভায়রনমেন্ট

আফতাব চৌধুরী

কেমন আছ? এটা জিজ্ঞেস করব ভেবেই আজ তোমায় লিখতে বসেছি। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টোতেই চোখে পড়ল জুন মাসের পাঁচ তারিখটা- ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’; এদিনটার তো আর বেশী দেরি নেই! তোমার আগমন- হেতু সবুজ আবহ-টা তৈরি হবে, তোমাকে নিয়ে কত মিটিং হবে, মিছিল হবে, লোক সমাগম হবে! মহীয়ান লোকেরা চমকপ্রদ সব মুন্সীয়ানা- ভাষণ দিবেন। ঘুমভাঙ্গানিয়া আর আত্মজাগানিয়া মন্ত্রে ব্যাপ্ত হবে চারদিক। গোটা বছর- জুড়ে বৃক্ষ উৎপাটনের পর এদিনটায় হবে কত শত বৃক্ষরোপন! কত রংতুলির শেষটানে তুমি হয়ে উঠবে চিরঞ্জয়ী, কবির কল্পনায় হবে তুমি নাটোরের বনলতা সেন। জ্ঞান সমুদ্রের বিদগ্ধ কুমিররা তোমাকে নিয়ে কত সেমিনার- সিম্পোসিয়াম করবে! মিডিয়ার লোকেরা পড়ি কি মরি দৌড়বে তোমাকে ক্যামেরাবন্দি করতে, আর এতসব দেখে তুমি কি না ভাববে....(!) ....কিছু মনে কর না......আসলে, এটা আমাদের জাতীয় চরিত্র!

সেদিন ‘অশনি- সংকেত’ কাগজ- খানা পড়ছিলাম!...

দেখলাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একখানা প্রতিবেদনে লিখেছে, ২০0১ সালে এ বিশ্বের জনসংখ্যা ৬.১৪ বিলিয়ন হয়েছে; আর বলেছে ২০২৫ সাল নাগাদ এ মাত্রা বেড়ে ৭.৮২ বিলিয়ন এবং ২050 সালে তা ৯.0৪ বিলিয়ন হবে। এরমধ্যে শুধুমাত্র আমাদের দেশের জনসংখ্যাই ২00১ সালের ১২ কোটি মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে প্রায় ১৪ কোটিতে দাড়িয়েছে। মাত্র ৫বছরে বর্ধিত ৩ কোটি জনসংখ্যা বিশ্বের অনেক ধনী দেশের চেয়েও বেশি। জানা গেল, স্বাধীনতার সময় এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি মাত্র। পৃথিবীর অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মধ্যে আমাদের ঢাকা, চট্টগ্রামও স্থান করে নিয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে শহরাভিমুখী জনস্রোত। ৫১ সালে এ হার শতকরা ১৭.২৮ শতাংশ, ৮১ সালে ২৩.৩৩ শতাংশ এবং ২00১ সালে তা বেড়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়!

দারিদ্রের সঙ্গে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ দুই সত্তা একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগুচ্ছে; আর এ দুয়ের যুগলবন্দি- তে জলে- স্থলে- অন্তরীক্ষে সর্বত্রই বেড়ে চলেছে প্রদূষণমাত্রা, বনজ সম্পদ হরণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য- হীনতা, আরও কত কী! ১৯৯৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষা থেকে জানা গেল, আমাদের দেশে বায়ু- প্রদূষণজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেশ ক’হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকম প্রদূষণের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে, সঙ্গে বাড়ছে ধরিত্রীর জ্ঞউত্তাপ- নিরীক্ষণ যন্ত্রে পারদের মাত্রাও! যত লোক তত শিল্প/ যত জন- তত যান জাতীয় আপ্তবাক্যগুলোতে আমরা বিশ্বাসী। মনের মণি কোঠায় এ কথাগুলো লিখা আছে, তাই দেখতে পাই শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যানবাহনের বাড়বাড়ন্ত। ১৯৫১ থেকে ২00১ সাল- এ পঞ্চাশ বছরে দেশে যানবাহনের সংখ্যা ১৪৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সাম্প্রতিক কালে তা হয়ত ১৫0 গুণ হয়ে যাবে! দেশের সকল শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের এ ছোট্ট দেশেও দ্রুত বেড়ে চলেছে যানবাহনের সংখ্যা! প্রতিটি শিল্প/ যানবাহন সচল রাখতে দৈনন্দিন কতটুকু খনিজ প্রয়োজন, আর সে ভান্ডারে কতখানি রয়েছে- সে খবর ক’জন রাখে? হাঁড়ির খবর হল এ যে আগামী (আনুমানিক) ২৫ বছরে পৃথিবীর পেট্রোল ও ডিজেল ভান্ডার একেবারে নিঃশেষিত হচ্ছে। যদিও জানা গেছে, কয়লা আরও বেশ কিছুদিন পাওয়া যাবে। আচ্ছা! তেমন একটা দিনে পরিস্থিতি কী হবে বল তো! দারুণ সুন্দর সুন্দর সব গাড়িগুলো থাকবে, কিন্তু পেট্রোল? ডিজেল? কোত্থেকে আসবে?

ভেবে পাচ্ছো না?

অনেক চিন্তা করেও কিছু উপায় বেরোচ্ছে না, মাথা ঝিম ঝিম করছে। গ্যাস? গ্রীন- হাউস? এটা তো আবার সেই একই চক্র- কথা- যেটা বার বার ঘুরে- ফিরে আসছে, More Population- More Transport & More In- dustry- More Pollution- More emission of Green House Gases, এটা কি সত্যি! বিষাক্ত গ্রীন- হাউস গ্যাস নির্গমণে বাংলাদেশ নাকি সারা বিশ্বের মধ্যে বিশেষ স্থানে রয়েছে? বিশ্ব ব্যাংক- এর কথা তো ফেলনা নয়! এরা জানান দিয়ে গেল, বিভিন্ন রকম প্রদূষণ এবং তা থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য- হানি- জনিত কারণে এদেশে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে, যা দেশের জিডিপি-এক বিশেষ অংশ। বলাবাহুল্য, এ খরচের সিংহভাগই হচ্ছে পানি থেকে সৃষ্ট প্রদূষণ- জনিত কারণে।

প্রকৃতি!

এ নামে যে সব লোকেরা তোমায় ডাকত, তাদের প্রজাতি ছিল পুরুষ। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের সে নিটোল ভালবাসার দৃশ্য আজ বিরল। অধিকাংশ বন্য- প্রজাতির মত পুরুষ- প্রজাতিটা ইদানীং বিলুপ্তির পথে। হয়তো বা জিজ্ঞেস করবে- তাহলে এরা কারা? এ বিশাল পৃথিবীতে এত- শত পুর্সা- লোক, এরা কে? এত যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মঙ্গল- গ্রহে প্রাণের সন্ধান/ দশম গ্রহ/ মহাকাশ- গবেষণা/ ক্লোন/ নেনো- টেকনোলজি ইত্যাদি, ইত্যাদি, এতসব কাদের আবিস্কার? কাদের অবদান এসবের পিছনে? নিরীশ্বরবাদীরা বলবেন- বিজ্ঞান, ঈশ্বরবাদীরা হয়তো বা বলবেন অন্য কোনও কথা। প্রসঙ্গটা বিতর্কর মোড় নিয়ে নিচ্ছে। বস্তুত, একটা বিতর্ক বাধানোর অভিসন্ধি নিয়েই এগোচ্ছিলাম। প্রসঙ্গটা মনে মনে ঠিক করেছিরাম আমরা কোনটা চাইব ‘Nature ConservationÕ bv ÔTech- nological Development’? দাও ফিরে সে অরণ্য...............লহ এ নগর......... বলব, না বিজ্ঞানের হাত ধরে আসা চ,ড়ান্ত ভোগ- বিলাসিতার পথ বেছে নেব? এমন একটা বিতর্ক- সভা কোথাও আয়োজিত হলে, বিরোধী- বেঞ্চের বক্তারা ট্রেজারি- বেঞ্চের বিপক্ষে কী বলবেন? শেষকথা কী হবে? পিকার- মহোদয় শেষকথা কী বলবেন! এ সবই বাস্তবের বিতর্ক সভায় দেখা যাবে। আপাতত এটা মনে রাখা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক নয়- যে পরিবেশটাতে আমরা বাস করছি, সেটা আমাদের উত্তরাধিকার- সূত্রে প্রাপ্ত নয়, বরং আগামী প্রজন্মের শিশুদের কাছ থেকে ধার নেওয়া।

প্রসঙ্গক্রমে এরকম আরেকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যেখানে আল গোর বলেছিলেন- হিটলারকে হটানোর আন্দোলনের চাইতেও পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম অনেক অনেক বেশি সমস্যাপূর্ণ, কারণ এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ আমরা নিজেরাই, নিজেদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আবার মার্গারেট মিথ- এর সতর্কবাণীটাও মনে পড়ছে, পরিবেশ ধ্বংস হলে আমাদের সমাজ তথা সামাজিক জীবনও আর থাকবে না। এরকম তাত্তি¦ক এবং সাড়া জাগানো কথা দেশ- বিদেশের অনেক পরিবেশ প্রেমিরাই বলেছেন,বলবেনও এবং এ কথাগুলোর সঠিক মূল্যায়ন তখনই হবে, যদি সে সব কথা পরিবেশ রক্ষার সংগ্রামে আম- জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

আইন তো তোমার অনুক,লেই রয়েছে...

পরিবেশের স্বার্থে যে সব আইন সাম্প্রতিক অতীতে চালু হয়েছে, সেগুলোর প্রচার, প্রসার এবং সর্বোপরি সার্থক রূপায়ণ সর্বোতভাবে একান্ত প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে-

1. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act
2. The Forest (Prevention and Control of Pollution) Act
3. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act

পানি, অরণ্য এবং বায়ু- দূষণের দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধানও রয়েছে এগুলোতে। বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনও শিল্পোদ্যোগের বিরুদ্ধে পানি/ বায়ু প্রদূষণের অভিযোগ সত্যপ্রমাণিত হলে শাস্তিস^রূপ জেল কিংবা জরিমানা, অথবা দুটোই হতে পারে। অভিযুক্ত আত্মসমর্পণ- সমর্পণ না করলে মোটা অংকের টাকা জরিমানা এবং কারাবাসের মত আইনও রয়েছে। খানিকটা হলেও আত্মতৃপ্তি হচ্ছে এই ভেবে যে চড়ষুবঃযুবহব থেকে সৃষ্ট ক্যারিবেগ দেশের বাজার থেকে কিছুটা হলেও বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু একই রাসায়নিক যৌগের মোড়কে বহুজাতিক সংস্থার পণ্যসামগ্রীর জন্য অবারিত দ্বার কেন? বিদেশি বাঁচাও আন্দোলনের প্রতি এ কোন অভিনব সমর্থন পন্থা?

আরও অনেক অনেক ফিরিস্তি তোমায় শুনাব.... ওজোন ডিপ্লিসন........ সয়েল ইরোসন... ইকোলোজিকেল ইম্বেলেন্স............অভার এ·প্লয়টেশন.......একের পর এক প্রসঙ্গগুলো ঘুরপাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। এখন থাক, সে সব কথা না হয় দেখা হলে বলব, ফিফথ জুন, আপাতত সম্পাদক সাহেবকে লেখাটি ছাপানোর অনুরোধ জানিয়ে শেষ টানছি।

ভালো থেকো বলছি না- কী করেই বা বলব? বরং বলি ভালো থাকার চেষ্টা করো!

সাংবাদিক ও কলামিষ্ট। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার (স্বর্ণ পদক ১ম) প্রাপ্ত।

বয়স্কদের কখন এসিস্টেড লিভিং থেকে মেমোরি কেয়ারে নিবেন

এইচ বি রিতা

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস অনুসারে, ৬৫ বছরের বেশি বয়েসি প্রায় ৭০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের, তাদের জীবনের কোনও এক সময়ে দীর্ঘমেয়াদী যত্নের প্রয়োজন হয়। যাদের বয়োজ্যেষ্ঠ যত্নের প্রয়োজন হয় তাদের অনেকেরজ্ঞানীয় হ্রাস বা স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বব্যাপী ৫৫ মিলিয়নেরও বেশি লোকের ডিমেনশিয়া রয়েছে এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুসারে প্রতি বছর প্রায় ১০ মিলিয়ন নতুন কেস নির্ণয় করা হয়।

এসিস্টেড লিভিং এবং মেমোরি কেয়ার-সুবিধা দুটিই বয়স্কদের জন্য খুব জনপ্রিয় এবং দ্রুত বর্ধনশীল ধরণের সিনিয়র লিভিংব্যবস্থা। উভয়ই বয়স্কদের আবাসন, খাবার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার (ADLs) কাজকর্ম যেমন গোসল, লন্ড্রি এবং টয়লেটেসহায়তা প্রদান করে। তবে, মেমোরি কেয়ার বর্ধিত সুরক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমেডিমেনশিয়ার বা অ্যালজাইমারদের জন্য একটি বিশেষ পরিবেশ সরবরাহ করে।

দেশ জুড়ে ৩০ হাজারের বেশি স্থানগুলোতে, এসিস্টেড লিভিং কমিউনিটি বয়স্ক আমেরিকানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করেথাকে। যদি কোনো বয়স্ক ব্যক্তি নিজের মতো স্বাধীনভাবে বসবাস করতে না পারে এবং রান্না, গোসল বা ড্রেসিংয়ের মতোকার্যকলাপে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে তাদের বসবাসের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা প্রদান করা হয়। এই কমিউনিটিসাধারণত বাসিন্দাদের ডাইনিং রুম সহ নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, ঘর বা থাকার জায়গা দেয়। তারা অন্যান্য পরিষেবা এবংক্রিয়াকলাপের মধ্যে খাবার, লন্ড্রি, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম সরবরাহ করে। তবে এই কমিউনিটিনার্সিং হোমের মতো টুয়েন্টি ফোর সেভেন সেবাযত্ন প্রদান করে না। বরং বাসিন্দাদের যতটা সম্ভব স্বাধীনভাবে থাকতে উৎসাহিতকরে।

অন্যদিকে মেমোরি কেয়ার, বিশেষভাবে স্মৃতিভ্রংশ বা অ্যালঝেইমার রোগের মতো স্মৃতিশক্তির সঙ্কটগুলোর সাথেবসবাসকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মেমোরি কেয়ার ইউনিটগুলি হলো এমন ধরনের কমিউনিটি যা সাধারণত প্রথাগতএসিস্টেড লিভিং কমিউনিটি থেকে আলাদা, এরা অ্যালজামামার্স বা ডিমেনশিয়া আক্রান্ত বয়স্কদের জন্য আরও উপযুক্ত যত্নপ্রদান করে। ইউনিটগুলি সুবিধার একটি আলাদা ক্ষেত্র যা বাসিন্দাদের সুরক্ষিত রাখতে এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষাকরার জন্য ২৪/৭ তত্ত্বাবধানে যত্ন প্রদান করে। স্টাফ সদস্যদের মেমোরি দুর্বল ব্যক্তিদের সেবা দিতে, ক্রিয়াকলাপ সমন্বয় করতেবিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাসিস্টেড লিভিং এবং আমেরিকান হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মতে, প্রায় ১৪ শতাংশ এসিস্টেড লিভিং কমিউনিটি, মেমোরি কেয়ার বা ডিমেনশিয়া ইউনিট সরবরাহ করে।

ঠিক কখন একজনকে এসিস্টেড লিভিং থেকে মেমোরি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা উচিত, সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট সূত্রনেই। 'এজিং লাইফ কেয়ার স্পেশালিস্ট' এবং বাফেলোর 'এল্ডার কেয়ার সলিউশন' এর মালিক রক্সেন সোরেনসেন বলেন, "শুধুমাত্র তাদের ডিমেনশিয়া থাকার অর্থ এই নয় যে তাদের মেমোরি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করতে হবে।"

উল্লেখ, বিশেষায়িত কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সংস্থানগুলির প্রয়োজনীয়তার কারণে, মেমোরি কেয়ার ইউনিটগুলি সাধারণতঅন্যান্য ধরণের আবাসিক যত্নের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল, এসিস্টেট লিভিং এর তুলনায় প্রায় ২০ চেকে ৩০ শতাংশ বেশি।

তবে, নিউইয়র্কের 'রচেস্টার অফ ইউনিভার্সিটি'র নিউরোপ্যালিটিভ কেয়ার সার্ভিসের পরিচালক এবং নিউরোলজি এবংমেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ বেনজি ক্লুগার বলেন, "যদি আপনার পরিবারের সদস্যের মধ্যে বিচরণ বা হঠাৎ পতনেরলক্ষণ দেখা দেয় তবে অবশ্যই তাদের জীবনযাত্রার পুনর্মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।"

একজন ব্যক্তিকে এসিস্টেড লিভিং থেকে মেমোরি কেয়ারে স্থানান্তরিত করার আগে একটি শারীরিক, মধ্যম এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতাপরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগুলি সাধারণত সম্প্রদায়ের একজন কর্মী সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়, সাধারণত একজন নার্স, ব্যক্তিরবসবাসের জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ নির্ধারণ করেন। স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত সবসময় পরিবার, কমিউনিটি স্টাফ এবং ব্যক্তিরপ্রাথমিক ডাক্তারের মধ্যে যৌথভাবে করা হয়।

মূলত বয়স্কদের নিরাপত্তা রক্ষা করা-তাদের মেমোরি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরের প্রাথমিক কারণ। তাই বিশেষজ্ঞরা ডিমেনশিয়ারসাধারণ লক্ষণগুলি সন্ধান করার পরামর্শ দেন, যেমন-আগ্রাসন, ঝগড়া, কার্যক্রমে যোগদানের আগ্রহ কমে যাওয়া, অসংযমতা, গতিশীলতা সমস্যা, খারাপ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, একই কথোপকথনের সময় গল্পের পুনরাবৃত্তি, ঘুমের চক্র পরিবর্তন, আকস্মিক পড়েযাওয়া, ঘুরে বেড়ানোর সময় হারিয়ে যাওয়া...ইত্যাদি।

সোরেনসেন বলেন, "যখন এই লক্ষণগুলি ঘন ঘন ঘটতে শুরু করবে এবং ব্যক্তির আরও যত্নের প্রয়োজন হবে, তখনই মেমোরি কেয়ার ইউনিটে যাওয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে। পরিবারের জন্য তাদের সদস্যদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা এবং তারা যেকোন শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন দেখলে তা নিয়ে সেবাদানকারী দলের সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরো যোগ করেন, "পরিবারের কাউকে নিজ পরিবার বা সেই সম্প্রদায় থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যেখানে তারা কিছুসময় বাদীর্ঘসময় বসবাস করছেন, সহজ নয় বরং এটা তাদের দৈনন্দিন রুটিনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। তাইপরিবারদের সদস্যদের এই রূপান্তর প্রক্রিয়া কীভাবে বয়স্কদের উপর প্রভাব ফেলবে, তা সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার।"

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

এই শহরে লড়াইটা সবার জন্যে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। কারোর সাথেই কারোর গল্প দিনশেষে মেলে না। এক টুকরো সুখের আশায় মানুষ আজীবন ছুটে চলে। সম্পর্কের দ্বিখন্ডন যেমন কাউকে সংগ্রামী হতে শেখায়। তেমনি আবার ক্ষয়ে যাওয়া সম্পর্ক কাউকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। কোন মেয়ের স্বামী ছেড়ে গেলে সে হয়ে ওঠে একধারে মা ও বাবা। অন্যথায় কোন মেয়ে আবার জীবন যুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সংগ্রামের এই শহরে এমন দুটি ঘুরে দাড়ানোর সত্য গল্প নিয়ে “উত্তরের জনপদ”র পাতা আজ সেজেছে। বরাবরের মতো ছদ্ম নাম দেয়া আছে। ধন্যবাদান্তে - **সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমিন**

ঈদের নামাজ

আজ কয়েক বছর ধরেই নীলা এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ঈদের দিন সকালে ছেলেদুটো মাথা গোজ করে ঘরের কোনায় বসে থাকে। অভিমানে ফোলানো গাল নিয়ে মাথা নীচু করে রাখে, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দেয়,

“মা, আমাদেরকে বাবা কেন মসজিদে নিয়ে যায় না? সবার বাবা আসে, ক্যান্ডি কিনে দেয়, শুধু আমাদের বাবা আসে না। একলা একলা ঈদের নামাজ পড়তে যাব না।“

নীলা তখন বিপদে পড়ে যায়, এইটুকু বাচ্চাদের সে কিভাবে বোঝাবে? মসজিদের সামনে দাড়িয়ে ওরা যখন দেখে অন্য সবার বাবা এসেছে, মুঠোর ভিতর হাত ধরে রেখেছে, তখন আর কোন আনন্দই বাচ্চাগুলোকে আন্দোলিত করতে পারে না। শুধু কি ঈদের দিন সকালে? স্কুলের প্যারেন্টস টিচার মিটিং, মুভি নাইট, ফাদারস ডে, এসব দিনেও ছেলেদুটো মন খারাপ করে থাকে। এই তো সেদিন বড় ছেলে “স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ” হল, সন্ধ্যায় স্কুলে এওয়ার্ড আনতে যাবার সময় ছেলের সে কি কান্না। একটাই কথা, “আমাদের বাবা কেন সাথে থাকেনা? বাবা কেন অন্য বাসায় থাকে?”

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নীলা খুব বেসামাল হয়ে পড়ে। তার স্বামী যখন তাদের একলা ফেলে রেখে চলে যায় বাচ্চারা তখন বেশ ছোট। নীলা বাচ্চাদের মিথ্যে বলেছিল, বলেছিল যে তাদের বাবা অফিসের কাজে অন্য স্টেটে গিয়েছে। দিন গেলে, মাস গেলে একদিন বাচ্চারা বুঝলো তার বাবা আর ফিরবে না, এখন থেকে দূরের কোন বাসায় থাকবে। ছেলে দুটোর বোবা চোখের চাহনি বুঝে পায় না যে বাবাকে কেন অন্য বাসায় থাকতে হবে। একদিন তারা আবিষ্কার করল তাদের বাবা আসলে বেশী দূরে থাকে না, ৫-৬ বিল্ডিং পাশেই থাকে। প্রায় এক বছর ধরে ডিভোর্স প্রসেস চলার পর বাচ্চারা তাদের বাবা কে আর দেখেনি। আর লোকটাও ছেলেদের কাস্টডি নেয়নি, কোনদিন ভুল করে দেখতেও চায়নি। নীলা কোর্টে যেয়ে কিছুটা চাইল্ড সাপোর্টের টাকা আদায় করেছিল। যদিও চালাক লোকটা সেসময় কাজ ছেড়ে দিয়ে নানান রকম বাহানায় ব্যাস্ত ছিল।

নিউইয়র্কের মতো ব্যায়বহুল শহরে একলা হাতে খরচ চালাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হত নীলাকে। এর মাঝে ছেলেদের অবুঝ প্রশ্ন, তবুও মাথা ঠান্ডা রাখত নীলা। বুঝতে পেরেছিল যে তাকে বাবা-মা দুই চরিত্রেই সমান দায়িত্বে থাকতে হবে। দেশ থেকে পড়ালেখা শেষ না করে এদেশে এসেছিল নীলা, প্রবাসী পাত্র পেয়ে আর কেও দেরী করতে চায়নি। তাই স্কুলের গন্ডি পার হয়ে কলেজে না ঢুকতেই বিয়ে পাকা হয়েছিল। কিন্তু মেধাবী নীলার তখন আরো পড়বার স্বপ্ন, গুরুজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাই বিয়েটো না করতে পারেনি। বান্ধবীরা সব হাসাহাসি করে বলেছিল, “ভালোই তো হল, তুই বিয়ে করে বিদেশে থাকবি। তোর বর সুন্দর সুন্দর গিফট কিনে দেবে, গাড়ি করে ঘোরাতে নিয়ে যাবে।“ কিন্তু স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার মিল খায়নি শেষমেশ। বিয়ের পর আমেরিকায় চলে আসল, দুটো বাচ্চা হবার পর পড়ালেখার স্বপ্ন জনালা দিয়ে উধাও। নীলাও পাকা গৃহিণীর মতো ডুব দিল সংসারে, তবুও অশান্তিটা পিছু ছাড়লো না।

নীলা বুঝতে পেরেছিল এদেশে শিক্ষার জোর না থাকলে কাদায় পড়তে হয়। কিছু ভালো মানুষের থেকে বুদ্ধি আর উৎসাহের জোরে জি-ই-ডি পরীক্ষা দিয়ে হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন পার করেছিল। তারপর লোন নিয়ে সোজা কলেজে, সাথে বাচ্চাদের সময় দেয়া, সংসারের সব কাজ, সব একলাই সামাল দিত। এখন নীলা স্কুলে শিক্ষকতা করে, সারাদিন বাচ্চাদের সাথে উঠা-বসা করতে হয়। অন্যের বাচ্চাদের সাথে পরিমিত আচরণ করতে করতেই সে হয়ে ওঠে একজন দক্ষ শিশু মনো বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তারপরেও আজ মনে হয় নিজের সন্তানের কিছুই নীলা বুঝে উঠতে পারে নাই। কোথায় যেন একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছে, তাদের বাবার অভাব পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

আজও ঈদের দিন ভোরে নীলার ঘুম ভেঙ্গেছে, আজকেও যদি ঈদের নামাজ নিয়ে ঝামেলা হয় এই দুশ্চিন্তা ছেকে ধরলো তাকে। ছেলেরা ওঠার আগে দুটো পাঞ্জাবী ভাঁজ করে ড্রেসারের উপর রেখে দিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষন কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উঁকি দিয়ে দেখে দুজনেই ল্যাপটপে গেম খেলায় মত্ত। নীলা ধীর পায়ে ওদের কাছে গেল, হাতদুটো মাথায় আলতো ছোঁয়াল। মোলায়েম সুরে বলল,

“চলো, আমরা তিনজন মিলে ঈদের নামাজ পড়তে যাই, আজ আমিই তোমাদের বাবা হব।“

“মা, নামাজ বাসায় পড়লে হয় না?”

“না বাবুরা, ঈদের নামাজ সবার সাথে জামাতে পড়তে হয়, এটাই তো ঈদের আনন্দ। “

এলাকার এলিমেন্টারি স্কুল পার হয়ে একটা মসজিদ, পাশের পার্কের পুরো মাঠ নেয়া হয়েছে আজকের স্পেশ্যাল জমায়েতের জন্যে। রাস্তার মুখে বেরিক্যাড দিয়ে বন্ধ রাখা যাতে করে শুধুমাত্র নামাজীরা ঢুকতে পারে। পাশেই অনেকগুলো আইস্ক্রীমের গাড়ী দাঁড়ানো, বাচ্চাদের জন্যে ফ্রী। অনেকে আবার ক্যান্ডি-বেলুন নিয়ে বসে আছে, হাতে ঈদ শুভেচ্ছার প্ল্যাকার্ড। ছেলেদের নামাজের ব্যাবস্থা হয়েছে মসজিদ বিল্ডিঙয়ের নীচতলায়, আর মেয়েরা সব উপরে। নীলা ছেলেদুটোর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল,

“যাও তোমরা, মোনাজাত শেষে ঠিক এই চেরী গাছটার নীচে এসে দাড়াবে। আমি এখানেই অপেক্ষায় থাকবো, বুঝলে? তারপর আইসক্রিম খাবো।”

মাথা নেড়ে ওরা চলে গেল, কিছুক্ষন আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে পেভমেন্ট ভিজে আছে। ঝরে যাওয়া ফুলের গোলাপী পাপড়ি ছড়িয়ে আছে ঘাসের উপরে। নীলা ভাবছিলো মনে মনে, একসাথে বাবা এবং মা হয়ে ওঠাটা ভীষণ কঠিন।

তবুও তাকে পারতে হবে, অন্তত সন্তানদের হাসি ফোটানোর জন্যে পারতেই হবে।

পরমার পরম পাওয়া

২২ বছরের একটা মেয়ের জীবনে বয়স্ক স্বামীর এমন অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে। একটা সময় ভিতর থাকা মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। পরমা পুলিশের কাছে যায়, পরমা ল’ইয়ারের কাছে যায়। সবাই তাকে সাহায্য করে। একপর্যায়ে সাহস সঞ্চয় করে পরমা তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়।

পরমার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি। চাঁদের হাসি যেন আজ বাঁধ ভেঙেছে। কয়েক বছর আগের পরমার সাথে আজকের পরমার যেন কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মপ্রত্যয়ী পরমা গভীর আবেগে তার গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করল।

কয়েক বছর আগেও এই পরমার জীবনটা অন্যরকম ছিল। সামনে ছিল এক অন্ধকার অনিশ্চিত পথ। সে অনিশ্চিত পথের শেষ হবে এমন বিজয়ের হাসি দিয়ে তা হয়তো কেউ কল্পনা করেনি।

মাত্র ২২ বছর বয়সে পরমা আমেরিকা এসেছিল স্বামীর সাথে। স্বামী বয়সে অপেক্ষকৃত বড়। কিন্তু বিদেশে ছেলে থাকে এটা শুনলে সব বাবা-মার যেরকম সাইকোলজিক্যাল একটা পরিবর্তন আসে পরমার বাবা-মাও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। পারমা লেখাপড়ায় অনেক ভালো। আমেরিকার কথা শুনে তার মন নেচে উঠলো। ভাবলো আমেরিকায় গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে ,বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।

যথা সময়ে আমেরিকা চলে আসে পরমা। আমেরিকা আসার পরে খুব খুব তাড়াতাড়িই সে বুঝতে পারে কল্পণা আর বাস্তবতা যেন যোজন যোজন দূরে। স্বামী উচ্চ শিক্ষিত হলেও কাজ করে একটা পিৎজ্জা সপে। সকালে যায় কাজে ফিরে আসে মধ্যরাতে। সামাজিকতা তার ভেতর নেই বললেই চলে। পারমা তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা করতে চায় কিন্তু বাধ সাধে ওর স্বামী। শুধু তাই না স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফোনে কথা বলার উপরও জারি করে নিষেধ । পরমা কলেজে ভর্তি হতে চায় কিন্তু স্বামীর প্রচন্ড অনীহা তাতে। পরমা অনেকটাই হতাশ হয়ে যায়। কাজ করতে চায়। সেখানেও অনেক রকম নিষেধাজ্ঞা। সব নিষেধাজ্ঞা মেনে পরমা কাজে যায়। ওকে বলা হয় একটা টাকাও তার ইনকাম থেকে খেয়াল খুশি মতো খরচ করতে পারবে না। সবকিছু মেনে পরমা ঘরের কাছেই একটা পার্লারে কাজ করে। শুধু আর্জি জানায় তাকে যেনো একটু কলেজে যেতে দেয়। অনেক বাধা পেরিয়ে পরমা কলেজে ভর্তি হয় কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারে না। স্বামীর নিত্যদিনের নানা রকম তালবাহানা ,মানসিক অত্যাচার, শারীরিক অত্যাচার পরমাকে চরম অনিশ্চিত এক জীবনে নিপতিত করে।

২২ বছরের একটা মেয়ের জীবনে বয়স্ক স্বামীর এমন অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে। একটা সময় ভিতর থাকা মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। পরমা পুলিশের কাছে যায়, পরমা ল’ইয়ারের কাছে যায়। সবাই তাকে সাহায্য করে। একপর্যায়ে সাহস সঞ্চয় করে পরমা তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়।

এরপর পরমা আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। নিজের শক্তিটুকু হাতে নিয়ে, মনের শক্তিটা বুকে নিয়ে সে কাজ এবং পড়া একসাথে চালিয়ে যায়। অবশেষে সেই সোনার হরিণ পরমার হাতে ধরা দেয়। আজ পরমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। নিউইয়র্ক এর বুকে এক সাহসী মেয়ের এগিয়ে চলার ইতিহাস রচিত হলো। পরমার পরম সৌন্দর্য আজ চোখে মুখে ঝরছে। গ্রাজুয়েশন এর সার্টিফিকেট হাতে মাথায় গ্রাজুয়েশন টুপি, এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

নিজ গ্রামের লোকেরা বলে আপনি কে

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

দু:খে মনটা গেল ভরে, মনে হলো একা একা বসে কাঁদি কোন নিরালয়ে গিয়ে। দেশে গিয়ে বাড়ির পাশে নদীর ধারে গিয়েছিলাম বেড়াতে, এলাকার লোকেরা দেখে বলে আপনার বাড়ি কোন গ্রামে ? উওর কি দিব পাই না আর খুঁজে। বসে বসে ভাবলাম সব প্রবাসীদের নিয়ে। তারা বিদেশে প্রবাসী আবার দেশে গেলে ও গ্রামের লোকেরা চেনে না।কেউ আবার বলে আপনি বেড়াতে এসেছেন কার বাড়িতে ? আপনাকে আমরা এই গ্রামে দেখি নাই কোনদিন আগে।

দেশে যাওয়ার পর মনে হল গ্রামের আশে পাশের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি । আমি কটন কাকার বাড়ি ভেবে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি । আমাকে একজন থামিয়ে বলে আপনি ঐ দিকে কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম কটন কাকার বাড়িটা কোন দিকে ? লোকটা বললেন কটন সাহেব আর এই গ্রামে থাকেন না ,উনি এখান থেকে বাড়ি ভেঙ্গে মুজিব বাঁধের ঐ পাড়ে পালে পাড়া গিয়ে নতুন বাড়ি করেছেন।ঐ লোকটাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম কটন কাকার পাশের বাড়ির খগেন কাকা কি বেঁচে আছে? তিনি বললেন সে তো মারা গেছে নগেন কাকার আগে। আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম তার সহধর্মিনী কি বেঁচে আছে? সে বলল হ্যাঁ তিনি বেঁচে আছেন।আমি গিয়ে কাকিমার সাথে কথা বললাম , কাকিমা আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি কিন্তু যখন আমার পরিচয় দিলাম তখন চিনতে পেরে বলে বাবা বস।খগেন কাকার ছেলে বসু আর আমি আমরা একই সাথে প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম । বসু আর আমি আমরা দুজন ক্লাসের ফার্স্ট বয় ও সেকেন্ড বয় ছিলাম । আমরা দু জনই টেলেন্টপুলে বৃওি পেয়েছিলাম।। বসু আমাদের বাড়ি কত বেড়াতে আসত, আমি ও বসু বাড়ি কত বেড়াতে যেতাম।খগেন কাকা যে কি ভালবাসত আর কাকিমা খাবার না খেয়ে আসতে দিত না। বসু এখন আর দেশে থাকে না । সে স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে গিয়ে পড়ালেখা করে,ঐ দেশে চাকুরি করে ।বাড়ি খুব কমই আসে। কাকিমা খগেন কাকা মরে যাওয়ায় কি যে কান্নাকাটি করতে লাগল আর বসু তেমন বড়ি আসে না এজন্য অনেক দু: খ প্রকাশ করল। আমি বাড়িতে আসার পথে একজন কে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ জেলে পাড়ার বাবু জেলের মেয়ে দুর্গার কি বিয়ে হয়ে গেছে। সে বলল দুর্গার বিয়ে হয়েছে সেই তো ক্লাস নাইনে থাকতে । ওর মেয়ের কয়েক মাস আগে এক বি, ডি, আর এর সাথে বিয়ে হল। দুর্গা আমাদের গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। কত ছেলে যে ওর প্রেমে হাবুডুবু খেত।আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ বিল্ডিং ওলা বাড়ি কার বাপু। ঐটা রাধি পালের বাড়ি। রাধিপালের বাড়ি। রাধিপাল আবার দু তালা বিল্ডিং করল কবে? উনি তো হাড়ি কলস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। লোকেরা বলল উনার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি পেয়েছে ।তাই উনি অল্প সময়ে দুই তালা বিল্ডিং করতে পেরেছে।একটা মহিলা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে বরকতের মা হবে। আমি নিশ্চিত নয়, তার পরে ও জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বরকতের মা ভাবি। আমার মুখের দিকে তাঁকিয়ে বলল ও তুই সোহরাব ।জ্বি ভাবি ।তোরে সেই ছোটবেলায় দেখেছি । কত বড় হয়ে গেছ।তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না। কেমন আছ? কবে এসেছ বিদেশ থেকে? এই তো সপ্তাহ দুয়েক।অথচ বরকতের মা কে আমি যখন দেখেছিলাম উনি যথেষ্ট স্বাস্হ্যবান ছিলেন এবং দেখতে ও অনেক সুন্দরী ছিলেন। সময়ের ব্যবধানে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সম্পুর্ণ গ্রামটাই অপরিচিত মনে হচ্ছে ।আগে কত কলাগাছ ছিল গ্রাম ভরা। সেই কলাগাছে সন্ধ্যার সময় বাদুড় উড়ে এসে কলা খেত। কলাগাছের পাতা কেটে ঘর বানিয়ে কত খেলেছি। গরু কোরবানী দিলে কলার পাতা কেটে এনেছি ।এর উপর গরুর মাংস রেখে ভাগ করা হত। কত কলার পাতায় মসজিদে শুক্রবারে গিয়ে ছিন্নি খেয়েছি। আর সেই কলাগাছ চোখে পড়ে না। গ্রামে কত সনের ঘর ছিল, কত ছাপরার ঘর ছিল, কত দোচালি ঘর ছিল, কত সনের কাঁচারি ঘর ছিল। সেগুলো আর একটা ও দেখছি না। কোন বিদ্যুৎ ছিল না, রাস্তা ঘাট তেমন উন্নত ছিল না, কৃষকেরা গরু গাড়ি দিয়ে চলত। গ্রামের চারপাশে অনেক গাছপালা ছিল। পাখি কত সুন্দর করে গাছে বসে ডাকাডাকি করত। গ্রামের লোকদের মধ্যে কত যে মিল মহব্বত ছিল। গ্রামের লোকেরা গরমে গাছতলায় এসে জমা হত। কৃষকেরা গাছতলায় বসে গা জুড়াত আর রাখালেরা বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে গান পরিবেশন করিত। গ্রামে লাঠি বারি খেলা হত।

গ্রামের লোকের মধ্যে কি আনান্দ ছিল।এখন গ্রামের সেই গাছপালা নেই । গ্রামে আর ছনের ঘর নেই।গ্রামে বিল্ডিং গেছে ভরে।গ্রামের লোকের মধ্যে আন্তরিকতা গেছে কমে। আগে টিনের চালে রোদ পড়লে কি চকচক করত। গ্রামের সেই সৌন্দর্য কোথায় চলে গেল? একে অপরের প্রতি সেই ভালবাসা আর নাই । গ্রামে হিংসা বিদ্বেষ কলহ দ্বন্দ্বে তে গেছে ভরে। তাদের মধ্যে একতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ্রামের মুরব্বিরা অনেকে গেছে মরে। অনেক দিন দেশে না থাকায়

অনেক ইয়ং জেনারেশন কে চিনি না।অনেক সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করি আপনার পরিচয় যদি একটু বলতেন। পরে দেখা যায় তাদের পিতা মাতা সবাই কে চিনি। সেই আগের খেলার মাঠ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কত কিছু যে পরিবতন হয়েছে। রাস্তা ঘাট সব কিছু পরিবতন হয়েছে। নতুন বাড়ি হয়েছে, নতুন রাস্তা ঘাট হয়েছে।

দু:খ হয় যে গ্রামে বড় হয়েছি, যে গ্রামে পডালেখা করেছি, যে গ্রামে শৈশব কেটেছে, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে ।বাবা মাঠে গরু দিয়ে জমি চাষ করত। কত মাঠে গরু নিয়ে গেছি। কত বাবার সাথে গরুর মইতে চরেছি। কত বাবার সাথে মাঠে বসে খেয়েছি ।সেই স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কত উঁকি মারে। মনের অজান্তে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে পড়ে।গ্রামের সেই মেঠো পথ। কত বড় বালুর চর। উদয়পুর স্কুলের সেই বিশাল খেলার মাঠ। বিশ্বাস পাড়ার সেই কাঁঠাল গাছের নীচে চৈএ মাসের দুপুরে বসে সহপাঠিদের সাথে আড্ডা ।কত বক যেত সন্ধ্যার সময় ডানা মিলে উড়ে। বাঁশের ঝাঁরে কত পাখি সন্ধ্যার সময় এসে বসে কিচির মিচির করত আমরা বলতাম পাখিদের হাঁট বসেছে। সন্ধ্যার সময় ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকত ঝিঝি করে। সন্ধ্যার সময় জোনাকি পোকা ধরতাম হাত দিয়ে ।ফড়িং এর লেজে সুতা বেঁধে দিতাম উড়ে। রাতে চাঁদ উঠলে উঠানে বসতাম শীতল পাটি বিছিয়ে। দাদি কত গান শুনাত চাঁদ মামাকে নিয়ে।মা শীতল পাটিতে বসে কাঁথা সেলাই করত আর আমরা কাছে থেকে কত দৌড়া দৌড়ি করতাম। কত নারকেলের নাড়ু, মুড়ি দিয়ে খেতাম। রোদে বসে বাবার লুঙ্গি গলায় বেঁধে নাড়ার গাদির উপর বসে থাকতাম। আর কত কেচছা কাহিনী বলতাম । রোদ বের হও, রোদ বের হও। ডেপা মেয়ের বিয়ে দাও। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে বলতাম খেঁক শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে । আমার ছায়া পারাস না। পাখির পুপ গায়ে পড়লে বলতাম সনছে তলায় যেয়ে সাতবার গোর দিতে হবে। ঐদিকে তাঁকালে কেন? নিজের গায়ে কয়েকটা চিমটি কাটতে হবে। সন্ধ্যার সময় বটগাছ তলায় গেলে বুধ ধরবে। তালগাছের শ্বাস গেছে বুধ তাড়াতে যেতাম। বুধ তাড়া ও ভাই দক্ষিন বলে বলতাম। খড়ি দিয়ে বিড়ি বানা খাতাম। বানরের লাঠি গাছ থেকে পারতাম। ঢলকুমড়ার লাঠি দিয়ে খিনজিল কে বারি দিতাম আর বলতাম মাঝার ব্যাথা থাকবে না। গাছে উঠলে মাদালি কামড় দিলে বলতাম মাদালি ভাই মাদালি ভাই ঘরে আছে আমড়া তারে ধরে কামড়া।

কোনভাবে আর ভুলতে পারি না সেই সব স্মৃতি ।কত সহপাঠির কথা মনে পড়ে । গ্রাম ছেড়ে প্রবাসে থাকায় কত জনের শেষ দেখাটা আর দেখতে পারি না। কিন্ত সেই গ্রামের অনেকেই চেনে না কারন অনেক দিন আর গ্রামে যাওয়া হয় না।যাদের ছোট দেখে আসি তারা বড় হয়ে যায়। অনেকে আবার বিয়ে করে বাবা মা হয়ে যায়।গ্রামের কত কিছু অচেনা অজানা মনে হয়। যাদের আগে চিনতাম এদের মধ্যে অনেকে পরলোক গমন করেছে । তাদের জন্য মন কাঁদে। সম্ভব হলে তাদের কবর জিয়ারত করে আসি।গ্রামের কোন বিপদ শুনলে মন কাঁদে। বিদেশে থেকে ও গ্রামের পাশে থাকার চেষ্টা করি।যদি ও নিজের পরিচয় দিতে হয় এবং এর জন্য দু:খ হয়। তারপরে ও গ্রাম কে ভালবাসি। ভুলব না গ্রাম কে । প্রত্যেক টা প্রবাসী যেন শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে পারে তাদের গ্রামে।

ইকুয়েডর কেন যাব

মোস্তফা তানিম

ইকুয়েডর কেন যাব এ নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকতেই পারে। এই দেশটির নাম ছেলেবেলায় পাঠ্য বইতে পড়েছিলাম। রাজধানীর নাম কিটো , এর বাইরে কিছুই জানি না। ফ্রান্স না, জাপান না সিঙ্গাপুর বা ব্রাজিল না, শুধুমাত্র পাঠ্য বইয়ে স্থান পাওয়া একটি অখ্যাত দেশে একজন কেন যাবে! ইকুয়েডর নামটা এসেছে "ইকুয়েটর" থেকে, যাকে বাংলায় বলে নিরক্ষ রেখা বা বিষুব রেখা। কাজেই এই ইকুয়েডর সম্পর্কে জানতে গেলে একটু ভূগোল ঘেঁটে দেখার প্রয়োজন পড়বে। শুধু ম্যাপে কুলাবে না, গ্লোব লাগবে। পৃথিবীর মধ্যভাগ বরাবর, যেটা কমলালেবুর মধ্যভাগের মতো স্ফীত, সেখানে প্রকৃতি কোনও দাগ বা বিশেষ চিহ্ন এঁকে রাখে নি। সেই দাগটা দিয়ে রেখেছে মানুষ। কিটো শহরের অদূরেই "মিটাডেল মুন্ড", স্প্যানিশ শব্দ, ইংরেজিতে "মিডল অব দ্যা ওয়ার্ল্ড" । বোঝাই যাচ্ছে স্প্যানিশে "মুন্ড" মানে পৃথিবী, আর বাংলায় মুন্ডু মানে মাথা। কী চমৎকার না!

সেই দাগের উপরে দাঁড়ালে আপনার এক পা পড়বে উত্তর গোলার্ধে, আরেক পা পড়বে দক্ষিণ গোলার্ধে এবং জননেন্দ্রিয় থাকবে একেবারে বিষুব রেখার উপরে। ভাবা যায়!

এয়ারপোর্টে একটু আগে ভাগেই গেলাম কারণ সম্প্রতি দুইটি "প্রায়োরিটি পাসের" বদৌলতে অনেক এয়ারপোর্টেই "লাউঞ্জে" বসার সুযোগ ঘটে। সেখানে নানান বাহারি খাবার নিয়ে আরাম কেদারায় শুয়ে মাঝে মাঝে অলস দৃষ্টিতে ঢাউস আকৃতির বোয়িং বা এয়ার বাস ফ্লাইটের উঠা নাম দেখতে দেখতে নেটে ব্রাউজ করা বা একটা বই হাতে নিয়ে পড়ার মধ্যে বেশ মজা আছে। তবে সব টার্মিনালের সব লাউঞ্জে প্রবেশাধিকার তারা দেয় না। এইটা জানতে যাওয়াটাও অপদস্থ হওয়ার ব্যাপার। ইউনাইটেডের লাউঞ্জে ভরসা কম. তবে দেখলাম এখানে দুটা লাউঞ্জ আছে। সাহস করে প্রথমটাতে গেলাম। সুবেশী দুই নারীর একজনকে মৃদু কণ্ঠে বললাম, আমার কাছে আমেরিকান এক্সপ্রেসের প্লাটিনাম কার্ড আছে, ঢুকতে পারবো কি? চেজ ক্রেডিট কার্ডটার কথা বলার সাহস করলাম না। সে এক কথায় উত্তর দিল- "না। শুধু মাত্র ইউনাইটেড কার্ডেই ঢুকতে দেওয়া হবে।" যাহ। এই আমেরিকান এক্সপ্রেসের প্লাটিনাম কার্ডটা রাখার মতো বাবু আমি নই। তারা প্রথম বছরের জন্যে ভালো একটা অফার দিয়েছিল বলেই নিয়েছিলাম। মনে করতাম এই কার্ডের কথা শুনলে লাউঞ্জের মহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু তার মুখোভাবের কাঠিন্যই কমল না! এর পরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই যে ওদিকে আরেকটা লাউঞ্জ দেখছি, সেখানে এই কার্ড দিয়ে ঢোকা যাবে ? সে এবার ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। নির্ঘাত ভাবছে উটকো ঝামেলা। সে বুঝতে পারে নি ভেবে আবার লাউঞ্জটার নাম বললাম। এবার সে কঠিন গলায় উত্তর দিলো, ওখানে শুধুমাত্র ফার্স্ট ক্লাস আর বিজনেস ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা ঢুকতে পারে। কোনও কার্ড দিয়ে ঢোকা যাবে না।

যাহ সেকেন্ড ক্লাসও না, আমি থার্ড ক্লাস হয়ে জাহাজের খবর নিতে গিয়েছি! খবর নিতে যাওয়াটাই যে অনধিকার চর্চা, সে কথাই কিন্তু বলছে "আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর?" জাহাজে উঠা পর্যন্ত তো যাবেই না! আমারও তেমন লাউঞ্জের খবর নেওয়াটাই উচিত হয় নি।

এমন অবস্থার জন্যে আগেই প্রস্তুত ছিলাম। মন খারাপ করা যাবে না। অন্য প্যাসেঞ্জাররা বুঝতে আমাকে ঢুকতে দেয় নি। মানে মানে কেটে পড়লাম। সেই মহিলা তার ডিউটি দিচ্ছে মাত্র। তাকে কোনওভাবেই দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু খেয়ে যে আসি নি! এইসব ফ্লাইটে কোনও খাবারই দেবে না। তাও এটা সরাসরি কিটো যাচ্ছে না, প্রথমে যাবে হিউস্টন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম "চিক-ফিল-এ" এর সামনে লম্বা লাইন। ভাবলাম অন্য কোথাও শান্তি মতো বসে খাই, আর ল্যাপটপ খুলে কিছু কাজও করি। সামনে পেলাম "ব্রিস্টো এটলিয়ার" । ফাঁকা টেবিল দেখে বসে পড়লাম। একজন অল্প বয়সী স্প্যানিশ ওয়েটার এসে অর্ডার নিলো। আমার তাড়া আছে বলাতে সে বললো খাবার খুব তাড়াতাড়ি এনে দেবে। কফি খেতে চাইলাম। সে বললো পেপার কাপে দিচ্ছে। এবং আমি যাওয়ার সময় আরেক কাপ সে দেবে, সেটা ফ্রি। একটা গ্রিল্ড ফিশ অর্ডার করলাম। সে ব্যাপারেও ওয়েট্রেস আমাকে সহযোগিতা করলো। আমি এর মধ্যে ল্যাপটপ বের করে ওয়াইফাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু কাজ সেরে নিলাম। খাওয়া শেষ হলে চটপটে মেয়েটি আমাকে জোর করে দ্বিতীয় কাপ কফি দিল। এটা নির্ঘাত ফেলে দিতে হবে। একজন মানুষ এক সিটিং কয় কাপ কফি খেতে পারে? সে আমার ভালোর জন্যেই দিচ্ছে, নাও বলতে পারছি না। সময় বেশি নেই। বিল আনতে বললাম, সে দৌড়ে গিয়ে বিল আনলো। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বিল চুকিয়ে দিতেই সে কাচুমাচু ভাবে বললো, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?" এবার

আমার অবাক হওয়ার পালা। ছেলে ছোকরারা ছুতানাতায় মেয়েদের সঙ্গে এইভাবে কথা শুরু করে , কিন্তু সে আমার মতো বয়সী একজনকে সে কী বলতে চাইতে পারে? তার দ্বিধা দেখে আমি আরও অবাক। বললাম, নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস ইন্ডিয়ান/বাংলাদেশী এবং তেমন মতো দেখতে মানুষ। দ্বিতীয়তঃ সে আমাদের মতো ইমিগ্রেন্ট না, একেবারে আমেরিকান একটা মেয়ে। বললাম "বাংলাদেশ।"

তাতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

> **আজও যে দুঃস্থ মানুষের সেবা করতে গিয়ে কারও এক্সাইটিং লাগে শুনে মনটা ভরে উঠলো। সে আমাকে এমনভাবে স্যার স্যার সম্বোধন করছিলো যেন আমি তার ডিপার্টমেন্টের ডীন। কাজেই বেশি কথা না বাড়িয়ে একটা বাংলা বই খুলে বসলাম।**

করো। তার প্রশ্ন শুনে আরও অবাক। "আপনি কি ইন্ডিয়ান?"

এধরনের প্রশ্ন এই ওয়েট্রেসের করার কথা নয়। এখানে অঢেল বললো, "আমিও।" আমি এবার আরও অবাক হয়ে বললাম "রিয়্যালি!" সে আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে ভাঙা বাংলায় বললো "আমি বাংলা জানি।"

এবার বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার নাম কী?" সে বললো আনিলা। তারপর আমার মুখ দেখে কী যেন ভেবে যোগ করলো আমার ডাক নাম আছে, বর্ষা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

ইকুয়েডর শুনে আর সবার মতোই সে ভীষণ অবাক হয়ে বললো, ইকুয়েডর! দ্বিতীয় কথাটা বললো "একা!" যাই হোক, বুঝলাম ভাষা শেখার জটিলতা কমানোর জন্যে সে তুমিই শিখেছে, আপনি আর শিখে নি। সে ভিসিইউ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করছে।

একটা ছবি তুলতে চাইলে সে প্রবল আপত্তি জানালো। বাংলায় বললো, "আমাকে পচা লাগতেছে।"

যাই হোক, বের হওয়ার পরে মনে হলো আমিই প্রথম বাঙালি মুসলমান, যে এই "ব্রিস্টো এটলিয়ার" এ খদ্দের হিসাবে প্রবেশ করেছে। তবে কিটো যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম হতে পারলাম না। আমার আগেই আনোয়ার ইকবাল ভাই সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন। তিনি আমার সঙ্গে ফেসবুকে সংযুক্ত আছেন নাহলে প্রথম হিসাবেই ঘোষণা দিতাম। প্লেনে উঠলে আমার পাশে বসে সুন্দরী মেয়ে। এবার একপাশে বসলো সারা গায়ে উল্কি আঁকা এক ষণ্ডা

মার্কা লোক। সে প্লেনের মধ্যে সানগ্লাস পরেছে। আমি হাই বলাতেও উত্তর দিল না। আমার সিট্ মধ্যে। কারণ তারা শীতের জন্যে টাকা চাইছিলো। ভাবলাম এই কয়ঘন্টার জন্যে আবার টাকা দিয়ে আইল সিট্ কিনবো কেন। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। বেশ সুন্দর একজন নারী প্যাসেঞ্জার এগিয়ে এসে বসলো দুই সিট্ সামনে। আমার বাঁ পাশে যে বসলো তার গায়ে উল্কি নাই। কিন্তু তার মধ্যে অস্থির ভাব, সে আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। উঠেছে একগাদা সফ্ট ড্রিঙ্কস আর অচেনা খাবার নিয়ে। কোক, স্প্রাইট, অথবা গেটরেড না। পুরোটা জুড়ে লেবেল লাগানো ড্রিঙ্কস আমি আগে দেখিনি। নাম লেখা আছে মাসল মিল্ক! দুই পাশে দুই অসামাজিক মাসলম্যানের মধ্যে বসতে হবে ভাবতে অস্বস্তি লাগছে। এমন সময় ভাগ্য প্রসন্ন হলো। এয়ার হোস্টেস, বাঁ পাশের "মাসল মিল্ক" কে ডেকে বললো, তোমার জন্যে ওই এক্সিট রো তে সিট্ আছে। এই মেয়ে সেখানে বসতে ভয় পাচ্ছে। দুনিয়ার কি লীলা খেলা, সেই মাসল মিল্ক উঠে পড়লো, আর দুই সিট্ সামনে থেকে রূপসী ইকুয়েডোরিয়ান এগিয়ে এলো। তখন আরেক ভুল করে বসলাম। এয়ার হোস্টেস কে বললাম, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন? আমি তো এক্সিট রোতে বসতে চাই। মধ্যে সিটে ভীষণ অসুবিধা। বলার জন্যে বলা। কিন্তু এয়ার হোস্টেস বললো, ওখানে আরেকটা সিট্ খালি আছে। তুমি আসো। মধ্যের সিট্।

সবাই তাকিয়ে আছে। রূপসীকে রেখে আমার সামনের রোতে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ব্যাপারটা অঞ্জন ভাইয়ের কাছে শোনা "নৌকা তো পাঠাইছিলাম" গল্পের মতো হয়ে গেলো। যাহোক, সামনে গিয়ে প্রশস্ত "এক্সিট রো" তে বসতেই দেখি জানালার ধারে ছোটখাটো একটা মেয়ে। ইকুয়েডোরিয়ান নয়, আমেরিকান মেয়ে । ডাক্তারি পড়ছে। ইকুয়েডরে যাচ্ছে একটা প্রোগ্রামে। তারা সেখানে ভলান্টিয়ার হিসাবে অসুস্থ মানুষদের সেবা করবে। কিটো থেকে আট দশ ঘন্টা বসে করে তারা যাবে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। প্রায় পনের জনের দল উঠেছে এই ফ্লাইটে। জিজ্ঞেস করলাম, "ভয় লাগছে না তোমার?" সে হেসে বললো, "নাহ , খুব এক্সাইটিং লাগছে।"

আজও যে দুঃস্থ মানুষের সেবা করতে গিয়ে কারও এক্সাইটিং লাগে শুনে মনটা ভরে উঠলো। সে আমাকে এমনভাবে স্যার স্যার সম্বোধন করছিলো যেন আমি তার ডিপার্টমেন্টের ডীন। কাজেই বেশি কথা না বাড়িয়ে একটা বাংলা বই খুলে বসলাম।

আমি সারা জীবনেও র‍্যাপিড রিডিং করতে পারি নি। আমি যে কি পরিমান ধীর পাঠক তার একটা উদাহরণ দেই। ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে উত্তরাধিকার বইটা পড়া শুরু করলাম। একটু পড়ি, খোলা বইটা টেবিলের উপরে বা বিছানার পাশে রেখে দেই। আবার সময় পেলে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে হাতে নিলাম কালবেলা। রিংকু মন্তব্য করলো, তোমার কালপুরুষ পর্যন্ত যেতে ভার্সিটি লাইফ শেষ হয়ে যাবে। সেই দুরূহ র‍্যাপিড রিডিং করে মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘন্টার ফ্লাইটে একখানা অসমাপ্ত বই, এবং দুইখানা নতুন বই সাবাড় করে ফেললাম। তিনটি বইই অনবদ্য। একটা বই পড়ে চোখে জল চলে এসেছিল প্রায়। বিশ্বখ্যাত সেই বইয়ের নাম হলো "দ্যা ফল্ট ইন আওয়ার স্টারস" , বাংলায় নাম দেওয়া হয়েছে "তুমি রবে নীরবে" .সেই অনুবাদটি পড়েছি। মূলটা না পড়লেও বলবো, এতো চমৎকার বই- সবারই পড়া উচিত। পাথর হৃদয়ও এই বই পড়ে গলে যাবে।

আচ্ছা , পাঁচ পৃষ্ঠা লিখেও তো কিটো পৌঁছাতে পারলাম না? এই গল্প কতদূর যাবে কে জানে। আরও কিছু লিখবো না কি শুধু ছবি পোস্ট করে দিব, জানালে বাধিত হবো।

একটি স্যুররিয়ালিষ্ট কবিতার মতো

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

দেখো কী অনায়াসে প্রতিবিম্ব কথা বলছে আয়নার ভেতর
পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছে
উল্টে যাচ্ছে পলেস্তরা খসা ইট,এপিটাফ থেকে খসে পড়ছে
বাঁধানো অক্ষর। ইচ্ছেমাফিক সাজানো হচ্ছে ইট, মাল্টিষ্টোরেড।

ছড়িয়ে পড়ছে কবরের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস।
জানি না আড়ালে একটি সজল চোখ অশ্রু নামালো কিনা?
বৃষ্টি থেকে উবে গেলো কিনা বাষ্পের কণা
কিংবা একটি দাঁড়কাক উড়ে গেলো কিনা এই ঘোর সন্ধ্যায়?

কোনো বিশ্বাস নয় তবু এক বিষণ্ণ মাদুলি দ্বিধা ও সংস্কারের
মাঝখানে দোলে। শাদাপ্যাঁচা উড়ে যায়।
গমের শিষের মতো মাথা তোলে আহত ঋত্বিক আর
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে আমার রক্তের সাথে তোমার রক্তের লাল-
গোত্রের আড়াল থেকে নেমে আসে একিভূত শিরার মতন।

পৃথিবী মৃত্যুফাঁদ।
নিধনের খেলা চলে তীব্র ঘৃণা হয়ে
কে ধরবে বলো এখন স্যুররিয়ালিষ্টদের চাঁদ?
যতোই স্মৃতির শরীর জুড়ে আঁচড় কাটুক নিসর্গ, বৈশাখ
কালো কাঁকড়ারা তবু হেঁটে যাবে শিরদাঁড়া বেয়ে।

যতোই মুখোশ খুলুক
উন্নাসিক হেঁটে যাবে, যাবেই তোয়াক্কাহীন নাক উঁচু করে।

প্রাক্কলিত ভ্রম, বিঘ্ন আয়োজন

কাজী আতীক

একবার এক ভরা মরশুম বর্ষায়- ভেবেছিলাম
ঝাপ দেবো মনু গাঙ্গে, জানতে চেয়ে নদীটির
ভেতরকার রূপ রূপান্তর জলের সূক্ষ্ম কারুকাজে,
দেয়া হয়নি- স্রোতের তোড়ে ভেসে যাবার ভয়ে,
আষাঢ় শ্রাবণে মনু ভীষণ খরস্রোতা পাহাড়ি ঢলে।

আরো একবার এক অমাবস্যার রাতে-
গাছতলায় রাত্রিবাসের নেশা চেপেছিলো,
রাতকে গভীর জানতে চেয়ে গাছের অনুভবে,
তাও হয়নি অন্ধকার অদৃশ্যে তলিয়ে যাবার ভয়ে,
আসলে অন্ধকার কেবলই এক একা অনুভব
গা' ছমছম শিউরে উঠা এক অশরীরী অস্তিত্ব হয়ে,

অথচ সেই আমিই চিরকাল কেবলই এক একাকী অস্তিত্বের
যেমন শরতের খণ্ড মেঘ কিংবা সুতো কাঁটা চরকা-বুড়ী চাঁদে!

দৃশ্যমান স্থবিরতা কিংবা অদৃশ্য আড়ালের স্থিরতা,
এসব কিছুই যাপন পরিভাষাগত এক বিলাস বিভ্রম,
হয়তো কেবল এক বিকল্প কল্প অভিলাষ-
সাম্যতার ধারনা কিংবা অজাতশত্রু বোধ বাসনা যেমন।

আসলে এসবের কিছুই পরিণতি প্রাপ্ত হয়না,
তাই এগুলো শুধুই এক আকাঙ্ক্ষা বিভ্রম, অথবা-
হয়তো কেবলই এক প্রাক্কলিত ভ্রম বিঘ্ন আয়োজন।

পানকৌড়ি

ভজন দত্ত

চুমুতে চমক নেই সকালদুপুর রাত
চারিপাশে শুধু গল্পের উল্লাস
বসে আছে পথপাশে সকল
অগঞ্জিকাসেবী গল্পকথক

তাহাদের গল্পকে মিথ্যে করে আকাশপথে
তোমার কাছে ভুলের ফুল হয়ে আসি রোজ তোমাকেই ঠিকানাহীন সুদীর্ঘ চিঠি লিখি
হররোজ, রোজের নরম পাপড়ির নির্যাস স্বপ্নে
সার্পেন্টাইল পথের থানে থানে রাখা মানতের সহস্র সহস্র হাতি-ঘোড়ার চুমু আর চুমু

মিথ্যের গল্প সাঙ্গ হলে তোমার হৃদয়
প্রেমের দীর্ঘকবিতায় পানকৌড়ি।

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এখন

শেখ জলিল

পৃথিবীটা যখন খুব কাছের ছিলো-
এই ধরো ইন্ডিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়া
কিংবা আফ্রিকার সাথে আমেরিকা;
তখন তোমার আমার সাক্ষাৎ হতো খুব
আমাদের দু'জনার ভাষাটাও ছিলো বোধগম্য
আমরা আমাদের চোখের চাহনি দেখেই
বুঝে নিতাম অগাধ অন্তরের চাওয়া-পাওয়া৷

মাঝখানে সৌরঝড় এসেছে, অগ্নুৎপাত হয়েছে
ভূমিকম্পে তছনছ হয়েছে এই পৃথিবী বারবার
আমাদের হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সাত-সাতটি মহাদেশে;
আমরা দুই শতাধিক দেশ হাজার হাজার ভাষায় কথা বলি
আমাদের নাওয়া-খাওয়া, চাওয়া-পাওয়া সব বদলিয়েছি অনেকবার৷

পৃথিবীটা এখন খুব দূরের হয়ে গেছে!
যদিও এসেছে টেলিফোন, ইন্টারনেট, দূরদর্শন-
আমরা হারিয়েছি চিঠির ভাষা, ভালোলাগা কথা
হারিয়ে ফেলেছি অপত্য স্নেহের যত অমূল্য বন্ধন
খুব প্রিয় বিষয়গুলো এখন বন্দিত্ব নিয়েছে অন্তর্জালে
আর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে লাভসাইন, ইমোতে!

প্রেম

দেওয়ান নাসের রাজা

গোধূলি লগ্নে এসে
তন্দ্র দাঁড়ালে তুমি
গোলাপ বাগানে,
তোমার শাড়িতে ওই
নীল আকাশ মিশেছে।

গোলাপ পাপড়ি এই যুবকের হাতে
যুবকের চোখ প্রেমময়-
আমার দুয়ারে এসো,
সব প্রেম খেলা করে
ভাঙা বেটমের ঘরে।

গোলাপ তুলতে যদি কাঁটা বিঁধে
বাতাসে পালক উড়ে আহত পাখির
হৃদয় বৃষ্টি অবিরল ঝরে,
সুরে টান দিলে তুমি
মাধুরী মিশিয়ে।

কাঁটায় রক্ত ঝরে-আহত ভ্রমর
ঘুম চোখে গান গাও,
আমাকে ভেবে
উতলা বাতাসে বলে।

পরিণীতা রানি

সুমন শামসুদ্দিন

নিকষিত নিরুপমা, রূপসী রূপম;
পূরয়িতা পারিজাত, তুমি অনুপম।
চিরায়ত অনুসূয়া, অসিতনয়ন;
দিবানিশি ডাকো কাছে, মোহে রূপায়ণ।

ঘাসফুল চেয়ে থাকে, তোমার কপোলে;
কপোলের রাঙাআভা, শোভন-বিভোলে।
প্রিয়ংবদা অহল্যা, হৃদে কর বাস;
রূপংদেহি লাবণ্য, সুমধুর ভাষ।

দিবানিশি ভাসি আমি, মধুরিত সুরে;
অগভীর ঘুমে থাকো, বিনোদিত পূরে।
সুরবিথী কলতানে, সুরভিত মন;
উড়ে চলি দূরদেশে, সুবাসিত ক্ষণ।

সুহাসিনি বাঁধো প্রেমে, লাজুক আকাশ,
পরিণীতা রানি তুমি, মেঘে সহবাস।

ভয়

মান্নান নূর

একলা একলা থাকি,ছারপোকারা বলে,
'একলা থাকলে প্রেতাত্মারা আসে,
আমি বলি, প্রেতাত্মারা শুধু ভয় দেখায়-

একলা একলা থাকি, ইঁদুরগুলো গর্ত খোঁড়ে
আমার স্থাপনা নড়বড়ে করে তোলে-
আমি বলি, 'এ-মাটির উমগুলো তোমরা নষ্ট করো না'

একলা একলা থাকি,শঙ্খচিলেরা আজ ভয়ভয় চোখে
উদোম আকাশ থেকে নিরুদ্দেশ-
ত্রাসের রাজত্বে শঙ্খচিলেরা আজ নীলাকাশহীন

একলা একলা থাকি,সবুজ প্রান্তরে গা টা এলিয়ে দেই
বিদ্রোহী ভেবে তারা আমাকে এড়িয়ে যায়-শো'তে দেয় না
আমি শো'লে নাকি সবুজেরা ভিনগ্রহী-
আমাকে বিশ্বাস করে না

একলা একলা থাকি,মাঠের কিনারের বৃক্ষগুলো নতজানু-আগডাল মরা
দূরের হাওর-বিল ধূ ধূ বালুচর-দুধেল গাইগুলো হাড্ডিসার
মানুষদের নাকি এখন তাদের সবচেয়ে বেশি ভয়।

বৃষ্টি দরকার

কুলসুম আক্তার সুমী

বিষণ্ণ মেঘে ঢেকে আছে মনের আকাশ,
বিধ্বস্ত-বিপন্ন-অস্বস্তিকর সময়, কাটছে না...
ঝাঁঝালো গন্ধ যেন অশ্রুভেজা বাতাসে।

কাঠগোলাপের গাছে ভনভন করছে মাছির দল,
মন সরোবর পদ্মকানন বিষ পিঁপড়ের দখলে—
কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না এ অস্বাভাবিকতার।

পাশ থেকে কেউ বিলিয়ন ডলারের লটারির কথা বলছে,
কেউ পরিচিত কারো পরকীয়ার আলাপ করছে,
কেউ বাচ্চা নিয়ে বিড়ম্বনার সমাধান চাইছে।

কিন্তু কোথাও নেই আমি, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না—
কেউ কুড়িয়ে দেবে হারিয়ে যাওয়া আমাকে,
খুব দরকার বেহিসেবি চওড়া হাসিটার।

আজ তোমাকে দরকার,
মনের উঠোনে অঝোর বৃষ্টি নামানো দরকার,
দু'হাত ভরা বসন্তের সুবাস দরকার।

কোরবানির গরু

সুমন আহমেদ

জমির আলীর একমাত্র আদরের ছেলে লাবিদ। লাবিদ চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। লাবিদের জন্মের কিছুদিন পরই তার মা মারা গেলেন। ছেলের সুখের কথা ভেবে জমির আলী দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। দিন এনে- দিন খাওয়া জমির আলী একমাত্র ছেলেকে উচ্ছশিক্ষা দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, মাথার গাম পায়ে ফেলে দিনমজুরি করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

কিছুদিন যাবৎ জমির আলী খুব চিন্তিত। এখন আষাঢ় মাস বৃষ্টি বাদলের দিন। ভাঙা ঘরটা যে ঠিক করা দরকার; না হলে অনেক কষ্টে কাটাতে হয় বৃষ্টি বাদলের দিনগুলো। কিছুদিন পরই আসছে আবার ঈদুল আযহা, ঈদে লাবিদকে নতুন জামা কিনে দিতে হবে। নিজে পুরোনো কাপড় পরে প্রতি ঈদে লাবিদকে নতুন জামা কিনে দেন জমির আলী। কিন্তু এ বছর জমির আলীর কাছে এক কানাকড়িও নেই। জমানো টাকা পয়সা যা ছিল তা খরচ হয়ে গেছে ছেলের চিকিৎসায়। হঠাৎ একদিন লাবিদের এপেন্ডিসাইটিস এর ব্যথা উঠলো। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যায় তাকে। জমানো টাকা এবং মানুষের কাছ থেকে ধারদেনা করে ছেলের চিকিৎসা করান তিনি। সেই দেনা এখনো শোধ হয়নি। তাছাড়া, দিনমজুরের সেভিংস বলতে আর কি-ই বা থাকে, দুঃচিন্তা ছাড়া।

খুব বেশি ভালোবাসেন ছেলেকে জমির আলী। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে ছেলেকে বুকে আগলে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ছেলেই যে তার শেষ সম্বল। বেঁচে থাকতে চাইলেই কি আর বেঁচে থাকা যায়! যদি ভাগ্য বিধাতা না চান! কত কি-ই তো স্বপ্ন দেখেন জমির আলী ছেলেকে নিয়ে। কে জানে, কপালে কী আছে!

ভাবতে ভাবতে একসময় অবসাদ ছেয়ে গেল তাকে। কোথায় পাবে এতো টাকা! কী করে ভাঙা ঘরটা ঠিক করবেন, আর কী করেই বা ছেলেকে নতুন জামা কিনে দেবেন!

ভাবনার ছেঁদ কাটিয়ে বাবা বাবা বলে ডাকতে শুরু করলো

লাবিদ।

বাবা ও-বাবা! আমার বন্ধু তমালদের কোরবানির

গরু এনেছে, মস্ত বড়ো বিশাল এক লাল গরু। বাবা আমাকে

এবার নতুন জামা কিনে দিতে হবে না, হাট থেকে তমালদের মতো বিশাল বড়ো একটা লাল গরু কিনে আনবে! এ বছর সবার মতো আমরাও কোরবানি দেবো।

বিশাল আকাশটা যেন ভেঙে পড়লো জমির আলীর মাথায়। কোথায় পাবে এতো টাকা? জমির আলী কোনোদিন তার ছেলের কোনো চাওয়াকেই অপূর্ণ রাখেননি। খেয়ে না খেয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এক জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়ে ছেলের সমস্ত চাওয়া গুলোকে একটু একটু করে পূরণ

করেছেন তিনি। আজ কী করে ছেলের এত বড়ো চাওয়া পূরণ

করবেন! একটা নতুন জামা কেনার মুরদ নাই, লাল গরু?

ভাবতে ভাবতে চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগলো জমির আলীর। দু'হাত তুলে ভাগ্য বিধাতাকে ডেকে বললেন, হে

ভাগ্য বিধাতা! তুমিই বলে দাও আমি এখন কি করবো?

আজ কী আমার- মা মরা একমাত্র ছেলের চাওয়া পূরণ

করতে পারবো না?

সেদিন জমির আলী ছেলেকে খুশি করতে কথা দিয়েছিলেন, ঈদের দিন সকালে গরু এনে দেবেন। সে অপেক্ষায় লাবিদের সময় যেন পার হচ্ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর- ঈদের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই লাবিদ তার বাবাকে ডাকতে শুরু করলো!

বাবা ও বাবা! তুমি না গরু আনতে যাবে, কি হলো? উঠো বাবা, তাড়াতাড়ি উঠো! বেলা হয়ে গেলো যে। বাবা ও-বাবা! তুমি এখনো ঘুমাচ্ছো কেন?

লাবিদ ডেকেই যাচ্ছে! জমির আলী কথা বলছে না। এদিকে পাড়া প্রতিবেশি এসে ভির জমালো জমির আলীর উঠোনে। সেদিন আর ঘুম ভাঙেনি জমির আলীর! শেষবারের মতো

চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

একমাত্র ছেলেকে কোরবানির গরু কিনে দিতে না পাড়ায় সেদিন মর্মপীড়ায় সারারাত জেগে থেকে কেঁদেছিলেন জমির আলী। তারপর, সে কান্নার অবসান হলো! আর কোনোদিন জমির আলীকে রাত জেগে গরু কিনতে না পারায় কেঁদে বুক ভাসাতে হবে না। আর কোনোদিন ছেলের শখ পূরণ করতে না পারায় মর্মাহত হতে হবে না জমির আলীকে।

ঘুমন্ত অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক করে সমস্ত অভাব অনটনকে অবসর দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

পবিত্র ঈদ সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি
সকলকে জানাই পবিত্র
ঈদুল আযহা এর
শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
GIASH AHMED
Newly appointed BNP
executive committee member
Former Senator candidate
New York State Senate, District 13, Queens
Former International Affairs Secretary
National Executive Commitee BNP
Former President
At America Bangaldesh Chamber of Commerce
Chairman/ CEO
Immigrant Elder Home Care.LLC

"আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।"

[আল হাজ্জ, আয়াত নং ৩৪]

"গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর। এই কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।"

[আল হাজ্জ, আয়াত নং ৩৭]

সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদুল আজহা আমাদের মাঝে একটি অসাধারণ শিক্ষা নিয়ে হাজির হয়। এটি আমাদের চেতনা, নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষার এক অসাধারণ পর্ব। আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমীনের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে আত্মত্যাগ ও ভাতৃত্বের নজির স্থাপনই এই সময়ের বড় করণীয়।

ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর

ঈদ মুবারক

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

CDPAP SERVICES
বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

সফল

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
29 June 2023, Thursday

২৯ জুন ২০২৩, ১১ আষাঢ় ১৪৩০, ১১ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার

পিউ সমীক্ষা
৪০ শতাংশ আমেরিকান মোদির কথা শোনেননি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুল প্রচারিত প্রথম 'সরকারি রাষ্ট্রীয় সফরে' রয়েছেন। তবে ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক পিউ রিসার্চ সেন্টার দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষা দেখায় যে আমেরিকান জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তাঁর কথা শোনেননি। ২১ জুন প্রকাশিত, 'স্প্রিং ২০২৩ গ্লোবাল অ্যাটিটিউড সার্ভে' তে দেখা গেছে যে ৪০ শতাংশ আমেরিকান মোদির কথা শোনেননি । জরিপে যে কোনও নেতার থেকে বেশি। তালিকায় ৩৫ শতাংশ পেয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

কিছু দুঃখজনক ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব

এরিক অ্যাডামসের ওপ এড

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটিকে দুইটি ট্র্যাজেডির সাক্ষী হতে হয়েছে। এমন দুঃখজনক ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। একটি ছিল, ই-বাইকের দোকানে মারাত্মক অগ্নিকান্ড। অন্যটি সাবওয়ে সার্ফিংয়ের সময়ে ১৪ বছর বয়সী একজনের মৃত্যু ছাড়াও অন্য এক যুবকের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

ট্র্যাজেডিতে হারিয়ে যাওয়া এবং আহত হওয়া পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। ২৬ জুন সোমবার তাঁর সাপ্তাহিক ওপ এড কলামে মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, আমরা প্রত্যেকেই জানি এমন বেদনাদায়ক ঘটনা নিজেদেরও হতে পারে। আমাদের সন্তানের বেলায়ও হতে পারে। এ বেদনাকে মনে রেখেই আমাদের সিটিকে সুরক্ষিত রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি। তিনি বলেন, এর অর্থ এসব দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

মেয়র জানিয়েছেন আগের সপ্তাহে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

ড. আব্দুল করিমের সাথে 'একান্ত আলাপন'

উত্তর আমেরিকা অফিস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল করিমের আমেরিকা আগমন উপলক্ষে ৬ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটির কিউ গার্ডেনস্থ " দি ইটার্নিটি " রেষ্টুরেন্টের পার্টি হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা -এর উদ্যোগে " একান্ত আলাপন" শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রাণঢালা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংগঠনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহারের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেলের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

অন্তরঙ্গ আলোকে নুসরাত জাহান চৌধুরী

খায়রুল আনাম

এটা খুবই মজার বিষয় যে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আমেরিকান, শিকাগোতে জন্ম নেওয়া, নুসরত জাহান চৌধুরীর (৪৭) আমেরিকার ফেডারেল বিভাগে বিচারক হিসেবে যোগ দেবার জন্য ফাইনালী সিনেটের কনফার্মেশন পাওয়ার খবরটি শিকাগোতে বসে সুদূর কলকাতার একটা দৈনিক পত্রিকা মারফত প্রথম জানতে পারি। তারপর অবশ্য আমেরিকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য খবরের কাগজ ও টেলিভিশনে ঐ খবরটি বারবার পড়া ও দেখা হয়েছে। আজকেও 'ইসনা' বা ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা (আইএসএনএ)-এর ইমেলেও তারা সেই খবর পাঠিয়েছে। আমাদের বাচ্চা নুসরাতকে নিয়ে আমরা গর্বিত।

নুসরাতের জন্ম, শিকাগো (১৯৭৬), তিন ভাই বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। সবাই ব্রিলিয়েন্ট। নুসরাতের বাবা, ডাঃ নুরার রহমান চৌধুরী (নিউরোলজিস্ট), ছিলেন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার লোক। তিনি ফুলব্রাইট স্কলারশীপে আমেরিকা এসেছিলেন। নুসরাত টপ আইভি লীগ স্কুলগুলোতে পড়াশুনা করেছেন। কলম্বিয়া থেকে বি এ, প্রিন্সটন থেকে এম পি এ ও ইয়েল থেকে ল' ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের হয়ে কাজ করতেন।

২০২২ সালের ১৯ শে জানুয়ারী, প্রেসিডেন্ট বাইডেন নুসরাতকে নিউইয়র্কের ইষ্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে, আমেরিকান ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসেবে মনোনয়ন দেন। পদটি জাজ যোসেফ বিয়াংকোর আমেরিকান কোর্ট অব অ্যাপিলস-এ পদোন্নতির ফলে খালি হয়েছিল। ঐ একই বছরের ২৭ শে এপ্রিলে, সিনেট জুডিশিয়ারী কমিটিতে এই নিয়ে শুনানী হয়। কিন্তু নানা ঘাত প্রতিঘাতে তার এই মনোনয়ন কনফার্মেশনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। কারণ সিনেট এখন রিপাবলিকানদের দখলে আর অধিকার বঞ্চিত, সংখ্যালঘুদের নিয়ে কাজ করা একজন আইনজীবিকে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

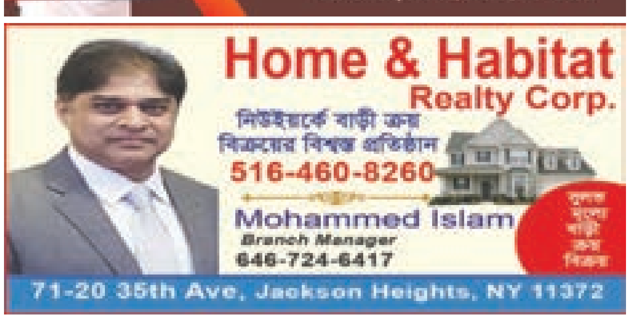

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩৩৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com